This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible.

Google™ books

https://books.google.com

A. o.r
4836

Digitized by Google

A. or. 4836

Digitized by Google

Digitized by Google

ঈশ্বরের আরাধনা করণার্থে

ধর্ম্মগীত।

"ভজনগীত ও স্তবগীত ও পরমার্থগীতদ্বারা তোমরা প্রেম ভাবেতে আপনাদের অন্তঃকরণে প্রভুর ধন্যবাদ করহ।"

কলসীদের প্রতি ৩. ১৬.

A

SELECTION OF HYMNS

SUITED FOR

DIVINE WORSHIP.

Calcutta:

PRINTED FOR THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY,

AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1829.

Digitized by Google

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

গীত।

ঈশ্বরের বিষয়।

১

(পরমেশ্বরের গুণ)

ওভাই চরাচর কর্ত্তা যিনি ভজ তাঁহারে
তিনি বিনা কার সাধ্য জীব নিস্তারে।

১ নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ বিভু বিশ্ব নিকেতন
বিকার বিহীন কামক্রোধহীন নির্বিশেষ সনাতন।

২ অনাদি অক্ষর পূর্ণ পরাৎপর অন্তরাত্মা অগোচর
সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বত্র সমান ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।

৩ অনন্ত অব্যয় অশোক অভয় একমাত্র নিরাময়
উপমা রহিত সর্ব্বজন হিত ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

৪ সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল বিশুদ্ধ নিশ্চল পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ
অপার মহিমা অচিন্ত্য অসীমা সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

৫ নক্ষত্র তপন চন্দ্রমা পবন ভ্রমেন নিয়মে যাঁর
জলবিন্দুপরি শিল্পকার্য্য করি দেন রূপ চমৎকার।

৬ পশু পক্ষি নানা জন্তু অগণনা যাঁহার রচনা হয়।
স্থাবর জঙ্গম যথা যে নিয়ম সেই রূপে সবে রয়।

৭ আহার উদরে দেন সবাকারে জীবের জীবন দাতা
রস রক্ত স্থানে দুগ্ধ দেন স্তনে পান হেতু বিশ্বত্রাতা।

Digitized by Google

২

৮ জন্ম স্থিতি ভঙ্গ সংসার প্রসঙ্গ হয় যাঁর নিয়মেতে
সেই সর্বেশ্বর তাঁরে নিরন্তর ভাব মনে বিধিমতে।

২

(ঈশ্বরের গুণ)

ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ অমরত্ব বর
কৃপা করি দিতেছেন লও সর্ব্ব নর।

১ তিনি ভগবান্ সর্ব্ব শক্তিমান্ আছেন সকল স্থানে
তিনি সর্ব্বজ্ঞাতা সকলের বিধাতা সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানে।

২ তিনি আদি অন্ত অনাদি অনন্ত সত্য দয়া ক্ষমাবান
তাঁহার সমান নাহি কোন জন অশেষ গুণের আধান।

৩ কি তাঁর প্রভাব অন্ধকারাভাব নিকটেতে নিরন্তর।
দিবা নিশি জ্যোতি করে অবস্থিতি সমভাবে পুরে তাঁর।

৪ য়িহুহ্ নামেতে বিখ্যাত জগতে স্বর্গপুরে তাঁর ধাম
য়িশু নামে পূর্ণ হলেন অবতীর্ণ পাপিকে দিতে বিশ্রাম।

৩

(ঈশ্বর অনন্ত অনাদি মনুষ্য অনিত্য)

ওহে ঈশ্বর তব গুণ অচিন্ত্য অপার
তাহার কি পাব অন্ত আমি তুচ্ছ নর।

১ পুরুষানুক্রমে তুমি আমাদের আশ্রয়
জগতের পূর্ব্বাপরে আছে হে নিশ্চয়।
পাঠাইয়া জীবে তুমি অনিত্য সংসারে
পুন কহ আইস তোরা আমার গোচরে।

২ সহস্র বৎসর এক নিমিষের ন্যায়
এই রূপ কাল প্রভো তব গণ্য হয়।
কিন্তু আমাদের আয়ু স্বপ্নবৎ হয়
শ্রোতোজল তুল্য ক্ষণে ক্ষণে বহি যায়।

৩ প্রাতঃকালে থাকে যেমন সতেজ নবীন
ফুল্লফুল ম্লান হয় দিন হইলে ক্ষীণ।
তব ক্রোধে মোরা প্রভো হারাই জীবন
চিন্তাযুক্ত তব কোপে হয় মোদের মন।

৪ আমাদের গুপ্ত পাপ কিম্বা প্রকাশিত
একটীও তাহা তব নাহি অবিদিত।
তব ক্রোধাধীন হয়্যা রাত্রি দিন যায়
বৎসর হইল মোদের এক গপ্প ন্যায়।

৫ অনুগ্রহ করি নাথ তুমি দেও ভিক্ষা
করিতে গণনা দিন মোরে দেও শিক্ষা
মোর চিত্ত থাকে যেন সুকর্ম্মেতে মগ্ন
কামাদি রিপুতে না করিতে পারে বিঘ্ন।

৪

(ঈশ্বর আছেন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী)

হেদে হে ঈশ্বর তব অসংখ্য মহিমা
আমি তুচ্ছ নর তাহার কি করিব সীমা।

১ আশ্রিত অধীন মোরে উদ্দেশ করিয়া
দাস জ্ঞানে জানিয়াছ একি তব দয়া।
আমার উত্থান স্থিতি তুমি জ্ঞাত আছ
দূরে থাকি মনোবাঞ্ছা সব বুঝিতেছ।

Digitized by Google

২ মম নিদ্রা আর পথ বেষ্টন কর্য্যাছ
যথা তথা যাই তুমি সব দেখিতেছ।
ভাল মন্দ মম জিহ্বা যে করে প্রচার
একটীও তাহা তোমার নাহি অগোচর।

৩ তুমি মোর অগ্র পশ্চাৎ নিত্য ঘেরিতেছ
আমার উপরে হস্ত সদা রাখিতেছ।
আমার জ্ঞানে এ সকল বড়ই আশ্চর্য্য
ভারি বোধ হয় তাহা বুঝে না অনার্য্য

৪ তোমাহইতে পলাইয়া কোথায় যাইব
কোথা গিয়া তব দৃষ্টি গোচর না হব।
যদি আমি স্বর্গে যাই তথা আছ তুমি
সে কালেও আছ যবে পরলোক গামী।

৫ পক্ষবান হইয়া যদি সমুদ্রান্তে যায়
তব হস্ত অনায়াসে ধরিবে তথায়।
যদি পলাইয়া থাকি ঘোর অন্ধকারে
তথা গেলে দেখিতে না পাবে কেহ মোরে।

৬ কিন্তু আলোকেতে পূর্ণ হয় সেই স্থান
রাত্রি দিনের ন্যায় হয় দীপ্তিমান।
দীপ্তিতে আলোতে নাহি থাকে ভেদ জ্ঞান
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি আছ সর্ব্ব স্থান।

৫

(ঈশ্বর আছেন সর্বশক্তিমান্ ও প্রেমময়)

১ বিশ্বব্যাপি ঈশ্বরকে কে পারে চিনিতে
বোধাগম্য হইয়া যিনি আছেন জগতে।

Digitized by Google

২ সৃজন পালন লয় যাঁহার ইঙ্গিতে
প্রেমী দয়াময় পারেন চতুর্বর্গ দিতে।

৩ কেবল তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন দোষেতে
মজিয়াছে এ সংসার দুরন্ত পাপেতে।

৪ শাপগ্রস্ত হইয়া আছে মায়ার মেলাতে
নিরন্তর পুড়ে মন সুখ নাহি তাতে।

৫ সেই হেতু কৃপাময় আপনার সুতে
পাঠাইলেন পাপি তাপি জীবে মুক্তি দিতে।

৬ খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে
উদ্ধারিলেন তিনি পাপী স্বপ্রাণ দানেতে।

৬

(ঈশ্বরের দয়া)

কিবা দয়াময় ধন্য ২ ধর্ম্ম পিতা ব্রহ্ম নিরঞ্জন

১ বাঁচাইতে শত্রুর প্রাণ পুত্রে দিলেন বলিদান
করিলেন আশ্চর্য্য কার্য্য পাপির কারণ।

২ ছিলাম ক্রোধ অধিকারী উদ্ধারিলে প্রেম করি
শত্রুগণে পুত্রসম করিলে আহ্বান।

৩ মাফ করি সর্ব্ব পাপ নাশিলে নরক তাপ
অশুচিরে শুচি করি করিলেন গ্রহণ।

৪ দিনে করিতে নিস্তার হস্ত করেছ বিস্তার
উঠাইয়াছ আপনার কৃপার নিশান।

Digitized by Google

৭

(ঈশ্বরের দয়া)

মন ঈশ্বরের অনুগ্রহ মান বার বার
তুমি না ভুলিও ধন্যবাদ করহ তাঁহার।

১ তব সর্ব অপরাধ ক্ষমা করিবেন নাথ
পাপরোগ হতে মুক্তি দিবেন তোমার।
দয়ালু ঈশ্বর তিনি অনুগ্রহ চিন্তামণি
কোপে ধীর অনুগ্রহ তাঁহার অপার।

২ তর্জ্জন গর্জ্জন অতি না করিবেন মোর প্রতি
তিনি ক্ষান্ত না থাকিবেন কভু নিরন্তর।
কিন্তু পাপ অনুসারে দুঃখ নাহি দেন মোরে
অপরাধোচিত শাস্তি না দেন ভক্তের।

৩ ভূমিহইতে উচ্চতরে যথা স্বর্গ স্থিতি করে
তত উচ্চ অনুগ্রহ ভক্ত প্রতি তাঁর।
উদয়াস্ত ধরাধর আছে যেমন অন্তর
সেই মত দুরে রাখেন দোষ আমাদের।

৪ হেদে রে অশান্ত মন কৃতজ্ঞ হইয়া শুন
স্মরণ রাখিয়া ধন্যবাদ কর তাঁহার।
পাইয়া অনুগ্রহ যত না ভুলিও কদাচিত
ধর্ম্মময় নাম প্রশংসা কর তাহার।

Digitized by Google

৮

(ঈশ্বরের প্রেম)

আমার ঈশ্বর প্রবোধকারী গো
পাপাপদ পরীক্ষাহইতে করেন রক্ষা সর্ব্বদিবস সর্ব্বরী

১ বিষম দুর্গম দুর্দ্দশা কালে
দয়া করি পিতা করেন কোলে।
হইলে পতন করিয়া যতন
উঠান হাতেতে ধরি গো।

২ ঈশ্বর আছেন বন্ধু যাহার
কিছু অসুসার নাহি তাহার।
পর্ব্বতের আড়ে কি করিবে ঝড়ে
কারে আর ভয় করি গো।

৩ কাতর হইয়া করিলেন রোদন
পিতা কি না শুনেন পুত্রের নিবেদন।
যখন চাহি যাহা দিবেন য়িহুহ
নিতান্ত ভরসা করি গো।

৪ ধন্য ধর্ম্ম পিতা অধম তারণ
নিজ পুত্র দিলেন পাপের কারণ।
পাপে খেদ যুক্ত হইলে করেন মুক্ত
য়িশুর খ্রীষ্টের মুখ হেরি গো।

Digitized by Google

৯

(ঈশ্বর আমাদের পালক)

ওরে দুরাচার মন কেন ভাব আর
ভবহইতে ঈশ্বর মোরে করিবেন নিস্তার

১ পালনের কর্ত্তা আছেন জগতে ঈশ্বর
কিছুর অভাব কভু না হবে আমার।

২ তৃণ যুক্ত স্থানে শয়ন করান আমার
শ্রোতো জলের নিকটে চরান নিরন্তর।

৩ ধর্ম্ম পথে লয়ান গুণে আপন নামের
আগে করান পরিবর্ত্ত দুরন্ত মনের।

৪ যদ্যপি সমীপে যাই মৃত্যুর ছায়ার
সে আপদে কভু ভয় নাহিক আমার।

১০

(ঈশ্বরের স্তব)

১ করুক ঈশ্বরের স্তব পৃথিবীস্থ নর
সর্ব্ব দেশে করুক স্তুতি উদ্ধার কর্ত্তার।

২ অটল অনন্ত দয়া তোমার ঈশ্বর
তব স্তুতি সর্ব্ব দেশে ব্যাপুক সত্বর।

Digitized by Google

খ্রীষ্টের বিষয়।

১১

(যিশুর মহিমা প্রকাশ)

যিশুব্রহ্ম অবতার জগতে আইলেন পাপ করিতে উদ্ধার।

১ কে কহিতে পারে প্রভুর মহিমা অপার
তিনি নিষ্পাপ শরীরে লইলেন পাতকের ভার

২ নানা মতে পরিশ্রম ভ্রম কেন কর
যিশু নামে শান্তি পাবে ভ্রান্তি যাবে দূর।

৩ আইস ২ ডাকিতেছেন দয়ালু ঈশ্বর
তিনি অনায়াসে লইবেন স্বর্গে এই অঙ্গীকার।

১২

(যিশু কাঙ্গালের বন্ধু)

আসিয়াছেন কাঙ্গালের বন্ধু যিশু ভবসিন্ধু তারিতে
পাপিতাপি দুঃখি জনের দুঃখ হরিতে।

১ বচন যিশুর সুধা সিন্ধু নীর ত্রাণ আছে রে তাতে
দিনে দিনে পাপ আর সন্তাপ যাবে দুরেতে।

২ ধরি নর দেহ আসিয়াছেন সেহ ইহ জগতে
পাপির যন্ত্রণা ধরিলেন আপনা নিজ দেহেতে।

৩ খ্রীষ্টামৃত সার প্রেমের পাঁথার হে মন ডুব রে তাতে
যে করে ভজন যে করে সাধন অবশ্য রতন পাবে
শেষেতে।

৪ পাপী দীনহীন কাঙ্গাল কাঁদে সদা কাল প্রভুর অর্থে
যিশুর অবতার হইলেন সারোদ্ধার পাপ নাশিতে।

Digitized by Google

১৩

(খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেম)

তোমরা সভাই চল তাঁর কাছে
যিনি পাপির কারণ প্রাণ দিয়াছে।
যায় যদি মৃত্যু লোকে তবে পাপির জীবন বাঁচে।

১ করিবারে পাপির ত্রাণ আস্তা দিলেন দরশন সেই মহাজন
যিশু খ্রীষ্ট তাঁহারি নাম জগতে প্রকাশ হইয়াছে।

২ কুমারীর উদরে জাত যিশু খ্রীষ্ট পাপির নাথ সেই ত্রাণের পথ
তাহা বিনা এ ভুবনে যত দেখ সকল মিছা।

৩ আসি তিনি এ সংসারে বেড়াইলেন ঘরে ২ পাপির তরে
অনন্ত জীবন লয়্যা ধর ২ বলি যাঁচে।

৪ হাতে পায় পেরেক গাঁথা তাতে পাইলেন কত ব্যথা জগত্রাতা
পাপি তাপি নিস্তারিতে টাঙ্গান গিয়াছিলেন গাছে।

১৪

(যিশুর অতুল্য প্রেম)

যিশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে
খুজিলে এমন মিলিবে না কোন দেশে
করিতে পাতকির ত্রাণ প্রাণ দিলেন অবশেষে।

১ পাপিগণে উদ্ধারণে আইলেন নরের বেশে
এই যে প্রায়শ্চিত্ত করণ কারণ মরিলেন বিষম ক্রুশে
জগৎবাসী অভিলাষী তারা রএছে পাপের বশে
এই যে সত্য সেবা না করিয়া মরিবে আপন দোষে।

২ দ্বেষ করিয়া য়িহুদীরা তারে বধ কৈল বিনা দোষে
এই যে তিন দিবসে জীবিত হইলেন রহিলেন না
মৃত্যুর বশে

দুই জন চৌর হত হৈল খ্রীষ্ট য়িশুর দুই পাশে
তার এক জন প্রশ্রয়ের গুণে গেল সে প্রভুর সহস্বর্গ
বাসে।

৩ উত্থান হইয়া স্বর্গে গিয়া পিতার দক্ষিণে আছেন বস্যা
এই যে করিতে জগতের বিচার আসিবেন সকল শেষে
অদৃশ্য প্রভুর চরণ বিশ্বাসে ধর কস্যা
অধীন কাঙ্গাল বলে ছাড়্যা দিলে তুফানে যাবে ভাস্যা।

১৫

(খ্রীষ্টের প্রেমে মগ্ন হওন)

১ মন শুন২ মন ওরে আমার মন ডুব য়িশু খ্রীষ্টের
প্রেমেতে
না হইও বিরত ভাই বন্ধু যত হও একীমত ইহাতে।
মন য়িশু প্রেম ধন করহ যতন পাইবে রতন তাহাতে
কর প্রেম ভক্তি তবে হবে মুক্তি য়িশু প্রেম জপ
হৃদেতে।

২ মন ঘৃণা কর পাপে নরক অনল তাপে মুক্ত হবে তবে
এ বন্ধনেতে
পাপের কারণ খেদ হও মন পরিত্রাণ পাবে য়িশুতে।
মন তেজি লাজ ভয় পাপপরাজয় বিশ্বাসিত হও প্রভু
য়িশুতে
না হইও মূঢ় পাইতে নিগূঢ় পরিত্রাণ হবে খ্রীষ্টেতে।

Digitized by Google

৩ মন য়িশুর প্রেম ধৃত হইএ পুলকিত সদাই চল মন
প্রেমের পথেতে
প্রেম প্রকাশিয়া নিজ প্রাণ দিয়া উদ্ধারিলেন নরক
হইতে।
প্রভু পতিতের গতি প্রেমেতে স্থিতি প্রেম বিনা মন
পাবে না তাঁতে
য়িশু প্রেমানন্দ সদাই আনন্দ নিরানন্দ নাহি তাঁহাতে।

১৬

(খ্রীষ্ট দয়াময় কাণ্ডারি)

১ ওহে কর্ণধার ঢেউ উঠে ভয়ঙ্কর
হইয়াছে মহা তুফান।
আমার জাহাজ ভগ্ন হয় এই আমার বড় ভয়
প্রভু হে কর মোরে ত্রাণ।

২ তোমায় মোর উপকার হে প্রভু কর পার
মোরে বিশ্বাস তোমাতে হয়।
তোমার প্রেম অতিশয় ওহে করুণাময়
তুমি হও আমার আশ্রয়।

৩ আমি যাই ডুবিয়া কোথায় না জানিয়া
এ ভব সিন্ধুর মাঝ।
তোমার অসীমা গুণ স্থির কর আমার মন
তোমাতে রক্ষিত মোর জাহাজ।

৪ হে প্রভু কর ত্রাণ তোমারি গুণগান
আমি নিরন্তরে গাই।
তোমারি বিদ্যমান যে সেই পরম স্থান
মরণে তা যেন পাই।

১৭

(খ্রীষ্ট দয়াময় কাণ্ডারী)

ভাই ভবের ঘাটে খ্রীষ্ট যিশু হইয়াছেন কাণ্ডারী
মোরা তবে কেন পারে যাইতে ভয় করি।

১ ও ভাই ত্বরা ত্বরি করে চল তাঁহারি চরণে ধরি
তিনি সর্ব্ব শক্তিমান ও ভাই যত দেখ সকল তাঁরি।

২ তিনি নিজ রক্ত পাত কর্য্যা কিনিয়াছেন জগৎ পুরী
মোদের পাপের দেনা শোধ করিয়া হইলেন জীবন অধিকারী।

৩ তিনি আসিয়াছেন সদর ঘাটে লাগাইয়াছেন প্রেমের তরি
প্রভু ভক্তি বুঝ্যা পার করিছেন চান না কিছু টাকা কড়ি।

৪ তিনি ক্ষমাতে তুল্যাছেন পালি সত্য দয়া তাহার দাঁড়ি
প্রভু আপনি ধর্য্যাছেন হালি দেখ সুবাতাসে চলিতেছে তরি।

৫ যিশু খ্রীষ্ট নামে পরম গান গায় সকলে বদন ভরি
অধীন কাঙ্গাল বলে সত্য ধর ও ভাই ছাড়ি দিয়া ছল চাতুরী।

১৮

(পরিত্রাণের জাহাজে গমন)

যিশু নামে সুবাতাসে দিয়াছে দক্ষিণে ভাগে
আমার মনরে মাঝী সময় বুঝি চালাও জাহাজ পবন বেগে
যদি সে জীবনপুরের ঘাটে যাবে।

Digitized by Google

১ ও ভাই আসিয়া সংসারের মাঝে স্থল হারাইলা
মিছা লোভে
ও ভাই সাবধানে ধরিও হালি চড়ায় লাগে পাছে
ডুবে।

২ ও ভাই ধরিয়া প্রত্যয়ের ডোরে টান রাখিও উজান
বাগে।
ও ভাই ভবের মাঝে তমুর জাহাজ আচম্বিতে ডুবে
করে।

৩ ও ভাই য়িশু নামে পালি তুল্যা দেও পার পাইবে
দারুণ ভবে
অধীন কাঙ্গাল বলে ভবের কূলে ভুলে আছ কিসের
ভাবে।

১৯

(খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেম)

এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে
প্রভু শত্রুলাগি প্রাণ দিলে।

১ প্রভু জগতে ছিলে নরেতে মিলে হে নরমেধ হইলে
প্রভু নরের নরক জ্বালা আপনি নিবারিলে।

২ প্রভু দিয়া নিজ প্রাণ হইলে বলিদান হে প্রভু অতি
দয়াবান
কত অন্ধ খোড়া গোঙ্গা আদি মৃতকে বাঁচাইলে

৩ শত্রু হস্তে প্রাণ করি সমর্পণ করিলে কবরে শয়ন
তিন দিনের দিনে প্রভু আপনি হে উঠিলে।

Digitized by Google

৪ পিতা ঈশ্বর সদনে আছ তাঁর দক্ষিণে হে স্থান প্রস্তুত
কারণে
ওহে নিজ আশ্রিত জনে তুমি রাখিবে সে অতুলে।

২০

(খ্রীষ্ট পাপি লোকদের সত্য আশ্রয়)

খ্রীষ্টে প্রেম রাখ মনেতে
পড়্যে পাপ জালে ঈশ্বরে ভুলিলে
কি হবে তোমার মরণেতে।

১ এ পাপ সংসার সকলি অসার
খ্রীষ্টের মরণ তাহে পারাবার
হইয়া সুস্থির রাখ নিরন্তর
খ্রীষ্টের মরণ হৃদয়েতে।

২ খ্রীষ্টের কিবা প্রেম সুন বন্ধু জন
নিজ প্রাণ দিলেন পাপির কারণ
হেন জন প্রতি রাখ রতি মতি
পরিত্রাণ পাবে নরক হইতে।

৩ ভাই বন্ধু পুত্র আছে যতেক
সময়েতে সব বুঝিয়া দেখ
অসময়ে তোমার কে করে নিস্তার
য়িশু বিনা নাহি তারিতে।

৪ জগতে খ্রীষ্টের প্রেম প্রবল
অন্য দেব দেবী সব বিফল

Digitized by Google

খ্রীষ্ট আশুয়েতে স্বর্গে যাবে চলে
য়িশু প্রেম জান সবেতে।

২১

(খ্রীষ্টের ধ্যান)

কেন মন তুমি স্মর না
খ্রীষ্টের মরণ সুধার সমান নিষ্ঠা করি কেন স্মর না।

১ জন্মিয়া জগতে ওরে পামর মন
পাপের কার্য্যেতে ফির অনুক্ষণ
য়িশু মরণ গুণ কর রে ধারণ
এড়াইবে পাপের যন্ত্রণা।

২ পাপের সংসার সব মিথ্যাময়
কুহকের বাদ্য কিছু সত্য নয়
অতএব শুন খ্রীষ্টের মরণ
নিরন্তর কর ভাবনা।

৩ খ্রীষ্ট অবতার নিজ দয়াতে
হইলেন দেখ এই জগতে
য়িশু গুণ ধৃত কর অবিরত
দুষ্ট দুষ্ট ভাব ত্যজ না।

৪ ঐহিক সুখেতে ত্যজ অভিলাষ
মিথ্যা বাক্য আর হাস পরিহাস
এ সব ত্যজিয়া ভক্তরূপ হইয়া
ঈশ্বরে কর সাধনা।

Digitized by Google

২২

(ত্রাণ পাইবার উপায়)

১ আইস আইস সর্ব্ব পাপী
য়িশু খ্রীষ্টকে কর সার
তিনি চাহেন ওরে তাপী
তোদের ভক্তি জন্মাইবার।
য়িশু বিনা
পাপে রক্ষা নাহি আর।

২ য়িশু দিলেন আপন রক্ত
পাইলেন কত শত দুঃখ
তাতে মানুষ হইয়া মুক্ত
স্বর্গে পাইবে নিত্য সুখ।
য়িশু খ্রীষ্ট
পাপি লোককে তরাইবেন।

২৩

(খ্রীষ্টের প্রেম)

য়িশুর নামেতে

আর বান্ধা গিয়াছে মন প্রেম বন্ধনে
ভাই বন্ধু যত হও একি মত বিলম্ব করহ কেন।

১ কিবা প্রেম প্রকাশিলেন য়িশু
এ জগতে আসিয়া
প্রেমে ঢুল২ হইয়া বিহ্বল
বারি বহে সদা নয়নে।

Digitized by Google

২ মরণের ভয় মনেতে না হয়
যিশু খ্রীষ্টের নামেতে
আহা মরি ২ কিবা প্রেম পুরী
আসিয়াছেন মর্ত্য ভুবনে।

৩ সত্য দয়া ক্ষমা প্রকাশিলেন
সেই হইল শুদ্ধ বারি
সেই বারি তুল মনে হবে আলো
মুক্তি হবে খ্রীষ্টের মরণে।

২৪

(খ্রীষ্টের প্রেম)

কি দয়া প্রকাশিলে
পাপিগণে তরাইতে নিজ প্রাণ দান দিলে।

১ ত্যজি স্বর্গ সিংহাসন
জগতে হইল গমন
ডাক সদা পাপিগণ
আইস ২ বলে।

২ যিশু হে কাঙ্গালের বন্ধু
নিস্তারিতে ভব সিন্ধু
করিলে পাপের ভোগ
বিপক্ষের যোগাযোগ।
না ভাবিলে কোন শোক
সকলি সহিলে।

Digitized by Google

৩ ব্যাধিত পীড়িত যত
নিস্তারিলে কত শত
মৃত দেহে দিলে প্রাণ
কত শত স্থানে স্থান
কৃপা করি পরিত্রাণ
সকলে করিলে।

২৫

(খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া আর প্রেম)

য়িশু কিবা প্রেম প্রকাশিলেন পাপি তাপি নরে।
দেখ নিজ গুণে দীন হীনে কে আর নিস্তারে।

১ তিনি হইয়া রাখাল আমাদের পাল
চরাইলেন নিরন্তরে
প্রতিনিধি হইয়া নানা ক্লেশ সয়্যা
ত্যজিলেন কলেবরে।

২ দেখ লাজার মরিয়া চারি দিন শুয়্যা
ছিল কবর ভিতরে
উঠহ ত্বরিত বলিবা মাত্রত
তৎক্ষণাৎ আইল বাহিরে।

৩ তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রাচুর্য্য
ভাবি দেখ সবে অন্তরে
বলিরূপী হইয়া ক্রুশোপরি গিয়া
পাপ কাটিলেন আমাদের।

Digitized by Google

৪ তাঁহার উপর বিশ্বাসী যে নর
সে বাঁচিবে মহা বিচারে
যাইয়া স্বর্গ লোকে চিরকাল সুখে
থাকিবে ঈশ্বর নগরে।

২৬

(খ্রীষ্টের প্রেমেতে বাস করণ)

য়িশু খ্রীষ্টের প্রেমে প্রেম কর
ভাই হে ভুলিও না।

১ যিনি প্রেমেতে ত্যজিলেন স্বর্গীয় সুখ
স্ব ইচ্ছাতে ভোগিলেন পাপিদের দুঃখ
ভাই ভগিনী হে যত হও সকল এক মত
তাঁহার প্রেমেতে রত নিরবধি থাক।
ভাই ভুলিও না।

২ মনে কর যে রক্তেতে হইয়াছে ক্রীত
খ্রীষ্ট য়িশুর সুস্বভাবে করিও প্রীত
প্রভু য়িশুর যে মরণ সে ধর্ম্ম সংপূরণ
প্রেম ভক্তির ও বন্ধন আনন্দময় পুর।
ভাই ভুলিও না।

৩ এই পুরেতে আইস হে করিও বাস
নিরবধি ইহাতে খণ্ডিবে ত্রাস
য়িশুর হাস্যময় মুখ সদা ব্যাপাইবে সুখ
দূরে করিয়া দুঃখ প্রসন্ন হইয়া।
ভাই ভুলিও না।

৪ যিনি প্রেমেতে আপন প্রাণ করিলেন ব্যয়
তাঁহার প্রেমে প্রেম করিয়া হও তাঁহার ন্যায়
এ প্রেম কেমন মিষ্ট যে তাতে আবিষ্ট
সেই সদা হৃষ্ট জানিবেন মর্ম্ম।
ভাই ভুলিও না।

২৭

(প্রভু ত্যজিও না)

আমি মহাপাপী ত্রাণ কর
প্রভু হে ত্যজিও না।

১ আমি কেমনে পার হব ভব সেতু
ঘোর পাপেতে ডুবি না জানি হেতু
কে করিবে ত্রাণ মোর ভয়ান্বিত প্রাণ
না দেখিলাম আন এ ভব মাঝে।
প্রভু ত্যজিও না।

২ আমার ধর্ম্ম কি কর্ম্ম এ সব কিছু নয়
পাপের স্রোতেতে ভাসি কি হবে উপায়
হে জগতের স্বামি কি কহিব আমি
ত্রাণ কেবলি তুমি করিতে পার।
প্রভ ত্যজিও না।

৩ কি করিব আমি কি কহিব আন
এ ঘোর অন্ধকারে হারা গিয়াছে জ্ঞান
আমি আছি টল মল যেন সাগরের জল
না পাই কোন স্থল মোর লাগাবার জাহাজ।
প্রভু ত্যজিও না।

Digitized by Google

৪ প্রভু হে তোমার মরণ সে সুসমাচার
তাতে হয় অবিলম্বন ভবার্ণবে পার
যাহার ভক্তি উদয় তার খণ্ডিবে ভয়
সে তোমাতে জয় করিবে নিশ্চয়।
প্রভু ত্যজিও না।

২৮

(য়িশু পাপিদের সত্ত আশ্রয়)

১ প্রভু য়িশু কর দয়া
তুমি মোদের সত্যাশুয়
পাপিরে দেও পদচ্ছায়া
ভক্তকে কর নির্ভয়
দয়াল য়িশু
তোমার কৃপা অতিশয়।

২ আমরা বড় অপরাধী
আমাদের অসীমা পাপ
লঙ্ঘিয়াছি ধর্ম্ম বিধি
সদা করি অনুতাপ
দয়াল য়িশু
খণ্ডাও মোদের অভিশাপ।

৩ সংসারের চরিত্র দেখি
মনে পাই বড় ত্রাস
পাপের ভয়ে সদা দুঃখী
তরাও য়িশু দেও আশ্বাস
দয়াল য়িশু
পুরাও মনের অভিলাষ।

Digitized by Google

৪ তুমি ঈশ্বর কৃপাবন্ত
তোমার অনুগ্রহ চাই
তুমি আদি মধ্য অন্ত
মুক্তিদাতা আর কেহ নাই
দয়াল য়িশু
তোমারি ধন্যবাদ গাই।

২৯

(পরিত্রাণের বিষয়)

পরিত্রাণ খ্রীষ্টের মরণে।

১ য়িশু নরদেহ ধরি আইলেন মর্ত্য পুরী
পাতকির পাপ নিবারণে
য়িশু সব সুখ ত্যাগী হইয়া মহা দুঃখী
তারিলে সকল শত্রুগণে।

২ য়িশু পতিত পামরে নরক দুস্তরে
প্রেম কৈলে নিজ গুণে
য়িশু শত্রুর কারণে আপন পরাণে
যন্ত্রণা ভোগিলে সন্নিধানে।

৩ য়িশু অনন্ত কারণ অনন্ত প্রমাণ
দিতেছ হে জগজ্জনে
য়িশু আমি ক্রিয়াহীন অতি দীন হীন
মুক্ত কর মোরে প্রেম দানে।

Digitized by Google

৪ য়িশু প্রেমসিন্ধু তুমি কূর্ম্ম জন্তু আমি
বাস করি তব নীরে
য়িশু মোরে করি দয়া দেহ পদছায়া
শীতল থাকিব সর্ব্ব ক্ষণে।

৩০

(য়িশু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা)

ও কি হবে হে য়িশু নরক ঘোরে নিস্তার
দারা বন্ধু সুত যত সময়েতে অনুগত
অসময়ে কেবা কার।

১ য়িশু আমি দীনহীন অতি অকিঞ্চন
জগতে কেহ নাহি আর
য়িশু এ জগত কিছু নয় সকলি মায়াময়
তুমি সকলের সার।

২ য়িশু ধন ২ করি দিবা নিশি ফিরি
উদর করেছি সার
য়িশু দিনে ২ প্রাণ নরকে গমন
পাপ মোর অতি ভার।

৩ য়িশু তুমি মহাজন মোর অধম মন
স্থির করিবারে পার
য়িশু তুমি সর্ব্বেশ্বর স্বর্গের ঈশ্বর
প্রাণ দিয়া কৈলে পার।

Digitized by Google

৩১

(য়িশু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা)

১ চল যাই মোরা য়িশুর কাছে
নহিলে আবার অনন্ত নরক আছে।

২ নর পাপিগণে তারিতে ভুবনে
দয়াল অবতার হইয়াছে।

৩ জীবনদায়ি জল অতি সুনির্ম্মল
প্রভুর নিকটে আছে।

৪ আজি কালি করি অন্ধকারে ফিরি
মৃত্যু দেখ মোদের নিকট আছে।

৫ য়িশুর মরণেতে আশ যে করে বিশ্বাস
নিদান সময় সেইতো বাঁচে।

৬ য়িশু বিনা আর নাহি পারাবার
অনেক পাপী য়িশুর শরণ লইয়াছে।

৩২

(খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনা)

১ দয়া কর আমার উপর
ও হে য়িশু দয়াবান্
তুমি নরের নিস্তারকর্ত্তা
শুন আমার নিবেদন
শুন য়িশু ২
শুন আমার নিবেদন।

Digitized by Google

২ আমি বড় অপরাধী
আমার পাপের বড় ভার
মর্ত্ত্যে কারো শক্তি নহে
আমার নিস্তার করিবার
য়িশু ছাড়া কারো নহে
শক্তি নিস্তার করিবার।

৩ শুনিয়াছি মঙ্গলাখ্যান
শুনিয়াছি তোমার নাম
পাইয়া নানা দুঃখ অপমান
করিয়াছ পরিত্রাণ
বিশ্বের রক্ষা করুণার্থে
করিয়াছ পরিত্রাণ।

৪ এখন মঙ্গল সংবাদ চলে
সর্ব্ব সৃষ্টি ভর্সা পায়
আমি আইসি অন্য ডাকি
খ্রীষ্টের কৃপায় রক্ষা হয়
খ্রীষ্টের নামে ২
নিবেদিলে রক্ষা হয়।

৩৩

(খ্রীষ্টের প্রতি ভরসা)

আমি কার কাছে দাঁড়াই।

১ করিতেছি পাপ পুঞ্জ কার কাছে দাঁড়াই
য়িশু বিনা তরাইতে আর কেহ নাই।

২ সত্য ধর্ম্ম অনুগ্রহ নহে তোমা বই
তোমাতে করিলে ভক্তি পাপে মুক্ত হই।

৩ তুমি হে প্রেমের সিন্ধু পীতে আমি চাই
ধর্ম্ম মন ও পাপের মোচন তোমাহইতে পাই।

৪ আমি পাপী নরাধম না জানি কিছুই
কেবল তারণকর্ত্তা য়িশু খ্রীষ্ট বিনা নাই।

৩৪

(খ্রীষ্টের অবতার)

কে আর তারিতে পারে
ঈশ্বর য়িশু খ্রীষ্ট বিনা গো।

১ সেই মহাশয় ঈশ্বর তনয়
পাপির ত্রাণের হেতু
তাঁরে যেই জন করয়ে ভজন
তাহার তিনি ভব সেতু।

২ ঈশ্বর আপনি জন্মিলেন অবনী
উদ্ধারিতে পাপি জন
যেই পাপি হয় ভজয়ে তাহায়
সেই পাবে পরিত্রাণ।

Digitized by Google

৩ ধরিয়া আকার ধর্ম্ম অবতার
সেই জগতের নাথ
তাঁহার বিহনে স্বর্গের ভুবনে
গমন দুর্গম পথ।

৪ সে বদন বাণী শুন সব প্রাণী
যে কেহ তৃষিত হয়
যে নর আসিবে শুদ্ধ বারি পাবে
আমি দিব সে তাহায়।

৩৫

(খ্রীষ্টেতে মনের ধারণ)

যে জন আপন প্রাণ দিয়া পাপি উদ্ধারে
ও মন ভুল না তাঁরে।

১ না ভুলিও আর কর সেই সার
যিশু ব্রহ্ম নাম ত্রাণের তরে।

২ আর সব কার্য্য দূরে কর ত্যাজ্য
খ্রীষ্ট প্রেমধন রাখ অন্তরে।

৩ সত্য দয়া ক্ষমা সকলি অসীমা
যিশু আপন রক্ত দিয়া পাপি নিস্তারে।

৪ সাধু বন্ধু তাঁরে বলি বারে২
যিশু নামে পার করে আমারে।

৩৬

(খ্রীষ্টের গুণেতে প্রবোধ)

ও মন যাবে দুঃখ রহিবে না ভাবনা তোমার কি
পরিত্রাণের যে পথ বলি তাহাতে হবে সুখী।

১ এই জগতের সকল লোক পূর্ব্বে ছিল পাতকী
য়িশু আপন প্রেমে তরাইলেন শাস্ত্র দেয় সাক্ষী।

২ অতএব তাঁহার উপর ভরসা রাখ মন পাখী
তাহাতে পাইবে ত্রাণ নহিলে শয়তানে দিবে ফাকী।

৩ য়িশুর নিকট যাইবার জন্যে উপায় আছে একী
যদি পাপ ত্যজিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের আজ্ঞা সদা রাখী।

৪ আমাদের স্বর্গীয় পিতা আছেন এক শক্তি
জ্ঞানপূর্ব্বক সাধ তাঁরে দিবেন তিনি মুক্তি।

৩৭

(খ্রীষ্টের বিবরণ)

পাপির কারণ
দয়াল য়িশু ভূমণ্ডলে আসিয়াছেন।

১ নর লোক হেতু আপনি প্রায়শ্চিত্ত
সে সত্য নিশ্চিত হইয়াছেন
হায় পাপির দুর্গতি নিজে জগৎপতি
আপন শরীরে ভোগিলেন।

Digitized by Google

২ আসি ত্রাণকর্ত্তা মৃত হইবেন হেথা
ভক্তগণে ও তা লিখে গিয়াছেন
হায় ধর্ম্ম গ্রন্থ সত্য প্রমাণ প্রত্যক্ষ
পূর্ব্বের কথায় পরে মিলিয়াছেন।

৩ শত্রু হস্তে প্রাণ করি সমর্পণ
কবরে শয়নে রহিয়াছেন
হায় অজর অমরে মারিলে কি মরে
তিন দিনের পরে উঠিয়াছেন।

৪ চল্লিশ দিন রাত্রে শিষ্যগণের কাছে
বারে২ দর্শন দিয়াছেন
হায় সকল সাঙ্গ পরে স্বয়ং সুখ নগরে
অটল আসনে বসিয়াছেন।

৩৮

(য়িশু গুণ গান)

গাইব য়িশু ঈশ্বরের গুণ
আমি মনেতে ভরসা পাইয়াছি এখন।

১ যাঁর দয়ার গুণে বধির কাণে শুনে
কত মৃত জনে পাইয়াছে জীবন।

২ জাগিতে ঘুমাইতে রাখিও হৃদেতে
ভুলিয়ে রয়্যাছ কেন রে এখন।

৩ তনু মন দিয়া জ্ঞান যোগাইয়া
তাঁহার প্রেমেতে হইয়া নিপুণ।

Digitized by Google

৩৯

(খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনা)

১ য়িশু মোরে নরক পথে যাইতে দিও না
আমি করি হে তোমার সাধনা।

২ য়িশু করিবারে ত্রাণ হইলে বলিদান
ভুগিলে অনেক যন্ত্রণা।

৩ য়িশু মোর পাপের কারণ ধরি তব চরণ
রক্ষা কর মোরে ফেল না।

৪ য়িশু বিচারের দিনে দাঁড়াইব কেমনে
এই আছে মোর ভাবনা।

৫ য়িশু করি নিবেদন দেহ ধর্ম্মমন
আমি চাহি সত্য সান্ত্বনা।

৪০

(য়িশুর প্রতি প্রার্থনা)

য়িশু কর হে মোরে সান্ত্বনা
কিসে এড়াইব নরক যন্ত্রণা।

১ কর হে ধর্ম্মাত্মা দান হউক আমার ধর্ম্মজ্ঞান
দূর কর আমার কুমন্ত্রণা।

২ আমি নিতান্ত পাপিষ্ট না করিলাম তব ইষ্ট
ক্ষম অপরাধ এই বাসনা।

Digitized by Google

৩ আমার ক্রিয়ার প্রতিফল অনন্ত নরকানল
তব মরণেতে পাপের মার্জ্জনা।

৪১

(খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনা)

ওহে য়িশু নিজ গুণে মোরে কর পার
তোমা বিনা ত্রিজগতে কেহ নাহি আর।

১ অজ্ঞান পাতকী আমি পরম দয়ালু তুমি
তব পদ করিয়াছি সার
আমি হে নিদান কালে তব উপকার বলে
ভব সিন্ধু হই যেন পার।

২ ভবরূপ জলনিধি বহিতেছে নিরবধি
দেখিতেছি অকূল পাঁথার।
তোমার আশ্রয় লইয়া সুখে যাব পার হইয়া
এই মাত্র ভরসা আমার।

৩ নিরাশ্রয় পাপি নরে উদ্ধার করিবার তরে
দয়াল রূপে হইলা অবতার
আমি অতি দুরাচার আশ্রয় নাহিক আর
নিজ গুণে কর মোরে পার।

মহা পাপের প্রায়শ্চিত্ত আপনাতে উপযুক্ত
বুঝিয়া করিলা অঙ্গীকার
তোমার যন্ত্রণা ফলে সুখী হইল সর্ব্বকালে
পাপিতাপি দুষ্ট দুরাচার।

Digitized by Google

৪২

(পাপ মোচনের প্রার্থনা)

অগাধ সমুদ্রে পড়ি ভাসিতেছি তুফানে
কর্ণধার হইয়া যিশু পার কর স্বগুণে।

১ আমি করিয়াছি অশেষ পাপ তোমার সাক্ষাতে
দয়াময় নাম শুণে এখন মুক্ত কর তাতে।

২ জন্মিয়া ভূমণ্ডলে তব বাক্য না শুনিলাম কভু
ধর্ম্মাত্মা প্রদান কর্য্যা অধমেরে তরাও ওহে প্রভু।

৩ তুমি না তরাইলে তারণ কারণ কে আর হবে
সাধন করিলে তব অনায়াসে মনোদুঃখ যাইবে।

৪ সংসার বিষেতে জীর্ণ দুঃখ বই সুখ নাহি তাতে
তুমি হে জীবনদাতা হবে তোমায় নিস্তার করিতে।

৪৩

(খ্রীষ্টের প্রতি দীনহীনের প্রার্থনা)

দীনহীন করিতে পরিত্রাণ
কেবল তুমি খ্রীষ্ট দীন দয়াল।

দীনহীনকে তরাইতে ভজনহীনকে তরাইতে হে যিশু
যে জন আপন দীনহীন জানে ওহে তুমি তার দুর্ব্বলের
বল।

১ আপনাকে পুণ্যবান যে করিবে অনুমান মনেতে
সে জনের হয়েছে ভ্রান্তি কভু না পাইবে শান্তি হে প্রভু
ও সে আপন দোষের সাজা সেই ওহে ভুগিবে অনন্ত
কাল।

Digitized by Google

২ মহাপাপী দীনহীন হইতে চাহি তোমার অধীন আমি
করি বটে এই সাদ রিপু করে বিসম্বাদ আমার মনে
তুমি অনুকূল হইয়া মোর সকল কাট কালের মায়া জাল।

৩ নানা পাপি দুষ্ট যত তাদের কৈলে ধর্ম্মে রত তুমি
তব শিক্ষা যেই পায় পাপেতে না রইতে চায় ওহে যিশু
তারা ইহকালে শান্তি পাবে আরো অন্তে পায় অদ্ভুত
ফল।

৪ মৃত জনে জীবন দিতে ডাকিতেছ ধর্ম্ম পথে হে যিশু
খণ্ডিয়া নরক দুঃখ ভোগাইবা স্বর্গ সুখ তাহাদিগে
প্রভু তব ক্ষমা যে পাইয়াছে সে জন এড়াইয়াছে
দাবানল।

৪৪

(ভব সিন্ধুর পার যাওন)

ভব সিন্ধুর মাঝে পার হবা কোন জাহাজে
মন কি ভাব না।

১ ঢেউ উঠিবে যখন কি করিবা তখন
কি হবে না ভাব হে মন
হাসিয়া ভাসিয়া কিছু না ভাবিয়া
ভুলিয়া রহিয়াছ হে মন।

২ কি ভাব মন এখন কি করিবা তখন
সমুদ্রেতে উঠিবে ঝড়
যে তরণি হবে না মিলিবে ভবে
খ্রীষ্ট নৌকাপর ত্বরায় হে চড়।

৩ এই তরণি আছে তা ধর হে পাছে
শেষ কালে না মিলিবে হে মন
যে সময়েতে পার সেই সময়ে ধর
না ধরিলে হবে কি হে মন।

৪ হে কর্ণধার প্রভু না ছাড়িও কভু
করুণাতে বাঁচাও প্রাণ
যে ক্ষণেতে তুফান উঠিবে দারুণ
সেই ক্ষণেতে করিও ত্রাণ।

৪৫.

(খ্রীষ্টের ক্রুশ যন্ত্রণা)

আমার মন ২ কর খ্রীষ্টের ক্রুশ ভাবনা
যিনি দিতে স্বগের বিভব আপনি লইলেন যাতনা।

১ স্বর্গের ঈশ্বর যিনি আইলেন মর্ত্ত্য ভুবনে তিনি
তোমায় দিতে অনন্ত সুখ নিজ পিতায় করেন সাধনা।

২ তত দুঃখে থাকিয়া তিনি ঈশ্বরে কহিলেন আপনি
তব ইচ্ছামত হউক এই আমার প্রার্থনা।

৩ যিশু যখন ক্রুশের উপর দেখিলেন দুঃখ হইল বিস্তর
বলিলেন ডাকিয়া পিতা আমায় ছাড়ি দিও না।

৪ ঈশ্বরাত্মা ঈশ্বর তিনি নরাধম পাতকি মন তুমি
স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া তোমায় করিতেছেন করুণা।

Digitized by Google

৪৬

(খ্রীষ্টের সাধন)

কি রূপে এড়াব নরক যন্ত্রণা
য়িশু হে তোমায় করি প্রার্থনা।

১ য়িশু কর করুণা আমার নিশ্চয় প্রার্থনা
আমি ভজন জানি না
আছে ভ্রান্তি দিয়া শান্তি দূর কর কুমন্ত্রণা।

২ আমি জন্ম জ্ঞান কানা পাপ করিয়াছি নানা
কারো শুনি নাই মানা
আমার মত অচেতন দুরাচার কেহ হবে না।

৩ আমার অধর্ম্ম পানা কভু গেল না
মনে রহিল ভাবনা
বিচার দিনে তরিব কিসে য়িশু কর মোরে করুণা।

৪৭

(য়িশু চরণ ধরণ)

য়িশু খ্রীষ্টের চরণ ধর মন
তা নহিলে নরকে হবে গমন।

১ পাপেতে হইয়া জাত কেমনে হবে উদ্ভূত এই যে
য়িশু খ্রীষ্ট মুক্তিদাতা তাঁহার শরণ লও এখন।

২ জন্মাবধি পাপ কৈলাম তাতে এত দুঃখ পাইলাম
ও মন পাপের বেতন জরা মৃত্যু তাহা ভোগ করি এখন।

Digitized by Google

৩ য়িশু খ্রীষ্ট কাণ্ডারী তাঁহার চরণ কর তরি
ও মন ত্বরায় তরিয়া যাবে দুরন্ত মহামরণ।

৪ অনায়াসে স্বর্গে যাবে মহানন্দে সুখ পাবে
তখন পিতার দক্ষিণে পাবে অটল সিংহাসন।

৪৮

(খ্রীষ্টের চরণ ধরণ)

আমি পাপী খ্রীষ্টের চরণ যাই ধর্য্যা
যেন রক্ষা পাই মরণ পরে।

১ ওহে পিতা পরমেশ্বর তুমি সকলের উপর
স্বর্গে আছ নিরন্তর কর দয়া ঘুচাও মায়া
রাখ্যো না অন্ধকারে।

২ প্রিয় পুত্র কৈলা দান পাপিদের কারণ
তিনি আইলেন এ ভুবন দোষির মত ক্রুশে হত
হইলেন নরের তরে।

৩ প্রভু ঘুচাও আমার ভ্রম ভাল কর মোর মন
দিয়া অতুল চরণ তোমার সত্যের আলো শীঘ্র জ্বাল
বিচার হউক মোর অন্তরে।

৪৯

(খ্রীষ্ট নামের গুণ)

য়িশু নাম জান্যা কেন ভজিলে না রে
ও মন বিষয়ে ভুলিয়া রইলে কি হবে মরণের পরে।

Digitized by Google

১ ঈশ্বরের অভিষিক্ত আইলেন খ্রীষ্ট মর্ত্য পুরে
নররূপে অবতরি প্রেম বিলাইতে ঘরে ২।

২ কোন দিনে আচম্বিতে হবে যাইতে দেখ না বিচার কর্য্যা
ধর্ম্ম পথে হইয়া রত তৈয়ার হও মরণের তরে।

৩ যত সব দেবী দেব অন্য সেবা দুর কর্য্যা দেও ত্বরা কর্য্যা
য়িশুর মরণে শরণ লইয়া সাধনা কর ঈশ্বরে।

৪ ছাড়িয়া স্বর্গধাম আইলেন য়িশু দয়াবান এই নরপুরে
প্রভু দিলেন আপন প্রাণ পাতকি ত্রাণের তরে।

৫ য়িশুর মরণে ভরসা রাখ শুন রে মন সারোদ্ধারে
কাতরে বিনতি করি বলে কাঙ্গাল দুরাচারে।

৫০

(সত্য আশ্রয়)

ওহে য়িশু কৃপাময় গুণের নিধান
দয়া করি কর তুমি ধর্ম্মাত্মা প্রদান।

১ তুমি ত্রাণকর্ত্তা সত্য তুমিই কেবল নিত্য
বিনা মূল্যে কর প্রেম দান
তোমার আশ্রয় বিনা দেবাদি ভজিলে নানা
কখন না পাবে পরিত্রাণ।

২ স্বর্গ ছাড়ি মর্ত্য পুরে তরাইতে পাপি নরে
আইলা তুমি এইতো কারণ
জীব নিস্তারিবার তরে ভয়ানক ক্রুশোপরে
হারাইলা আপনার প্রাণ।

Digitized by Google

৩ আমি অতি দুর্ম্মতি নাহি জানি স্তুতি নতি
শ্রদ্ধা ভক্তি ভজন সাধন
দুরন্ত পাপের ভয়ে হৃদয়ে কম্পিত হইয়া
তব পদে লইলাম শরণ।

৫১

(য়িশু প্রেমের গুণ)

১ য়িশু তত্ত্ব গুণগান আইস ভাই সকলে গাই
মহা বিচারের দিনে এড়াবে যন্ত্রণা দায়।

২ ব্রহ্ম অবতার য়িশু সচৈতন্য দেখ ভাই
ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন প্রভুর মরণে বিশ্বাস চাই।

৩ খ্রীষ্টের মরণ নরের জীবন প্রত্যক্ষ মিল পাই
সব দুঃখ যাবে দূরে প্রেমানন্দ হবে ভাই।

৪ হাতেতে হানিল প্রেক দয়া নাইক মুখ চাই
প্রভুর অসীম প্রেম যাহার তুলনা নাই।

৫ কি হিন্দু কি মোছলমান সব মিলি এক ঠাঁই
ভাবে চিন্তে দেখ ভাই এক বৈ আর দুই নাই।

৫২

(খ্রীষ্ট পরিত্রাণ করিতে সাধ্যবান)

বিশ্বাস না কর কেন ওরে ভোলা মন
আমাদের সঙ্গে আছেন প্রভু সর্ব্বক্ষণ।

Digitized by Google

১ চলিলে ঈশ্বরের পথে রক্ষা পাবে পাপ হইতে
কি করিতে পারিবে শয়তান
অনায়াসে স্বর্গে যাবে পরীক্ষায় না ঠেকিবে
বিচারিবেন ঈশ্বর সন্তান।

২ পাপি নিস্তারিবার তরে আসি তিনি এ সংসারে
অতি ক্লেশে সহিলেন মরণ
শুন তাঁর বিবরণ তিনি স্বয়ং ভগবান
দয়াময় করুণা নিধান।

৩ শুন্যাছি শাস্ত্রেতে আমি তিনিই জগতের স্বামী
তাঁর মৃত্যু নরের জীবন
অন্য ধনাদিতে আশ না হই ও তার দাস
য়িশুর করহ অন্বেষণ।

৪ তাঁহাতে প্রত্যয় যার পাপকে কি ভয় তার
তিনি প্রভু জগত্তারণ
জানিয়া শুনিয়া ইহা সকলেতে ছাড়ি মায়া
লইয়াছি তাঁহারি শরণ।

৫৩

(য়িশুর গুণ গান)

মন কেন রে শরণ লও না তাঁর
য়িশু নাম ভুল্যা আছ নিরন্তর।

১ শুন২ প্রভুর গুণ দয়া ক্ষমা যার ভূষণ
সত্যময় দেখ প্রভু প্রেমেতে নিপুণ
নিজ দয়ার গুণে মৃতগণে জীবন দিলেন পুনর্ব্বার।

২ য়িশু হইয়া অবতার তিনি হরিলেন পাপের ভার
যন্ত্রণা ভুগিলেন প্রভু অনন্ত অপার
এই যে ক্রুশেতে হইয়া হত করিলেন উদ্ধার।

৩ ভব অকূল পাঁথার কেমনে হবে পার
তখন তোমায় কে আর করিবে নিস্তার
তুমি অবশেষে বাঁচিবে কিসে কি হবে মরণের পর

৪ যত আত্ম পরিবার কেহ নয় রে আপনার
ভাবা দেখ মনরে সকলি অসার
হে মন য়িশুর প্রেমে মগ্ন থাক ঘচিবে সব অন্ধকার।

৫ পাপহইতে স্বতন্তর বলে কাঙ্গাল ছুরাচার
ঈশ্বর আজ্ঞা পালন কর এই সারোদ্ধার
হে মরণ তারণ বস্তা খেদ হইল না কিছুই তোমার।

৫৪

(য়িশুর গুণ গান)

ও হে য়িশু অপার মহিমা তোমার কে জানে
য়িশু খ্রীষ্টের অপার অনন্ত গুণ কে জানে।

১ অন্ধেরে নয়ন দিলে বধিরে শ্রবণ
গোঙ্গাকে বচন দিলে মৃতকে জীবন
তোমার সর্ব্ব সৃষ্টি প্রলয় সঙ্ঘাতি
তোমার জগতে গতি তারিতে পতিত জনে।

Digitized by Google

২ তুমি সর্ব্ব কারণ তারণ নিস্তার লইয়াছ
পাপের ভার তারিতে অধীন জনে
আমি অতি দীনহীন খেদে কাঁদি রাত্রি দিন
আমারে না ভাবো ভিন্ নিবেদি তব চরণে।

৫৫

(প্রভু য়িশুর স্তবের গীত)

ধন্য প্রভু য়িশু ধন্য তব সম নাহি অন্য।

১ অজ্ঞান তিমিরময়ে ছিল সবে ঘুমাইয়ে
মঙ্গল আখ্যান পাইয়া হইল জ্ঞান ও প্রেম চৈতন্য।

২ জগতীস্থ বস্তু উচ্চ সকলি করিয়া তুচ্ছ
পছন্দ করিয়া নিলে যে সব হয় সামান্য।

৩ ত্যজি স্বর্গের ঐশ্বর্য্য মরণ করিলে সহ্য
সর্ব্ব পাপ কৈলে গ্রাহ্য দীনহীনে সুপ্রসন্ন।

৪ তুমি নৃপতির নৃপ প্রভুর প্রভু নররূপ
তব প্রেম অপরূপ তারিতে পাপী অগণ্য।

৫ হই তব প্রেমে প্রেমী মিছে কেন ভ্রমে ভ্রমি
তুমি হে জগৎ স্বামী দেব দেবী সব অমান্য।

৫৬

(খ্রীষ্ট বিনা সকলি অনিত্য)

১ ওহে য়িশু ক্ষমাবান
শুন আমার নিবেদন
আমি তোমার দয়া চাই
তোমা বিনা মরে যাই।

২ লৌকিক সুখে হবে কি
দৌলৎ সম্ভ্রম করে কি
ভোগে তাহা বিনাশ হয়
য়িশু বিনা সন্তোষ নয়।

৩ অসীম বৈভব যদি পাই
তবু পাপের মোচন চাই
তোমার পদতলে রই
তোমা বিনা নষ্ট হই।

৪ অসাধু ও ধর্ম্মক্ষীণ
আমি পাপী ও দীনহীন
কিন্তু আমার এই প্রত্যয়
খ্রীষ্ট পাইলে মুক্তি হয়।

৫ প্রভু টান সভার মন
য়িশু এই মোর নিবেদন
যেন সবে রক্ষা পায়
খ্রীষ্ট না পাইলে মর্য্যা যাই

Digitized by Google

৫৭

(খ্রীষ্টের মরণেতে পাপিদের জীবন)

কেবল প্রেমেতে যিশু তরাইলেন পাতকী
নরের প্রতি দয়ার তাঁর কিছু আর নাই বাকি।

১ খ্রীষ্টের মরণ আমার জীবন ভাবনা আছে আর কি
পাব পরিত্রাণ যাব স্বর্গধাম মনে স্থির আমি কর্য্যাছি।

২ ছিলাম এত দিন পাপে পরিপূর্ণ ভ্রমের সাগরে মগ্ন
যিশু গুণ গান করিয়া শ্রবণ ক্রমে হইতেছে উত্তীর্ণ।

৩ শুন সর্ব্ব নর তিনি বই আর নাহিক জগতের পতি
তাঁহার বচন যদি নাহি মান পরকালে হবে ক্ষতি।

৪ ভাই অবশেষে যদি অনায়াসে স্বর্গ যাইতে ইচ্ছা কর
অভিলাষ ত্যজ তাঁরে গিয়া ভজ উপায় নাহিক আর।

৫৮

(খ্রীষ্টের মরণেতে পাপির জীবন)

যিশু পতিতের তারণ তাঁহার মরণ কর স্মরণ।

১ ভাঙ্গিয়া নিজ শরীর পাত কৈলেন রুধির
প্রাণ দিলেন শত্রু রক্ষার কারণ।

২ যিশু এ জগতে আসি তারক প্রেম প্রকাশি
পাপের যন্ত্রণা করিলেন ধারণ।

৩ যিশুর অমৃত ভাষা শুনিয়া হয় ভরসা
অনিবার দুঃখ হয় নিবারণ।

৪ যিশু প্রেম অমূল্য নাহিক তাহার তুল্য
যিশু খ্রীষ্ট জগতের জীবন।

Digitized by Google

৫৯

(সন্ত্রাশ্রয়)

ও ভাই দুঃখ না সহিলে কেহ সুখ নাহি পায়
অতএব তাতে ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়।

১ পড়ি পরীক্ষার খাতে না করিও ভয়
তরাইতে আসিয়াছেন যিশু দয়াময়।

২ তাঁহাতে থাকিলে ভক্তি বাঁচিবে নিশ্চয়
নিতান্ত পাইবে ত্রাণ পাপ করি জয়।

৩ কররে কররে মন খ্রীষ্টকে আশ্রয়
অনন্ত জীবন দিবেন যার নাই ক্ষয়।

৪ তিনি প্রভু জগত্রাতা সত্য শাস্ত্রে কয়
অন্যের আশ্রয়ে ত্রাণ কদাচ না হয়।

৬০

(খ্রীষ্টের দুঃখভোগ)

দেখ ভাই কি দুঃখ ভোগিলেন প্রভু জীব নিস্তারিতে
নতুবা ডুবিত নর বিষম পাপেতে।

১ পাপহইতে পাপি নরে খালাস দিবার তরে
করিয়াছিলেন বদ্ধ যিশুকে ঈশ্বর
নরকহইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিতে তাঁকে
নারকীয় দুঃখ ভোগ করালেন অপার।

Digitized by Google

২ তিনি আমাদের ত্রাণে সাধিতে আপন প্রাণে
পাইলেন যত ক্লেশ বলা নাহি যায়
আমাদের দোষ লাগি হইলেন তাড়না ভোগী
প্রহারিত অযাথার্থ্য হেতু দয়াময়।

৩ পাপিষ্ট নরের প্রতি দেওয়া উচিত যে শাস্তি
তাঁহার উপরে তাহা সব দেওয়া গেল
সেই সকল প্রহার ভোগ করণেতে তার
আমাদের পাপ পীড়া সব শান্তি হইল।

৪ অরক্ষক মেষমত ভ্রমি ছিলাম অবিরত
পথ ছাড়ি নিজ পথে গিয়াছিলাম মোরা
ঈশ্বর করিয়া দয়া নরে নষ্ট না করিয়া
চাপাইলেন পাপ ভার খ্রীষ্টের উপরে।

৫ তব প্রেম পরিবর্ত্তে কিছুই না পারি দিতে
দেও প্রভো প্রেম ভক্তি আপনার গুণে
উপযুক্ত মতে যেন তব প্রেমে ডুবে মন
সদা মত্ত থাক যেন তব গুণ গানে।

৬১

(খ্রষ্টের মরণের বিষয়)

দেখ ভাই কি দয়া প্রভু প্রকাশিলেন
পাপি নরের জন্যে প্রাণ দিলেন।

১ হস্ত পদ ছয়ে প্রেকে বিদ্ধ হয়্যা ক্রুশেতে লুণ্ঠিত দেহ
হয়্যা ছিলেন যিনি ত্রাণকর্ত্তা তিনি আমাদের প্রভু তেঁহ।

Digitized by Google

২ ওহে ভাই সব তাঁর দুঃখরব তাঁহার বিলাপ শুন
হে আমার ঈশ্বর হে আমার ঈশ্বর আমাকে ছাড়্যাছ
কেন।

৩ বিষম যন্ত্রণে দেহ মোচড়ানে ত্যজিলেন কলেবর
অতি দুঃখ ভাবে তাঁর প্রাণত্যাগে কারণ কেবল নর।

৪ হায়২ তিনি কি প্রেম আপনি প্রকাশিলেন দয়াময়
কি দুঃখ যন্ত্রণা কি লজ্জা তাড়না ভোগিলেন পাপির
দায়।

৫ ওহে প্রভো তুমি ধন্য ধন্য তোমার নাম
করিব অনন্তকাল তব গুণ গান
বলিব তোমার নাম হউক ধন্য২
জগতের সর্বলোক তাহাই করুক মান্য।

Digitized by Google

ধর্ম্মাত্মার ফলের বিষয়।

৬২

(পরামননের বিষয়)

আমার মন২ কর পরামনন
পুরাতন স্বভাব ত্যজে কর নূতন স্বভাবে গমন।

১ যিশু খ্রীষ্ট তোমার লাগি স্বর্গের বিভব হইয়া ত্যাগী
পৃথিবীতে জন্ম লইলেন তোমার দিতে ধর্ম্ম মন।

২ জন্মিলেন যে মর্ত্য পুরি টাঙ্গা গেলেন ক্রুশোপরি
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতু তিনি লভিলেন নিধন।

৩ খ্রীষ্টের যন্ত্রণা দেখি তুমি হও সতত দুঃখী
পাপে খেদযুক্ত হইয়া বিশ্বাসী হও তাঁর মরণ।

৪ সাংসারিক ক্রিয়া যত তাহার প্রতি হও মৃত
খ্রীষ্টেতে জীবিত হয়ে পর হে আলোর বসন।

৫ স্বর্গের রাজ্য নিকটবর্ত্তি চল রে মন শীঘ্র গতি
অতুল বিভবে যদি করিতে চাহ গমন।

Digitized by Google

৬৩

(পাপ স্বীকার)

প্রভু হে মায়া জালে বদ্ধ রাখ কেন
কাতর কিঙ্করে তুমি দেহ দিব্য জ্ঞান।

১ অনুগ্রহ অনুসারে প্রভো দয়া কর মোরে
কৃপা করি কর তুমি দোষের মার্জ্জন
যথার্থের বিপরীত হইতে ধৌত কর নাথ
নিঃশেষেতে মোর পাপ কর প্রক্ষালন।

২ আপন দুষ্টতা আমি স্বীকার করি হে স্বামি
সর্ব্বদা আমার পাপ আছে বিদ্যমান
তোমার বিরুদ্ধে তব সাক্ষাতে কর্য্যাছি পাপ
বিচারে ধার্ম্মিক হবে ইহার কারণ।

৩ মাতৃগর্ভে পাপ সহ জন্মিল আমার দেহ
যথার্থতা শূন্যে মোর হইল সৃজন
জানিয়া কর্য্যাছি পাপ দয়া করি কর মাপ
ধর্ম্মাত্মার দ্বারা কর শুচিত্ব প্রদান।

৪ বরফহইতে শ্বেত হব তব ক্ষালনত
আহ্লাদ আমোদে মোরে করাবে শ্রবণ
অস্থি ভাঙ্গিয়াছে যাহা উল্লাসিত হবে তাহা
মম পাপের প্রতি দৃষ্টি না কর ক্ষেপণ।

Digitized by Google

৬৪

(পাপ স্বীকার)

ওহে ঈশ্বর কৃপা করি কর মোরে পার
তুমি বিনা এ অধমের গতি নাহি আর।

১ অসংখ্য আমার পাপ তাহে তব ভোগী শাপ
মম সম পৃথিবীতে নাহি দুরাচার
সদা ভ্রান্ত মম চিত কুপথ গমনে রত
পাপে মজে সর্ব্বক্ষণ উপায় কি তার।

২ সমুদ্রের বালি যত তাহাহইতে অসংখ্যাত
দোষ মোর তব পথে ভ্রান্তি হে আমার
আছি কামাদির বশ তাহাতে সদাই ত্রাস
পাপ বই পুণ্য মাত্রের নাহিক সঞ্চার।

৩ এই মাত্র আছে আশ হবে মোদের পাপ নাশ
বিশ্বাস করিলে য়িশু খ্রীষ্টের উপর
পাপিদের জন্যে যিনি ত্যজিয়া আপন প্রাণী
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেলেন স্বর্গ পুর।

৪ ওহে প্রভো করি দয়া দেহ মোরে পদছায়া
দয়া কর পাপি নরে আশ্রিত তোমার
অকিঞ্চন দীন হীনে শুদ্ধ কর নিজ গুণে
তুমি বিনা এ অধমের কেহ নাহি আর।

Digitized by Google

৬৫

(পাপ প্রযুক্ত খেদ)

আমার পাপের কে করিবে মার্জন
দয়াল য়িশু বিনা নরক দায়ে তরায় কোন জন।

১ আমি কর্য্যাছি অশেষ পাপ বেড়্যাছে যন্ত্রণা
বুঝি মনের ফেরে যাইতে হইল বিষম নরক খানা
হায় শুনরে পাপিষ্ঠ মন তোরে করি রে সাধনা
এখন সকল ছাড়্যা য়িশুর চরণ কর রে ভজনা।

২ ও মন য়িশুতে বিশ্বাস কর পাইবে সান্ত্বনা
নহিলে নিজ কর্ম্মের ফল ভুগিবে অনন্ত যন্ত্রণা
যত সব দেব দেবী তারা সব পাপেতে মগনা
ও মন তোমার পাপের জামীন এমন নাহিক কোন জনা।

৩ হে মন মরণ তারণ বলে তোমার নাহিক কিছু ভাবনা
দেখ তোমার কারণ দারুণ মরণ করিছে আনাগোনা
অধীন কাঙ্গাল দীন হীন বলে তুমি আর ভুল্যা রও না
এই যে য়িশুর গুণ ত্রাণ ধন খেদ বিনা পাবে না।

৬৬

(পাপ প্রযুক্ত খেদ)

হায় কেন মন ভুল্যা রইলে পাপের বশে
তুমি ঈশ্বর ভজন করিবে কখন দিন কাটাইলে পরিহাসে।

১ জগৎ মায়ায় মত্ত হৈলে ত্রাণকর্ত্তাকে ভুল্যা গেলে
য়িশুর চরণ ধর রে মন নতুবা ত্রাণ পাবে কিসে।

Digitized by Google

২ খ্রীষ্টে মন হও স্থির পাপভ্রান্তি ত্যজ্য কর
পরলোকে পাপ সাগরে তর্য্য যাবে অনায়াসে।

৩ মোর দেহে থাকি মন কেন করাও পাপে পতন
বিচার দিনে কোন প্রমাণে বসিবে য়িশুর দক্ষিণ পাশে।

৪ যিনি তোমার পাপের জামিন তাঁরে কেন ভাব ভিন
ঈশ্বর স্থানে য়িশু বিনা আর কে আছে তরায় দোষে।

৬৭

(সংসারের মিথ্যাত্ব ও বিশ্বাসের ফল)

ও মন মিছা মায়ায় ভুলিয়াছ কি কারণ
অসার সংসার ছাড়ি পরামনন না কর কেন।

১ ছাড়ি ঈশ্বরের পথ পাপে আছ সদা রত
জানিয়া শুনিয়া ইহা থাক কেন অচেতন
জগৎ সংসারে আসি ধনাদিতে অভিলাষী
বিচার দিনের তরে কিছু করিলা না চিন্তন।

২ ওরে দুরাচার চিত্ত কেন আছ সদা মত্ত
ভাব না যে রাত্রি আইল গেল দিন অকারণ
ধরিলে য়িশুর পদ ভব সিন্ধু গোষ্পদ
করিয়া পাইবে তুমি অনায়াসে পরিত্রাণ।

Digitized by Google

৩ তাঁহার মরণ হয় নরের জীবন প্রায়
বিশ্বাসিলে ইথে পাইবে অনন্ত জীবন
যাবে যদি স্বর্গ পুর যিশুকে আশ্রয় কর
বন্ধুগণ সহিত কর তাঁর গুণগান।

৪ খণ্ডিবেক পাপ রাশি আনন্দে উঠিবে ভাসি
ও মন তাঁহার প্রসাদে তব হবে দিব্য জ্ঞান
দয়াল প্রভুর পুণ্যে যাইয়া ঈশ্বরের স্থানে
নিত্য সুখামোদে হইবে দূতের সমান।

৬৮

(নূতন স্বভাব পাওনের আবশ্যকতা)

আমার মন২ লও অনন্ত জীবন
পুরাতন স্বভাব তেজ্যা কর নূতন স্বভাবে গমন।

১ যিশু খ্রীষ্ট তোমার লাগি হইয়া স্বর্গের বিভব ত্যাগী
পৃথিবীতে জন্ম লইলেন তোমায় দিতে মুক্তি ধন।

২ জন্ম লয়্যা মর্ত্ত্যপুরে টাঙ্গান গেলেন ক্রুশোপরে
পাপের প্রায়শ্চিত্ত তরে তিনি ভুগিলেন যাতন।

৩ খ্রীষ্টের যন্ত্রণা দেখি তুমি মন হও সতত দুঃখি
পাপেতে খেদযুক্ত হয়্যা ত্বরাতে লও তাঁর শরণ।

৪ সাংসারিক ক্রিয়া যত তাহা প্রতি তুমি হও মৃত
খ্রীষ্টেতে জীবত হয়্যা পর আলোর বসন।

৫ স্বর্গের রাজ্য নিকটবর্ত্তি চল রে মন শীঘ্র গতি
অনন্ত জীবন পাবে আর নাহিক হবে মরণ।

Digitized by Google

৬৯

(সংসারের অবস্তুতা)

জগতে কিছু নাহি আর
ও ভাই কেবল য়িশুর প্রেম সার
যে কিছু দেখি সকল ফাঁকি চক্ষ মুদিলে অন্ধকার।

১ দারা বন্ধু পুত্র আদি আপন২ বস্তা কান্দি
মায়াজালে বদ্ধ আছি তেই সে বলি আমার২।

২ যে দেহেতে আত্মা রয় সেই দেহ ফেল্যা চল্যা যায়
দেখ কায় প্রাণে নাই সম্বন্ধ তবে হেথা আছে কে আর।

৩ অট্টালিকা ধন কড়ি দারা পুত্র বাগান বাড়ী
সকল রবে হেথায় পড়ি কিছুই নহে সঙ্গে নিবার।

৭০

(সাংসারিক বিষয় বিফল)

কি সুখে ভুলিয়া আছ ভুবন মাঝে
হারাইলে আপন আয়ু ও মন মিছা কাজে।

১ ও মন আসিয়া সংসারে কি কার্য্য রে করে
আপনার সুখে থাকিলে মজে
সফলে বিফল রে হইল য়িশু না ভজে।

২ ও মন প্রপঞ্চ চাতুরী আর ফাঁকি গিরি
করিলে অনেক লোকের কাছে
যাবৎ জীবন রে গেল রিপুর বশে।

Digitized by Google

৩ ও মন খ্রীষ্টামৃত বাণী অতি সুধাধ্বনি
ভাব সদা ক্ষণি হৃদয় মাঝে
য়িশুর মরণে জীবন রে আছে দেখ না বুঝে।

৭১

(মন স্থির করণ)

১ ও মন স্থির ও না হইও অস্থির
আসেছে প্রেমের সাগর
এই য়িশুর নামে হব পার
ও মন ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাহি আর।

২ ও মন দেখিয়া দেখ না কিমত যন্ত্রণা
পাইয়াছেন য়িশু প্রাণেতে
সেই খ্রীষ্টের চরণ কর সার
ও মন ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাহি আর।

৭২

(পরিত্রাণের পথে যাত্রোপদেশ)

যারা য়িশুর রাজ্যে মহাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে
তারা পাপি তাপি সকল নরে পথ দেখাইছে।

১ চৌকী দেয় প্রার্থনা করে পিতা ঈশ্বরের কাছে
ধর্ম্মাত্মার গুণে য়িশুর প্রেমে মগ্ন হইয়াছে।

২ বিনয় কর্য্যা ডাকিছে নরে মহাজীবন লইতে
আইস হে ভাই সত্য উপায় আর কিছু নাই জগতে।

Digitized by Google

৩ পাপের বশ হইয়া তোমরা নিদ্রাবস্থায় আছ
জবাব দিতে হইবে সেথায় তাহার কি কর্য্যাছ।

৪ প্রস্তুত হও পথে দাঁড়াও যাইতে হবে কোন দিনে
ও হে আচম্বিতে মৃত্যু আসি লইয়া যাবে তৎক্ষণে।

৫ জাগ্রত হও শীঘ্র ফের ঘুমাইও না কোন মতে
এই লও সত্য আশ্রয় ধর হারাইও না হেলাতে।

৬ অন্ধকারে থাকো না হে হইয়া বন্দি ঘোর মায়াতে
কেহ সঙ্গে যাবে না ভাই বুঝে দেখ স্থির মনেতে।

৭৩

(মায়াময় সংসারহইতে খ্রীষ্টের নিকট যাত্রোপদেশ)

কি দেখ২ মন এইতো মিছা সংসার
ছাড়িয়া তাহাতে মায়া য়িশু পদ কর সার।

১ জ্ঞান হারাইয়া তুমি আন্ধারে বেড়াও ভুমি
অসারেতে সার জ্ঞান হইয়াছে তোমার
কেবল য়িশুর মৃত্যু পাপির তারণ হেতু
ভক্তিভাবে দৃঢ় জ্ঞানে তাহাই তুমি ধর।

২ পাপি নরের কারণ দিলেন যিনি নিজ প্রাণ
স্বেচ্ছাতে ভুগিলেন যিনি দুঃখ অপার
তিনি বিনা বল আর শক্তি আছয়ে কার
ভব দায়ে পাপিনরে করিতে নিস্তার।

Digitized by Google

৩ তাঁর অন্বেষণ কর তাঁহার বচন ধর
আচরণ সেই অনুসারে ভাই কর
মায়া ভ্রমে নিরন্তর নানা মন্দ ক্রিয়া কর
ভাব না যে শেষ দিনে কি হবে আমার।

৪ সত্যতা নম্রতা ধর অহঙ্কার দূর কর
য়িশু প্রেম সুধা পান কর নিরন্তর
পুত্র দারাদির সঙ্গে মজিয়া আছহ রঙ্গে
ভাবিয়া দেখহ তুমি কেহ নহে কার।

৫ মনে স্থির করি দেখ অনিত্য সংসার সুখ
য়িশুর চরণ কেবল পরকালে সার
নিরন্তর দিবা রাত্রি তাহাতে রাখহ মতি
হেলে তুমি যাবে যদি ভব নদী পার।

৭৪

(পরিশ্রান্তদের প্রতি নিমন্ত্রণ)

চল ভাই সবে মেলি ভজি গিয়া তাঁকে
মুক্তিপদ দিতে তিনি ডাকিছেন পাপিকে।

১ আইস সর্ব্ব পরিশ্রান্ত মনকে করহ শান্ত
ঐ দেখ ডাকিতেছেন প্রভু আমাদিগকে
অতএব চল ভাই তাঁহার নিকটে যাই
ভয় ত্যজি সবে মেলি ভজি গিয়া তাঁকে।

২ যত ভারাক্রান্ত আছে আইস সবে য়িশুর কাছে
তোমাদের সব দুঃখ জানাও তাঁহাকে

Digitized by Google

অতিশয় দয়া তাঁর তোমাদের পাপ ভার
খণ্ডাইয়া মুক্তিপদ দিবেন সভাকে।

৩ কৃপাময় প্রেমসিন্ধু তিনি পাপি তাপির বন্ধু
আমাদের মঙ্গল চাহেন পর লোকে
দিতে জীবে মুক্তিদান ত্যজিলেন নিজ প্রাণ
তিনি বিনা হেন কার্য্য করিয়া কে থাকে।

৪ হে প্রভো প্রেমালয় মোরা সবে নিরাশ্রয়
দীন হীন তব পদ বন্দিনু মস্তকে
আমাদের যত পাপ কৃপা করি কর মাপ
তব প্রেমে চিত্ত যেন লগ্ন হয়্যা থাকে।

৫ আমাদের বিশ্বাস প্রেম আর প্রত্যাশ
দৃঢ় রূপে থাকে যেন না যায় বিপাকে
আরো এক নিবেদনে তোমার বিশ্রাম স্থানে
শেষেতে পৌঁছিয়া দিও আমাকে।

৭৫

(ঈশ্বরের কৃপাতে ভরসা করণ)

অপরাধি জনে কৃপা কর গুণাকর
এমত অপার দয়া নাহি দেখি কার।

১ যদ্যপি গভীর স্থান হইতে তব গুণ গাণ
করি কিম্বা অন্ধকারে ভ্রমি হে ঈশ্বর
তথাপি জানি যে আমি নিকটে থাকিয়া তুমি
সদা নিবেদন বাক্য শুনিছ আমার।

২ আমাদের অপরাধ যদি গণ্য কর তাত
তব অগ্রে দাঁড়াইতে শকতি কাহার
কিন্তু তুমি দয়াময় এ কারণ নাহি ভয়
সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিবারে পার।

৩ আইস ওহে সর্ব্ব ভাই প্রভুর নিকটে যাই
অনুগ্রহ মুক্তি গুণ আছয়ে তাঁহার
কেহ না হইও ব্যস্ত আমাদের সে সমস্ত
অপরাধ হইতে তিনি করিবেন উদ্ধার।

৭৬

(খ্রীষ্টের প্রেমেতে আহ্লাদিত হওন)

আমি মহাপাপের পাপী মহাদুরাচার
কৃপা কর ওহে যিশু অধীন তোমার।

১ পাপেতে তাপিত হইয়া
খ্রীষ্টাশ্রয়ে নিত্য রইয়া
ভরসা মনে পাব ভরসা মনে
খ্রীষ্টের মরণে নিস্তার।

২ পাপেতে অজ্ঞান ছিলাম
জ্ঞানেতে ত্রাসিত হইলাম
খ্রীষ্টের মরণে আমি খ্রীষ্ট মরণে
হব ভব সিন্ধু পার।

৩ খ্রীষ্টের প্রেমের প্রেমী হইয়া
সাধু সঙ্গে সদা রইয়া

Digitized by Google

য়িশু মনেতে আমার য়িশু মনেতে
হইলে তৃপ্ত কলেবর।

৪ শুন হে ধার্ম্মিক ভাই
খ্রীষ্ট বিনা কেহ নাই
ভুবন মাঝে এ সব ভুবন মাঝে
প্রভু আপনি নর ঈশ্বর।

৭৭

(ঈশ্বরের ক্রোধহইতে পলায়নোপদেশ)

যদি যাইতে পারি য়িশুর রাজ্যে তবে প্রাণ বাঁচে
এ দেশে কাল ২ গো এ দেশে কাল আছে।

১ চল ২ সকল প্রিয় ভাই সিওনে যাব
হেতা মৃত্যু কেন ভোগি সেথা জীবনে রব
এই ধ্বংসিনগর ছাড়্যা প্রেমের ভাই
ত্বরায় চল্যা সেথা মোরা পলাইয়া যাই
সে জীবনের অধিকারে মৃত্যু যাইতে নাহি পারে
কত জনে সে ভুবনে অমর হইয়াছে।

২ ওহে ভাই যদি পলাবে তবে প্রাণ বাঁচিবে
আজ্ঞা পালি য়িশু বল্যা চল তাঁর কাছে
সদম ছাড়্যা যেমত পলাইল লোটের পরিবার
কিন্তু আজ্ঞা লঙ্ঘনেতে তার জায়ার সংহার
সে লোভেতে মোহিত হয়্যা দেখ্যাছিল পিছে চায়্য
কর্য়া মায়া লোটের জায়া লবণ হইয়া আছে।

Digitized by Google

৩ ও হে ভাই সেতো সুখধাম তাহে মোদের নাম
প্রজা বল্যা রাজা আপন খাতায় তুল্যাছেন
পথে কত আপদ আছে ভাই যাইতে সিওনে
য়িশুর চরণে খ্যান করিলে যাব আনন্দ মনে
এখন সকল দুঃখ স্বীকার করি চল সভাই তরাত্বরি
মোদের তরে নৃপবরে মুকুট রাখিয়াছেন।

৭৮

(মনের পবিত্রতা হওনের আকিঞ্চন)

হে ঈশ্বর দয়া করি দেহ পরিত্রাণ
নিরবধি সেবি যেন তোমার চরণ।

১ পালিতে তোমার বিধি প্রভো যেন নিরবধি
প্রস্তুত থাকে হে মোর মন
তোমার মনের গতি জানিতে আমার প্রতি
কৃপা করি দেহ দিব্য জ্ঞান।

২ তোমার সকল আজ্ঞা পালন করণার্থে প্রজ্ঞা
ধর্ম্মাত্মা দ্বারাতে দেহ দান
মন্দ ক্রিয়া মিথ্যা পথ ছাড়িয়াহে মনোরথ
সুপথেতে করে হে গমন।

৩ বাদিয়ার বাজিপ্রায় এ সংসার মায়াময়
তাহাহইতে ফিরাও মোর মন
ধন জনে সেই মন মগ্ন না থাকয়ে যেন
অনুগ্রহ করহ এমন।

Digitized by Google

৪ তব বাক্য অনুসারে গমন করিতে মোরে
দেহ ওহে করুণা নিধান
পাপ বসে আমি যেন নাহি থাকি কদাচন
মন্দহইতে করহ রক্ষণ।

৫ ছাড়িয়া তোমার পথ ভ্রমে মোর মনোরথ
তব পদ না করে স্মরণ
আপন হারাণ্যা মেষ করি তাহা উদ্দেশ
খোয়াড়েতে করহ স্থাপন।

৬ তব সত্য পথ প্রতি করাও আমার গতি
আমি দীনহীন অকিঞ্চন
আমি অতি নরাধম দয়াময় তব নাম
ত্যাগ মোরে না কর কখন।

৭৯

(সন্দিগ্ধ মনকে আক্ষেপ করণ)

কেন ব্যস্ত হও তুমি প্রাণরে আমার
আমার মধ্যে থাকি কেন হও হে কাতর।

১ এক জন দয়াময় আছেন ঈশ্বর
তাহাতে ভরসা রাখ পাইবা নিস্তার
তাহার প্রসন্ন মুখ আছে নিরন্তর
পাপ যাবে ত্রাণ পাবে স্তব কর তাঁর।

২ সকল সন্দেহ ভয় কর তুমি দূর
বিশ্বাসের দ্বারা সুখ পাইবা প্রচুর

Digitized by Google

তিনি তব সৃষ্টিকর্ত্তা জ্ঞানের আধার
এ জগতে রাখিয়াছেন কৃপা পারাবার।

৩ পাপ তাপ শোক দুঃখ পরীক্ষা তোমার
দেখিয়া আপন গুণে করিবেন উদ্ধার
যদি পড়ে ক্লেশ রাশি তোমার উপর
তত্রাপি ভরসা তুমি করহ তাঁহার।

৮০

(ঈশ্বরের পোষ্যপুত্র হওনের বিষয়)

ওহে ভাই প্রভু পদে কর রতি মতি
ইহকালে পরকালে ঘুচিবে দুর্গতি।

১ দয়াল ঈশ্বর পিতা পাপি জীব প্রতি
কি আশ্চর্য্য অনুগ্রহ প্রকাশিলেন অতি
যাঁর দয়ার গুণে মোরা ঈশ্বর সন্ততি
বলিয়া জগত মাঝে পাইয়াছি খ্যাতি।

২ পরে কি হইব তাহা নহে সুবিদিত
কিন্তু মনে অনুমানে জান্যাছি নিশ্চিত
তাঁর তুল্য হব যখন হবেন প্রকাশিত
কেননা দেখিব তাঁকে স্বরূপেতে স্থিত।

৩ এই রূপ পারমার্থিক আশা যদি পাই
আহ্লাদিত হয়্যা তবে তাঁর পথে যাই
আমাদের প্রভু শুদ্ধ যেমন আছেন ভাই
শেষে সেই মত হব দ্বিধা ইতে নাই।

Digitized by Google

৪ হেদে হে ঈশ্বর মোরা তোমার সন্তান
ইহা জানিবারে কর ধর্ম্মাত্মা প্রদান
সন্দেহ করয়ে যদি এ বিষয়ে মন
তবে হবে আমাদের দুর্দশা প্রাপণ।

৮১

(ঐহিক সুখ পরিত্যাগ)

সাংসারিক সুখ ছুর কর ওহে ভাই
তাহাতে ঘটিবে কেবল দুঃখ চিরস্থায়ি।

১ ও হে কুপথ প্রেরণ মোর বৈরিগণ সশব্দ বায়ু সমানে
হইয়া অসার শাস্ত পারাবার সদৃশ করেছ বঞ্চনে।

২ অতএব এবে ছুরে যাও সবে আইস না আমার পানে
সংসারের সুখ হইয়া বিমুখ গেছে জলাঞ্জলি দানে।

৩ আমি তব শ্রোতে ভাষি নিরয়েতে যাইতেছি তার টানে
মায়াময় গানে কর্ণের প্রদানে আকর্ষিলে সেই স্থানে।

৪ দয়া প্রকাশিয়া মোরে জ্ঞান দিয়া ক্রুর পাপ সিন্ধু পানে
বিপরীত শ্রোতে ভাষিয়া সিন্ধুতে সুখ পথ দেখে মনে।

৫ সেই অনুপমে দয়ার্ণব সমে সহস্র সস্ত বচনে
করি ধন্যবাদ মনে এই সাধ উচ্চৈঃস্বরে তানে মানে।

৬ দয়াময় তুমি অকিঞ্চন আমি কৃপা কর জ্ঞান হীনে
অতি অবিশ্বাস মানস বিশ্বাস করে যেন তব সনে।

Digitized by Google

৮২

(কেবল খ্রীষ্ট বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ)

ওহে প্রভো জানাও মোরে ধর্ম্মাত্মার গুণ
যথার্থ প্রণয়ে যেন স্থির থাকে মন।

১ যারা পাপান্বিত হইয়া মোহিত সর্ব্বদা করিছে স্নান
তাহে নাহি মুক্তি শুন সত্য মুক্তি জানহ এই সন্ধান।

২ তারা যদি করে শুক্রিয়া নিকরে তথাপি নাহিক মান
পূর্ব্ব কৃত পাপ বাড়য়ে সন্তাপ নাহি পায় পরিত্রাণ।

৩ পাপে যেই জন পাইয়াছে চেতন ক্রিয়াতে অস্থির মন
প্রভুকে প্রত্যয় আত্মাকে অক্ষয় করিয়া পায় সান্ত্বন।

৪ বচন তোমার ভক্তি করি সার মুক্তি পাব করি মন
হইয়া পরিষ্কৃত মনের সহিত লালাইত সর্ব্বক্ষণ।

৮৩

(সত্য মিথ্যা বিশ্বাসের চিহ্ন)

সেই সে জানহ সত্য বিশ্বাসের সার
অপার সংসার নদী যাহে হবে পার !

১ কর সাবধান পূজার বিধান কোমল মানসে তাঁর
ভাক্ত ভক্তগণ মৌখিক স্তবন যদি করে সে অসার।

২ নিজ সুত প্রায় সেই তেজোময় ঈশ্বর মনন যার
সেই শক্তি ভক্ত ঈশ্বরেতে শক্ত হইবে বিশ্বসংসার।

Digitized by Google

৩ স্বকার্য্যেতে খ্রীষ্ট পাপি গণের ইষ্ট মুক্তি দিয়া করেন
পার
তাহা যে কেবল বাক্যেতে সফল হইবে নাহিক আর।

৪ যাহা কৃপাপ্রাপ্ত না হইবে তত্ত্ব ভবে না আসিবে আর
মহা বিচার দিনে ঈশ্বরের সনে নির্দোষে হবে উদ্ধার।

৫ শ্রদ্ধা অতিরেক না পাইয়া বিবেক গর্ব্ব করে বহুবার
মিথ্যা বাক্যময়ে যদি মুক্ত হয়ে তবে সে কাহার ভার।

৬ না দেখিয়া যেই মুক্তি পথ সেই মুক্তি আশা আছে
যার
তাহার কখন ঈশ্বর বদন দর্শন না হবে আর।

৮৪

(নরক কূপহইতে পরিত্রাণ)

দয়াময় ঈশ্বরের করহ ভজনা
স্থির মনে তাঁরে সেব পূরিবে কামনা।

১ সরল মানসে বিনতি বিশেষে যে জন করে আশ্রয়
স্বর্গে অধিষ্ঠিত পরম পূজিত পদ কমল নিশ্চয়।

২ তিনি তার প্রতি করি দয়া অতি অবশ্য হবেন সদয়
পাবে নিত্য সুখ না হবে বিমুখ এ কথা শাস্ত্রেতে কয়।

৩ মন পুরাতন পাপের কারণ যবে খেদান্বিত হয়
তখন অটল হইয়া বৎসল উদ্ধারিবে অশংসয়।

Digitized by Google

৪ যবে ভয়ঙ্করে নরক সাগরে ছিলাম ঘোরা তীরেতে
তার পার হেতু শ্রীষ্ট রূপ সেতু আইলেন এ জগতে

৫ অতএব বলি শুন হে সকলি অদ্ভুত করুণা হইতে
তব নিরন্তর স্তবেতে অন্তর দিয়াছি এ পৃথিবীতে।

৬ যত দিন এই ভূমণ্ডলে রই সতত একান্তে চিতে
তব গুণ গান করিব ব্যাখ্যান আমোদে হবে মোহিত।

৮৫

(শ্রীষ্টের পথ জাগির প্রার্থনা)

হে যিশু দীন হীনের কেহ নাই আর
তুমি বিনা পাপি জনে কে করে নিস্তার।

১ তুমি দীনের কর্ত্তা পালন সংহর্ত্তা পাপির কাকুতি শুন
সন্তাম বাৎসল্য করিয়া বাহুল্য কর অশ্রু নিবারণ।

২ আমি অতিদীন স্বপথ বিহীন তব কৃপা আশে মগ্ন
হয়্যাছি শরণ তোমার চরণ দীনে কর আলোকন।

৩ এবে অতিশয় পাইয়াছি ভয় নিজদোষ করি জ্ঞান
আজ্ঞারূপ গড়ে নিতান্ত নিবিড়ে তেঁই আশা করি স্থান।

৪ দীপ্তি বিরহেতে প্রকৃত সুখেতে বঞ্চিত আমার মন
ঘোর অন্ধকারে ভ্রমিছে সড়রে হইয়া অন্ধ সমান।

৫ দয়া দিবা কর করের নিকর যদি মম মন পান
তবে ধর্ম্মাত্মার আবেশে তোমার সুখ পারাবার যান।

Digitized by Google

৬ সেই দয়াবান করিলে আহ্বান নাহি গেলাম সেই স্থান
আজ্ঞা না মানিয়া তাঁকে দুঃখ দিয়া হইয়াছি ক্রোধাধান।

৭ হইয়া সপক্ষ ঈশ্বর সমক্ষ কেন প্রত্যুত্তর দান
করেছেন তিনি কারণ না জানি প্রভু জানেন নাহি আন।

৮ হবে কি এমন সেই নিরঞ্জন হইবেন ক্রোধ হীন
মোরে দয়া করি কলুষ নিবারি করিবেন অতি পীন।

৮৬

(প্রার্থনা করার বিষয়)

তোমরা যাচ্ঞা কর তবে দেওয়া যাবে
প্রভু হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি সবে।

১ ক্রুর দুষ্টজনা করিলে প্রার্থনা ঈশ্বরের ঘৃণিত হয়
দুরস্থ হইয়া বঞ্চিত রহিয়া অহিত তাহারা পায়।

২ সরল মনেতে ভক্তি শ্রদ্ধাযুতে প্রার্থনা যাহারা করে
প্রার্থনাতে তার সন্তুষ্ট ঈশ্বর মনের বাসনা পূরে।

৩ কুমার্গ ছাড়িয়া নম্রতা পাইয়া পাপে ঘৃণা হয় যার
তিনি পাপ দায় ক্ষমা করেন তায় প্রার্থনা শুনিয়া তার।

৪ ভক্তি শ্রদ্ধাযুতে অচঞ্চল চিতে যে জন বাঞ্ছিত চায়
সন্তুষ্ট তাহারে হয়েন ঈশ্বরে মনোভিলষিত পায়।

Digitized by Google

৫ হে দয়াসাগর তুমি দেহ মোর প্রার্থনা করিতে শক্তি
তব নিজ গুণে অকিঞ্চনের মনে জনমাও প্রেম ভক্তি।

৮৭

(স্বচৈতন্য)

জাগ্রত হও আমার মন রে
তুমি জান না কোন সময় মৃত্যু আসিবে তোমার উপরে।

১ পাপেতে দিন কাটাইলে যাইতে হবে নরকানলে
পাপের বেতন মৃত্যু কেবল দেখ না করি বিচারে।

২ পাপেতে সুলগ্ন হয়্যা রহিয়াছ ঘুমাইয়া
শীঘ্রগতি চেতন হও যদি যাবে স্বর্গপুরে।

৩ অকস্মাৎ মৃত্যু আসিবে বিলম্ব নাহিক সবে
ঘোর নরকেতে পড়্যা কান্দিবে তখন হাহাকারে।

৪ এখন সময় আছে চল শীঘ্র য়িশুর কাছে
পরিত্রাণ চাহ যদি অনন্ত নরক হুস্তরে।

৮৮

(ঈশ্বরকে ভার সমর্পণ)

ওহে প্রভো মম ইচ্ছা ছুরেতে যাউক
তোমার আকাঙ্ক্ষা সব পালিত হউক।

১ এই অনুগ্রহ প্রভো কর মোরে দান
তোমার ইচ্ছানুসারে ত্যজি যেন প্রাণ

Digitized by Google

শরীর সুস্থতা সুখ ধন পরীবারে
তুচ্ছ করিবার তুমি শক্তি দেও মোরে।

২ আমার প্রতি অতিশয় প্রেমী আছ তুমি
তব ইচ্ছা সুকঠিন হয় যদি হে স্বামি
স্বীকার করিয়া তাহা কেননা পালিব
দাসবৎ হইয়া তাহা অবশ্য মানিব।

৩ অনুগ্রহদায়ক হস্ত যখন তোমার
বিস্তারিয়া উপরেতে পড়িবে আমার
তখন কি কাঁপিব আমি কিম্বা পাব ত্রাস
তাহা যেন নাহি হয় এই চাহে দাস।

৪ হে দয়াময় প্রভো আমার উপর
দয়া প্রকাশিত তব হয়্যাছে অপার
জানি যে আমাকে তুমি কভু না ত্যজিবে
তব ইচ্ছা যাহা প্রভো তাহাই হইবে।

৫ যদি তুমি আত্মদান কর মম প্রতি
সর্ব্ববস্তু লও তাতে নাহি মম ক্ষতি
সে সব অনিত্য বস্তু কিছু নাহি চাই
তোমাকে পাইলে তাহা জ্ঞান করি ছাই।

৬ তোমা বিনা ধন জন যদি প্রাপ্ত হয়
তথাপি হইব আমি দুঃখী অতিশয়
জ্ঞানী তুমি আমার যাহা ভাল মন্দ জান
একারণ এই আমি করিহে প্রার্থন।

Digitized by Google

১ আমার সুখেতে কিম্বা দুঃখেতে আমার
যাহাতে প্রকাশ হয় মহিমা তোমার
আর তব প্রতি মম ভক্তি বৃদ্ধি হয়
এই অনুগ্রহ আমায় কর দয়াময়।

৮৯

(ঈশ্বরের প্রতি মনকে উৎসর্গ করণ)

তোমা বিনা আমি কিছু নাহি চাহি আর
তুমি ধন তুমি জীবন মহিমা আমার।

১ সাংসারিক অভিলাষ আর কর পাপ নাশ
মম মন হইতে মান দূর কর জগত ঈশ্বর
যিনি আমাদের তরে মরিলেন ক্রুশোপরে
সেই খ্রীষ্টে সেবিবারে শুদ্ধচিত্ত হউক আমার।

২ হইতে যেন স্বর্গগামী প্রস্তুত থাকি হে আমি
মম মন সৎ ক্রিয়াতে নিত্য ২ থাকে যেনরত
প্রাগল্ভ্য ও অহঙ্কার এ জগতের কু আচার
দুষ্টতা হইতে মোরে পৃথক্ করিয়া রাখ তাত।

৩ তরাইতে ভবসিন্ধু আমার পরম বন্ধু
সহবাসী হন য়িশু তিনি বিনা না চাই কাহারে
লও প্রভো মম মন দেহ মোরে প্রেম ধন
তোমার বিপক্ষগণ মম চিত্ত হইতে যাউকদূরে।

৪ অনুচিত স্নেহ যত ধরয়ে আমার চিত
ফেলাইয়া দেও তুমি সে সকল আপন চরণে

Digitized by Google

যেন আমার নানা পাপ তোমায় না দেয় তাপ
তব রাজ সিংহাসন স্থাপিত করহ মোর মনে।

৫ তোমার সৌন্দর্য্য সব জীবনদায়ক রব
দেখিতে শুনিতে আর তব দয়া এই তিন পাই
তুমি আছ মম ধন তোমাতে থাকুক মন
ইহকাল পরকালে আর আমি কিছু নাহি চাই।

৬ তোমার সহিত যেন শীলতা না হয় ভিন্ন
আর তব অনুগ্রহে কোন যেন না পাই যন্ত্রণা
শেষে স্বর্গপুরে যাই তোমার দর্শন পাই
অকিঞ্চন দীনহীন তব দাসের এই হে প্রার্থনা।

৯০

(অন্তঃকরণের নম্রতা পাওন)

ভগ্নচিত্তে যখন খ্রীষ্টের নিকটে যাইব
তখন অবশ্য তাঁর কৃপাপাত্র হইব।

১ হে ঈশ্বর যদি তুমি মোরে কৃপা কর স্বামি
তবে আমি অভিমান রহিত থাকিব
আর মম প্রভুর মত স্বভাব হইবে নত
শিশু তুল্য শিক্ষিতব্য কোমল হইব।

২ প্রভু অনুগ্রহ করে যাহা যোগাইবেন মোরে
তাহাতে অত্যন্ত আমি সন্তোষ পাইব
সাংসারিক বস্তু যত মনে করি তুচ্ছ বত
অনায়াসে তাহা ত্যাগ করিতে পারিব।

Digitized by Google

৩ হে মম স্বর্গীয় পিতঃ এই জ্ঞান দেহ নাথ
অহঙ্কার হইতে যেন পলাইতে পারি
আর এক নিবেদন তোমার চরণে মন
নিরবধি থাকে যেন ভ্রান্তি দূর করি।

৪ আমাদিগে এই বর দেহ ওহে সর্ব্বেশ্বর
যাহাতে নম্রতা পাইয়া সত্য পথে রই
এবঞ্চ খ্রীষ্টের প্রেমে বাস করি অবিশ্রামে
এই অনুগ্রহ বারি দান মাত্র চাই।

৯১

(ঈশ্বরের প্রতি প্রেম)

ওহে প্রভো প্রেমদান কর কৃপা করি
ভক্তি ভাবে আমি যেন হই সেবাকারী।

১ যে নরের চিত্ত দয়া ক্ষমাযুক্ত কৃপা প্রেমরত্ন ময়
সেই জন ধন্য বিশেষত মান্য প্রেমাধার যেই হয়।

২ নিজভয় জ্ঞানে পালিতে বিধানে আমরা নাহিক পারি
প্রেম না থাকিলে পাপ আসি বলে হবে পরাজয়কারী।

৩ আমাদের চিত্ত যদি প্রেমযুক্ত হয় তবে ছন্নরূপে
চলিবারে পারে বিধি অনুসারে না ডুবে সংসার কূপে।

৪ ত্যজি সর্ব্বভয় পাপ করি জয় খ্রীষ্টের পশ্চাদ্‌গামী
সেই হইতে পারে কেননা সংসারে তিনি আছেন
নিজে প্রেমী

Digitized by Google

৫ ঈশ্বরের প্রতি পূর্ণ প্রেম ভক্তি করিয়া আমরা তাঁরে
জগৎপিতা করি বলিবারে পারি প্রেমী হবেন আমা-
দিকে।

৬ আমাদিগে শেষে আপন নিবাসে দিবেন বাসের স্থান
ছুত সঙ্গে তাঁর পাব সুখ সার বাড়িবে আমাদের মান।

৭ দয়াল পরমেশ্বর আমাদিগে দয়া কর শুদ্ধ কর আমা-
দের চিত্ত
কর খ্রীষ্টে প্রেম দান তাহাতে আমরা যেন সদাকাল
হই পরিতৃপ্ত।

৯২

(পারমার্থিক বিষয়ে আলস্য প্রযুক্ত খেদ)

ওহে প্রভু তুমি আমার মনকে জাগাও
অনুগ্রহ করি তার আলস্য ঘুচাও।

১ হে আমার অলস চিত্ত কেন থাক নিদ্রাযুক্ত
জাগ্রত হইয়া শীঘ্র কার্য্যে দেও মন
কেন না দেখ হে চায়্যা তোমার অর্দ্ধেক ক্রিয়া
না হইবে কোন জীবে করিতে এখন।

২ কিন্তু হে আলস্য যুত না দেখি তোমার মত
তোমার অর্দ্ধেক অলস পৃথিবীতে নাহি
দেখ ক্ষুদ্র পিপীলিকা পাইতে অন্ন কণিকা
আকর্ষণ করে শ্রমে নাহি দেখ চাহি।

Digitized by Google

৩ স্বর্গরূপ মহাধন পাইবার কারণ
শ্রম করা আমাদের উচিত কি নয়
অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা কিছুই না কর তাহা
কেবল মিথ্যা পরিশ্রমে কালক্ষেপ হয়।

৪ দেখদেখি ওরে মন যিশু তোমার কারণ
স্বমহিমা ত্যজি তব মুকুট রতনে
ক্রয় করিবার তরে প্রাণ দিলেন ক্রুশোপরে
পাইতে হেন বস্তু আছ নিশ্চিন্ত কেমনে।

৫ আমরা কি এই রূপে পড়িয়া আলস্য কূপে
সর্ব্বদা থাকিব প্রভো হয়্যা নিরাশ্রম
হে ধর্ম্মাত্মা কৃপারাশি আমার শরীরে আসি
কঠিন চিত্তকে তুমি করহ নরম।

৬ করিলে আমাদের ইহা নিদ্রাযুক্ত না থাকিয়া
তব ধর্ম্মপথে গতি করিতে পারিব
না থাকিব পাপে রত পারমার্থিক কার্য্য যত
আহ্লাদ রূপেতে তাহা কিছু না ত্যজিব।

৯৩

(ধর্ম্মাত্মার প্রতি প্রার্থনা)

ওরে মন দুরাচার দুষ্টভাব ত্যজ
নির্ম্মল স্বভাব পাবে ধর্ম্মাত্মাকে ভজ।

১ হে ধর্ম্মাত্মা কৃপা করি দৃষ্টিপাত মমোপরি
কর যেন ভক্তিভাবে উপযুক্ত রূপে

Digitized by Google

করিতে তোমার সেবা পারি আমি রাত্র দিবা
ভাঙ্গি ফেল মম চিত্ত প্রস্তর স্বরূপে।

২ দেখতো আমরা সব কি নির্বুদ্ধি মানব
না করি কিছুই কর্ম্ম স্বর্গ সুখ আশে
কিন্তু সাংসারিক সুখ আর ধন পাইতে দুঃখ
করি সদা নাহি ভাবি কি হইবে শেষে।

৩ মন এমন মন্দ আছে সুস্বভাব ছাড়িয়াছে
কোন ভাল ক্রিয়া মোরা না পারি করিতে
কি ভক্তি কি সেবা স্তব ভুলিয়া গিয়াছি সব
অবসন্ন স্তুতি গান হয় হে মুখেতে।

৪ ওহে প্রভো দেখ চায়্যা এপ্রকার মুমূর্ষু হয়্যা
আমরা কি সদা কাল পড়িয়া থাকিব
তুমি আমাদের প্রতি করিয়াছ প্রেম ততি
তোমাপ্রতি প্রেম প্রকাশ কিছু না করিব।

৫ হে ধর্ম্মাত্মা কৃপা করি লইয়া চৈতন্য বারি
আমাদের হৃত্ পদ্মে কর তুমি বাস
ত্রাণকর্ত্তার প্রেম গুণ কর তাহে সিঞ্চন
জন্মিয়া আমাদের প্রেম পুরাও অভিলাষ।

Digitized by Google

৯৪

(তুমি কি আমাকে প্রেম কর)

প্রভু প্রতি আমি প্রেম করি কি না করি
ওরে মন তুমি তাহা বল তত্ত্ব করি।

১ প্রভু প্রতি প্রেমকারী আছি কি না আমি তাঁরী
এ বিষয় স্পষ্টরূপে জানিবারে চাই
যদি আছে তাঁতে প্রেম তবে কেন অচেতন
হয়্যা আমি দিবা রাত্রি তাঁরে ভুলে যাই।

২ শুনে নাই কখন যারা প্রভুর নাম বরঞ্চ তারা
আমাহইতে অচেতন কভু না হইবে
দয়াল খ্রীষ্টের প্রেম যদি আমি জানিতাম
এমন কঠিন মন হইতে পারে তবে।

৩ আরো ভাবিয়াছি মোরা তবে কি প্রার্থনা করা
ক্রিয়া এমন ক্লান্তি জনক পারিত হইতে
ঘৃণাস্পদ বিষয় যত করিতাম তুচ্ছবত
তারা কি পারিত মোরে এত দুঃখ দিতে।

৪ যদি আমার নিজচিত সন্ধানেতে হয় রত
দেখিব যে সেখানেতে সকলি আঁধার
পাপ মিথ্যা অস্থিরতা অবিশ্বাসেতে পূর্ণতা
জানিলে কি আমি পুত্র বলা যায় তাঁর।

৫ যদ্যপি প্রার্থনা যুত হই ধর্ম্মশাস্ত্রে রত
তবু আমার সর্ব্ব কার্য্য পাপযুক্ত আছে

Digitized by Google

বল দেখি সত্য ভক্ত কেবা আছে পাপে ত্যক্ত
এ প্রকার দুঃখ জ্ঞাত আছে কি না আছে।

৬ যে হেতুক অবাধ্য মন খেদান্বিত অনুক্ষণ
হয়্যা দুঃখে করিতেছি আমি কাল ক্ষেপ
কিন্তু যদি প্রভুর প্রতি না করিতাম প্রেমভক্তি
তবে কি পারিতাম মনকে করিতে আক্ষেপ।

৭ যদ্যপি প্রভুতে রতি না করিত মোর মতি
তবে তাঁর শিষ্য সঙ্গে আলাপ কি হইত
আর কি তাঁহার ধর্ম্ম বাক্যের বুঝিয়া মর্ম্ম
অতিপ্রিয় পূর্ব্বপথে ঘৃণা জন্মাইত।

৮ হে প্রভো সন্দেহ হর সন্দেহ বিনাশ কর
তব প্রতি মম প্রেম যে আছে কিঞ্চিৎ
অনুগ্রহ রূপ বারি দিয়া তুমি তদুপরি
বাড়াও তাহাকে মোরে না কর বঞ্চিৎ।

৯ এ পর্য্যন্ত যদি আমি না হয়্যাছি তোমায় প্রেমী
তবে কৃপা করি এখন কর এই দান
তোমা প্রতি প্রেম ভক্তি করিতে আমার শক্তি
হয় যেন দীন হীনের এই নিবেদন।

Digitized by Google

৯৫

(বিশ্বাসির বিজয়)

বিশ্বাসী হইয়া যদি খ্রীষ্টের কাছে যাই
ক্ষমা দয়া অনুগ্রহ তাঁহাহইতে পাই ।

১ যাহারা যিশুর পরে একান্ত বিশ্বাস করে
তাহাদিগে দোষী কর্য্য কে বলিতে পারে
দেখ সেই ক্ষমাকারী আপনি করুণা করি
দোষশূন্যে গণিয়াছেন মনোনীত নরে।

২ তাঁহাতে যে ক্ষমা দয়া শ্রোতো জলের ন্যায় হইয়া
তাহাদের পাপোপরি বহিয়া যাইবে
বিশ্বাসি বদলে খ্রীষ্ট ভোগিলেন নানা কষ্ট
তাহাদিগকে নরকেতে কেবা পাঠাইবে।

৩ তাহাদের পরিত্রাণ সাধিতে আপন প্রাণ
দিয়া পুনর্মৃত্যু হইতে উঠিলেন যিনি
হইয়া প্রভু জীববান স্বর্গে নরের কারণ
নিত্য ২ নিবেদন করিতেছেন তিনি ।

৪ তাঁর প্রেম হইতে মোরে কে পৃথক করিতে পারে
নিরাশা হইয়া কেবা পরীক্ষা করিবে
দুঃখ শোক বিপক্ষতা আকাল কিম্বা উলঙ্গতা
স্নেহ করিলেন যিনি ইহাদিতে ভবে ।

৫ তাঁহার প্রসাদে মোরা হব সর্ব্ব ভয় হারা
এ বিষয়ে রণ জয়ী হইতে ও শ্রেষ্ঠ

Digitized by Google

যে হেতুক য়িশু যিনি আমাদের জীবন তিনি
ধন মান আমোদ ভরসা উৎকৃষ্ট।

৬ ভবাব্ধি হইতে পার যদি করি কর্ণধার
তাঁহাকে কখন তবে ডুবিয়া না যাব
কিন্তু তাঁতে বিশ্বাসিলে আমরা মরণ কালে
আর মহা বিচারেতে বিজয়ী হইব।

৯৬

(মনের চেতনা)

গেল রে ২ বহিয়া দিন
ও মন রে বৃথাই বহিয়া গেল দিন
যাইতে ঈশ্বরের কাছে কিছু না রহিল চিন।

১ মন রে নিজ অভিলাষের দোষে ঈশ্বরে হয়্যাছ ভিন
তোমার পাপে তনু জর ২ দেখ হইয়া যায় রে ক্ষীণ।

২ মন রে আচম্বিতে কোন ক্ষণে আসিবে সদর আমীন
বিনা রসি বিনা কাঠায় মাপিবে সকল জমিন।

৩ মন রে ভক্তি মুক্তে ত্রাণ বিকাইছে ত্বরা করি যাইয়া
কিন
তুমি বুঝিয়া দেখ না কেন হইয়া আছ পাপাধীন।

৪ মন রে ঈশ্বরের কৃপার গুণে বলে কাঙ্গাল দীন হীন
হে মন য়িশু প্রেম সাগরে থাক জলে যেমন আছে মীন।

Digitized by Google

৯৭

(মনের চেতনা)

চেতন হও ও মন দুরাচার
যদি বিচার দিনে হবে পার।

১ ও ভাই য়িশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর তনয় নাম ধর্য্যা আসি-
য়াছেন মৃত্যুঞ্জয়
আর দেবী দেবা মিছা সেবা ও ভাই য়িশু কেবল
সারোদ্ধার।

২ যে জন বিশ্বাস করে খ্রীষ্টের মরণ সে জন পাবে
অনন্ত জীবন
য়িশুর মহিমাতে মৃত্যুহইতে দেখ বাঁচাইয়াছিলেন
লাজার।

৩ এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্য্যা হত হইলেন ক্রুশের
উপরে
মোদের পাপের সাজা নরের রাজা তিনি আপনি
করিলেন অঙ্গীকার।

৪ ও রে অতি দীন হীনে তোরে কয় মন রে ভ্রমে ভো-
লা উচিত নয়
এখন ভবমাঝে সকল ত্যজ্যা ও ভাই য়িশুর চরণ কর
সার।

Digitized by Google

৯৮

(মনের চেতনা)

যিশু কি হবে আমার
তোমা বিনা পাপি জনের নাহি পারাবার।

পড়েছি পাপের কূপে
আমায় কর হে উদ্ধার।

১ হইয়াছি কুপথ গামী
কুমন্ত্রণায় সদা ভ্রমি
যদি না তারিবে তুমি
কে করে নিস্তার।

২ পার হইতে ভব নদী
রিপুগণ আছে বাদী
নিবেদন রাখ প্রভু
হেরো এক বার।

৯৯

(মনের ভাবনা)

আমার মন কি ভাবিছ বল যিনি আমার পাপের জামীন হইলেন শরণ লই গে শীঘ্র চল।

১ পাপেতে আমার জন্ম না আচরি সত্য ধর্ম্ম
পাপের মলিন বস্ত্র ত্যজ্য কর্য়া আলোর বসন পরি চল।

Digitized by Google

২ প্রভু যিশু দীপ্তিময় তাঁহাতে নিস্তার হয়
আইস যিশুর চরণ কর সার খণ্ডাবে নরকানল।

৩ যিশু খ্রীষ্টের নাম তরি ধর্ম্ম আত্মা কাণ্ডারী
তবে হেলায় তরিয়া যাবে না হইও বিহ্বল।

৪ অনায়াসে স্বর্গে যাবে মহানন্দে সুখ পাবে
অন্তর বাহির তোমার হইবে সুনির্ম্মল।

১০০

(মনের ভরসা)

হায় মোরে কে তারিবে ভবঘোরে
আমি বড় পড়্যাছি বিষম ফেরে।

১ করিয়াছি পাপ বাড়্যাছে সন্তাপ
এখন দোষ দিব কারে
আমি যিশু বিনা আর শরণ লইব কার
কে আর তারিতে পারে।

২ আমার পাপেতে অন্তর কাঁপে থর২
স্থির হইতে নারি ডরে
আমি ভরসা রাখ্যাছি খ্রীষ্টের মরণে
জীবন পাব স্বর্গ পুরে।

Digitized by Google

১০১

(মনের ভাবনা)

মন কর রে য়িশু পদ ভাবনা
ভবে মৃত্যু পরে স্বর্গ পুরে পাইবে সুখ সান্ত্বনা।

১ মন এ ভবে আস্যা নিশ্চিন্ত বস্যা
রয়্যাছ কিসের আশে
কে তোমারে ভব ঘোরে ত্রাণ করিবে বল না।

২ ভবসাগর অপার কিসে হবে পার
ডাক য়িশু কর্ণধার
দিন কাটাইলে অবহেলে হয়্যা পাপে মগনা।

৩ মন এ ভবে তোমার কে বা আপনার
তখন কারে দিবা ভার
মাতা পিতা সব বৃথা সঙ্গে তো কেও যাবে না।

৪ মন ধনাদি যত সকলি অনিত্য
কিছু নহে তো সত্য
হয়্যা মত্ত পরমার্থ জ্ঞান তুমি হারাইও না।

৫ মন পাইয়াছ রতন খ্রীষ্টামৃত ধন
তাতে করহ যতন
তায় অযতন কৈলে রে মন আর তো উপায় হবে না।

খ্রীষ্টের মণ্ডলীর বিষয়।

১০২

(মণ্ডলীর কারণ গীত)

যিশু মণ্ডলীতে হও হে অধিষ্ঠান
কৃপা কর গাই তব সুমঙ্গল গান।

১ আমি হে পাপিষ্ঠ মূঢ় অপবিত্র আশারূঢ় হে
আপন বাক্যের ফল করহ প্রদান।

২ নিজ দাস দাসীগণে দৃষ্টি কর সুনয়নে হে
শিক্ষাও যিশু সর্ব্ব জনে মঙ্গল আখ্যান।

৩ এখানে যতেক জন গানাদি করে শ্রবণ হে
সভাকারে দেহ যিশু ঈশ্বরীয় জ্ঞান।

৪ মুই পামর নরছার না ধরিও দোষ আমার হে
কৃপাতে কৃতার্থ কর করুণা নিধান।

৫ নাহি জানি স্তুতি ভক্তি কেমনে পাইব মুক্তি হে
কাতর জনের উক্তি কর অবধান।

Digitized by Google

১০৩

(খ্রীষ্ট মণ্ডলীর রাখাল)

যিশু আছেন মোদের রাখাল
প্রভু যিশু আপনার প্রাণ দিয়া রাখিলেন পাল দেখ।

১ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মেষ নানা দেশে ভ্রমে
প্রভু যিশু সে মেষ উদ্দেশ কৈলেন পরম দয়াল।

২ চারিদিক্‌হইতে সব প্রভুর রব শুনি চাইয়া দেখ
আনন্দিত হইয়া ধাইয়া আসে পালেপাল।

৩ এমন আশ্চর্য্য কার্য্য কে কর্‌্যাছে আর
যিশুর গুণে কেন্দুয়ার সম্মুখে মেষ চরে নিজগাল।

৪ বেতনজীবির হস্তগত কেন হও জগৎ অবশেষে
ছাড়িয়া পালাইয়া যাবে হইলে বিপৎ কাল।

১০৪

(খ্রীষ্টিয়ান মণ্ডলী)

চল ভাই সকলে যাই যিশুর নিকটে
ডাকিছেন সকলে বন্যা মুক্তি নদীর ঘাটে।

১ শুন হে পাতকি গণ মোর উপদেশ
খ্রীষ্ট মণ্ডলীতে শীঘ্র করহ প্রবেশ
তারক যিশু আপনার হারানিয়া মেষ
প্রেরিতগণের মুখে করিয়াছেন উদ্দেশ।

Digitized by Google

২ খ্রীষ্টে এক মনা হয়্যা মণ্ডলীতে থাক
মেষ পালক রূপে য়িশু হইবেন রক্ষক
খলের শাস্তা য়িশু যাদের আছেন পালক
তাদের কি করিতে পারে শয়তান রূপ বৃক।

৩ মণ্ডলীশ্বর য়িশুর সবে আজ্ঞা মতে চল
প্রেমে মেল মুক্তি আশে শেষে হবে ভাল
মুক্তিদাতা পাপিগণে ডাকিছেন দয়াল
মায়া ছাড়ি প্রবেশ করহ আমার দল।

৪ আর তিনি ত্রাণ শান্তি লয়্যা নিজ হাতে
খুলিয়া স্বর্গের দ্বার প্রবেশিতে তাতে
মুক্তি পদ দিবেন প্রভু অবশ্য আশ্রিতে
তোমরা ভরসা রাখ তাঁহার রক্তেতে।

১০৫

(রবিবারের জন্যে গীত)

প্রভুর বিশ্রাম দিন করিয়া পালন
সুখে মগ্ন হও আমার মন।

১ য়িশু খ্রীষ্টের এই মহাদিন ইতে হও ঐহিক কার্য্যহীন
পাল মন এই দিন নাহি করিও হেলন।

২ সচৈতন্য হয়্যা আমার মন হৃষ্টচিত্তে কর রে ভজন
স্তব স্তুতি তাঁহার প্রতি কর সদা সর্ব্বক্ষণ।

Digitized by Google

৩ শাবত দিন মহাপবিত্র গাও খ্রীষ্টের শুণ চরিত্র
তাহে মন হও নিপুণ নাহি ভুলিও কখন।

৪ অন্য অন্য অনীতি কার্য্য সে সকল করিয়া ত্যজ্য
য়িশুর মরণ অমূল্য ধন তাহে কর রে যতন।

১০৬

(রবিবারের জন্যে গীত)

প্রভু হে এই আমার শুন নিবেদন
সদা নিজ অনুগত কর মোর মন।

১ রবিবার পবিত্র মান্য কর্য্যাছ সবার জন্য
আমি যেন মান্য করি দেহ জ্ঞান এমন।

২ এই তোমার ধর্ম্ম দিনে হও প্রভু আমার সনে
কর তুমি আমার উপর কৃপাবলোকন।

৩ ধর্ম্মাত্মা আমার মনে স্থাপিত কর নিজ গুণে
যেন জ্ঞান পাই তোমার করিতে ভজন।

৪ অদ্য অনুগ্রহ কর্য্যা এই দিন দেখাইলে মোরে
আমারে প্রার্থনা শিক্ষা দেহ হে এখন।

৫ অজ্ঞান পামর আমি অতিশয় দয়ালু তুমি
দয়া কর্য্যা প্রভু মোরে করহ গ্রহণ।

৬ ছয় দিন হইয়াছে গত তাহে পাপ কর্য্যাছি যত
সে সকল পাপ আমার করহ মার্জ্জন।

Digitized by Google

১০৭

(প্রভুর দিনের জন্যে গীত)

য়িশু খ্রীষ্টের শাবত দিবস পালিয়া
সুখে মগ্ন হইও মন হে।

১ প্রভুর পরম দিন ঐহিক কার্য্য হীন
সর্ব্বে পাল হৃষ্ট হইয়া
সচৈতন্য মনে আহ্লাদিত গানে
য়িশু খ্রীষ্টের স্তুতি গাইও হে।

২ দিবস এই পবিত্র য়িশু গুণ চরিত্র
সর্ব্বক্ষণে মনে ধ্যাইও হে
অন্য ভার ও কার্য্য দূরে কর ত্যজ্য
য়িশু নামে সকল ভুলিয়া।

৩ য়িশুর আজ্ঞা পাল হবে পরম ফল
তাহার অশেষ প্রাপ্তি হইবে হে
হবে আশীর্ব্বাদ অতিশয় আহ্লাদ
ভক্তগণ এক সঙ্গে গাইলে।

৪ প্রভু মৃত হইয়া কবর ছোড়ান পাইয়া
সচৈতন্য হইলেন মৃত্যুঞ্জয়
খুলিলেন তার দ্বার উঠি পুনর্ব্বার
এই দিবস সম্ভ্রম করিয়া।

৫ মৃত্যুঞ্জয় যিনি ধন্য বল তিনি
আসি নিত্য কর জয় ২ কার
যাবত থাকে শ্বাস করিব প্রকাশ
য়িশুর পরম নাম এই দিবসে।

Digitized by Google

১০৮

(প্রভুর ভোজন)

যিশু হে শরণ রাখি তব চরণে
আমার পাপ বিমোচন হবে তোমার মরণে।

১ তোমার মেজের নিকট আসি প্রার্থনা করিয়া বসি
পবিত্র করহ মোরে আপন গুণে।

২ প্রভু রুটি হস্তে কর্য্যা বলিলেন সব শিষ্যেরে
এই লও খাও তোমরা আমার স্মরণে।

৩ তব ভগ্ন শরীর সুধা নিবারে আত্মার ক্ষুধা
ভক্তি বাড়ে ইচ্ছা হয় ত্রাণ কারণে।

৪ এই রুটি দ্রাক্ষা রস চিহ্ন প্রভুর রক্ত মাংস
জ্ঞান কর্য্যা করি পান তরি নিদানে।

৫ মহাবিচারের দিনে রাখ হে তোমার দক্ষিণে
ভরসা আমার খ্রীষ্টের মরণে স্মরণে।

১০৯

(প্রভুর ভোজন)

ওহে বন্ধো দয়াময় যিশু খ্রীষ্টে করহ প্রণয়
পাপ যাবে সুখ পাবে পরলোকে হবে মৃত্যুঞ্জয়।

১ অনন্ত জীবনের রুটি যে খায় না করে ত্রুটি
পান করে জীবনের জল

Digitized by Google

ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে যায় অন্তরে শীতল হয়
যিশু প্রেমে থাকে সে বিহ্বল।

২ দেখ যিশুর কত দয়া নিজ প্রাণ রক্ত দিয়া
প্রকাশিলেন স্নেহ মোদের প্রতি
এত অনুগ্রহ আর জগতে বা আছে কার
পাপি উদ্ধারিতে আছে কাহার শকতি।

৩ ওহে যিশু দয়াময় লইলাম তব আশ্রয়
দয়া করি রক্ষা কর দাসে
অনন্ত জীবন মোরে দিও প্রভু সত্বরে
আমি রহিলাম তার আশে।

১১০

(প্রভুর ভোজন স্থাপন)

ও ভাই আইস সকলে মোরা যিশু গুণ গাই
তাঁর সম দয়াময় ত্রিজগতে নাই।

১ বিশ্বাস ঘাতকদ্বারা ধৃত যে রাত্রিতে
তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রুটি লইয়া হাতে
ভাঙ্গিলেন যিশু স্তব করি ঈশ্বরের
এই লও খাও সবে শরীর আমার।

২ ভগ্ন হইয়াছে ইহা তোমাদের জন্য
স্মরণে রাখিয়া সবে সদা কর মান্য
পান পাত্র হস্তে লয়্যা ভোজনানন্তর
শিষ্যদিকে কহিলেন ইহা তোমরা ধর।

Digitized by Google

৩ এই দ্রাক্ষারস পান কর যত বার
তত বার স্মরণার্থে করিও আমার
জানিও আমার রক্তে নিয়ম নূতন
আছে একারণ তোমরা কর তাহা পান।

৪ তোমার মৃত্যু স্মরণার্থে করি সে ভোজন
ওহে য়িশু কৃপা করি স্থির কর মন
মগ্ন হউক তব প্রেমে মোর অন্তঃকরণ
তব গুণ গানে যেন থাকয়ে বচন।

৫ ছয় রিপু আরবার না ভুলায় যেন
কৃপা করি এ অধমে দেহ দিব্যজ্ঞান
দীন হীন দাসে কর ধর্ম্মাত্মা প্রদান
ছলে বলে পাপে যেন না ফেলে শয়তান।

১১১

(খ্রষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি)

নিজ রাজ্য বাড়াও হে কৃপাময়
এ জগত যেন প্রভুর শীঘ্র হয়।

১ খ্রীষ্টের রাজ্যের আগমনে প্রফুল্লিত পাপিগণে
সবে মিলি বলে য়িশু মৃত্যুঞ্জয়।

২ য়িশুর আগমন হয় দেব দেবী লোপ পায়
স্বর্গ মর্ত্ত্যের তুমি হও মহাশয়।

Digitized by Google

৩ যত পাপী অপরাধী তারা হইয়া সুপ্রবোধী
হরিষে বলয়ে প্রভু য়িশুর জয়।

৪ গৌরবাদি যত স্তুতি হউক প্রভু তোমার প্রতি
সর্ব্ব স্থানে ব্যাপুন য়িশু প্রেমময়।

১১২

(খ্রীষ্টের রাজ্যের বৃদ্ধি)

প্রভু তোমার রাজ্যের আগমন হউক
এ জগতের অধিকারী শয়তান না রহুক।

১ যেমন সেই স্বর্গেতে তেমন এই জগতে
তব অভিমত ক্রিয়া পূর্ণ করা যাউক।

২ তুমি তো সকলের সার স্বর্গ মর্ত্ত্যের ঈশ্বর
জগতীস্থ সকল নরে তোমাকে জানুক।

৩ প্রভু য়িশু তোমার নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য আদি ধামে
সবে মিলি এক মনে জয়জয়কার করুক।

৪ তব মঙ্গল সমাচার জগতে হউক প্রচার
ধর্ম্মাত্মার আলো তাহে সকলে পাউক।

৫ সকল জগৎ বাসী প্রভুর নিকটে আসি
পাপ স্বীকার করি সবে স্ব হাঁটু পাতুক।

Digitized by Google

১১৩

(য়িশুর রাজ্যবৃদ্ধি)

য়িশু আপন রাজ্য জগতে বাড়াও
তব পরিত্রাণের কার্য্য সকল লোককে জানাও।

১ য়িশু তুমি ধর্ম্মরাজা ধ্বংস কর দেবের পূজা হে
সকল প্রজার মন আপন অধীন করাও।

২ তব ধর্ম্ম সিংহাসন জগতে কর স্থাপন হে
ধর্ম্ম পথে শুদ্ধ মতে সকল প্রজাকে চালাও।

৩ তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ দেবের কর অসম্মান হে
দয়াল য়িশু আপন প্রতি লোকের মন লওয়াও।

৪ প্রত্যেক জিহ্বা তোমারে যেন স্বীকার করে হে
শীঘ্রগতি এমন দিবস প্রভু আপনি দেখাও।

৫ নিজ মঙ্গল সমাচার সর্ব্ব লোকের গোচরে হে
ত্বরা করি প্রভু তুমি সকল লোককে জানাও।

১১৪

(য়িশুর রাজ্যবৃদ্ধি)

১ যা তোমার অঙ্গীকার
তা কর হে ঈশ্বর
এ জগৎ যেন শীঘ্র হয়
খ্রীষ্ট য়িশুর অধিকার।

Digitized by Google

২ এ দেশে এত দিন
শয়তানের মেলা বাস
সর্ব্ব পূজারা ত্রাণহীন
পাপ ও শয়তানের দাস।

৩ ফিরাও লোকের মন
ও দিও দিব্য জ্ঞান
যে পাপের বড় ঘৃণা হয়
ও খ্রীষ্টে নিবেদন।

৪ এ কার্য্য করণে
প্রবৃত্ত হইও নাথ।
সাধুদের আশার যেন হয়
সম্পূর্ণ করুণ পথ।

১১৫

(খ্রীষ্টের রাজশাসন।)

যিশু বঙ্গ দেশে কর অধিকার
যে কিছু ভূতলে পদতলে হে তোমার।

১ তুমি স্বর্গ মর্ত্ত্যের রাজা সবাই করুক তোমার পূজা
দেবের বশ না হইয়া ত্যজুক অত্যাচার।

২ পাষণ্ডতা তব নামে না হয় যেন কোন গ্রামে
স্বর্গধামে যিশুর নাম হউক জয় ২ কার।

৩ তুমি হে জগৎপতি সবার হউক তোমাতে মতি
আর যেন কেহ নাহি করে অভিচার।

Digitized by Google

৪ কর প্রেমানন্দ দান সবে করুক তোমার গান
ধর্ম্ম আলো দিয়া নাশ মনের অন্ধকার।

৫ এ দেশীয় লোকের প্রতি দয়াল হও শীঘ্র গতি
কালের নিগড় কাটি করহ উদ্ধার।

৬ তব রাজ্যে সদা সুখ বিনাশে অনন্ত দুঃখ
পাপ পীড়া মরণের হয় প্রতীকার।

১১৬

(পরস্পর প্রেম করণ)

কর প্রেম এক জন অন্য এক জনে
পরস্পর ভিন্নভাব না ভাবিও মনে।

১ সকলে মিনতি করি শুন এক মনে
সুক্রিয়া করিলে সদা থাকিব জীবনে।

২ চৌকি দেও প্রার্থনা কর অতি সাবধানে
কেহ না জানে যে মৃত্যু আসিবে কোন দিনে।

৩ আনন্দিত হইয়া তোমরা গাও ধর্ম্ম গান
নিস্তার কারণ আছে যিশুর মরণ।

৪ তাঁহার রক্ত পাপে মুক্ত করে সর্ব্ব জনে
সন্দেহ কি আছে ইথে শাস্ত্রের বচনে।

Digitized by Google

১১৭

(পরস্পর প্রেম করণ)

আইস প্রেম করি মোরা সকলে
যে প্রেমেতে য়িশু প্রাণ দিলেন অবহেলে।

১ মর্ত্যে প্রেম বৃক্ষ মূল জগৎ ব্যাপিয়া ডাল
স্বর্গে পাবে মহাফল প্রত্যয় বারি দিলে।

২ প্রেমের কি কব গুণ নির্গুণেরে দেয় গুণ
বিনাশয়ে তমোগুণ মনে উদয় হইলে।

৩ প্রেম সাগরে দিলে ঝাঁপ নাশিবে অশেষ তাপ
দূরে যাবে মহাপাপ মনে বিচারিলে।

৪ প্রেমানন্দে কর গান প্রেম সুধা কর পান
তবে পাবে পরিত্রাণ নরক অনলে।

১১৮

(পরস্পর প্রেম করণ)

আইস পরস্পর প্রেম কর ভাইরা হে ভুলিও না।

১ য়িশুর নামেতে সত্য যে করে বিশ্বাস
প্রেমের ছায়াতে সর্ব্বদা করিও বাস
বিভিন্ন না হও সুমিলনে রও
সব লোকে দেখাও প্রভু য়িশুর প্রেম
ভাই ভুলিও না।

Digitized by Google

২ প্রেমের বন্ধনে বন্ধিত সকলে থাক
প্রভু য়িশুর যে আজ্ঞা সুমনেতে রাখ
দূর কর সব পাপ তবে প্রেমের আলাপ
সে খণ্ডিবে তাপ ইহার নাহি সংশয়
ভাই ভুলিও না।

৩ ভাই ভাই সকল এক মনে একত্র হইয়া
য়িশু খ্রীষ্টের নাম গান কর মন মিলাইয়া
প্রেম আগুন জ্বলাও তা নাহি নিবাও
আনন্দ গীত গাও উল্লাসিত হইয়া
ভাই ভুলিও না।

৪ শয়তানকে দূর করিয়া হইও সাবধান
যেন পাপ আর না করিয়া থাক সচেতন
খ্রীষ্ট য়িশু যে নাম সে ধন্যবান ধাম
এ গান অনুপম নিরন্তর গাইও
ভাই ভুলিও না।

১১৯

(বিবাহের বিষয়)

শুন ভাই জায়া পতি ভিন্নভাব করো না
একাঙ্গ হইয়া কর সর্ব্ব কর্ম্ম সাধনা।

১ ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই কয় স্ত্রী পুরুষ দুই নয়
অতএব একমনা হও দুজনা
ঈশ্বরেতে রাখি চিত্ত গৃহকর্ম্ম বিধিমত
সাবধানে কর দোঁহে করি মন্ত্রণা।

Digitized by Google

২ পান ভোজনাদি ক্রিয়া যথালাভ সমাপিয়া
দুজনাতে এক হয়্যা কর প্রার্থনা
য়িশুকে আশ্রয় করি ভবসিন্ধু যাব তরি
এই যেন মনে২ থাকে ভাবনা।

৩ পিতা মাতা সহোদরে বরঞ্চ ত্যজিতে পারে
স্ত্রী পুরুষেতে কভু ছাড়াছাড়ি হয় না
দেখ বিবাহের পর যাহারা সুজন নর
সাধ্য মতে তোষে তারে পর ভাবে না।

১২০

(বিবাহের বিষয়)

তোমরা দুই জন বর কন্যাতে এক অঙ্গ হইলে আজি হইতে
হয়েতে এক বান্ধা গেল প্রভু য়িশুর বিধি মতে।

১ য়িশুর এই অঙ্গীকারকেহ নহে কার পর এই সারোদ্ধার
য়িশুর প্রেমে মগ্ন হয়্যা সদাই থাক প্রার্থনাতে।

২ মাতা পিতা সহোদরে সকলকে তেজিতে পারে জগৎনরে
কিন্তু স্বামী ভিন্ন নহে কদাচিৎ জায়াহইতে।

৩ বিবাহ সন্ধ্যা পরিষ্কার অশুচি সে পরদার তাহে রাখতর
পারদারিক ব্যভিচারী দণ্ড পাবে নরকেতে।

৪ যখন কারো আপদ ঘটে তখন থাকিবা নিকটে দেখিবা
বটে
য়িশু খ্রীষ্টের এই নীতি আছে ধর্ম্ম পুস্তকেতে।

Digitized by Google

১২১

(বিবাহের বিষয়)

দৃষ্টি কর ওহে প্রভো এই দুয়ের প্রতি
তব পদে থাকে যেন ইহাদের ভকতি।

১ এই যে বিবাহ ক্রিয়া মন্দ কভু নহে
যদি ইচ্ছা থাকে তবে কর তাহা সবে।

২ পরদার প্রতি যার মতি যায় লোভে
ইহকালে দুঃখ ভোগী নরকেতে ডোবে।

৩ এই রূপ যে অবলা পুরুষের প্রতি
দুষ্ট ভাবে চাহে শেষে পায় সে দুর্গতি।

৪ অতএব স্ত্রী পুরুষে থাক এক ভাবে
দুয়ের আপদে দোঁহে উদ্দেশ করিবে।

৫ কৃপা কর ও হে প্রভু দম্পতীর প্রতি
পাপ তাপ দুঃখে যেন নাহি হয় স্থিতি।

১২২

(প্রাতঃ কালীন)

ওহে প্রভু এই আমার রাখহ বিনতি
আজিকার দিনে থাক আমার সংগতি।

১ প্রভাত কালীন স্তব তোমাতে হউক সব
ধর্ম্মাত্মা আমার মনে করাও স্থিতি।

Digitized by Google

২ অজ্ঞান পাতকী আমি কৃপা কর প্রভু তুমি
পাপাপদ পরীক্ষা হইতে ফিরাও মোর মতি।

৩ পাপ দেখি চতুর্ভিত সদা থাকি সশঙ্কিত
নিজ কৃপা দৃষ্টি সদা রাখ মোর প্রতি।

৪ আমার পাপের ভার দিয়াছি তোমার উপর
তুমি আমায় কৃপা কর্য্যা করহ সদ্গতি।

৫ এই আমি বিনতি স্তুতি করিতেছি তোমার প্রতি
প্রভু তোমার চরণেতে বাড়াও মোর ভকতি।

১২৩

(প্রভাতি স্তব)

১ প্রভাত হইলে আমার মন
নিত্য গাইও য়িশু গুণ
অহর্নিশি কর গান
কভু নাহি কর আন।

২ যখন ছিলাম নিদ্রায় ঘোর
তিনি ছিলেন রক্ষক মোর
এখন জাগুৎ য়িশুর স্তব
কর তনু মন রব।

৩ দেখিতেছি দিনের ভোর
তাতে যেন আহ্লাদ মোর
ফিঙ্গে আদি পক্ষিগণ
সুনাদ করে ক্ষণে ক্ষণ।

Digitized by Google

৪ দেখ ভানু তেজোময়
পূর্ব্বদিকে তার উদয়
সৃষ্টি তাতে চেতন পায়
নানা রূপে স্তুতি গায়।

৫ চেতন হইও আমার মন
যিনি রাখেন সর্ব্বক্ষণ
যিনি সর্ব্ব সৃষ্টির সার
নিত্য কর স্তুতি তাঁর।

৬ রক্ষ দয়াল ভগবান
কর তনুপ্রাণের ত্রাণ
অহর্নিশি ক্ষণে ক্ষণ
শীতল রাখ আমার মন।

৭ শেষ প্রভাত যখন হয়
মৃত্যু হবে চেতন ময়
ধার্ম্মিক তখন করে গান
পাবে স্বর্গে দিব্য স্থান।

১২৪

(সায়ং কালীন)

ওহে প্রভু এই আমার প্রার্থনা তোমায়
সর্ব্বক্ষণে কুশলেতে রাখ হে আমায়।

১ সায়ং কালীন স্তব স্তুতি হউক প্রভু তোমার প্রতি
ধর্ম্ম আলো আমার মনে করাও উদয়।

Digitized by Google

২ সকল দিন করেছ রক্ষা হইতে সব আপদ পরীক্ষা
এই রাত্রি নিরাপদে যেন গত হয়।

৩ যত দিন জগতে রই তোমা ভিন্ন নাহি হই
তুমি মোরে রক্ষা কর আপন কৃপায়।

৪ পাপময় সংসারে জন্ম নাহি মোর পুণ্য কর্ম্ম
কৃপা করি তুমি রাখ স্বপদ ছায়ায়।

৫ প্রভু য়িশু তোমার প্রতি হউক আমার দৃঢ় মতি
কোন মতে শয়তানে ভ্রান্তি না জন্মায়।

১২৫

(সায়ং কালীন)

ওহে খ্রীষ্ট গুণ শ্রেষ্ঠ করুণা সাগর
তুমি বিনা সুখ দিতে শকতি কাহার।

১ আমাদের দিন আজি অতি সুখে গেল
খ্রীষ্টের দয়াতে সদা মঙ্গল ঘটিল
করহ প্রভুর স্তব তাঁরে নাহি ভুলো
জানা যায় আছেন তিনি পরম দয়াল।

২ আছে মোর অগণ্য পাপ নানা অপরাধ
ক্ষমা কর প্রভো সদা করি ধন্য বাদ
নিদ্রাগত হইলে যেন না ঘটে প্রমাদ
দূত গণ দূর করে আমার বিপদ।

Digitized by Google

৩ প্রত্যূষে আমার নিদ্রা করিও ভঞ্জন
দয়া করি দিও মোরে পরমার্থ ধন
তোমার প্রেমেতে মগ্ন কর মোর মন
তোমার প্রতি দেহ আত্মা করিলাম অর্পণ।

১২৬

(সন্ধ্যা কালীন)

দীন থাকিতে বাঞ্ছ তরি যদি পার হবে ভব তুফানে
ও মন ছাড়িয়া ভুবন কবে করিবে গমন ভুল্যা
আছ কেন এমনে।

১ ও মন সন্ধ্যা কাল হইলে ঘেরিবে জঞ্জালে
অন্ধকার হবে নয়নে
আত্ম পরিবার ডাকিবে বারেবার
শুনিতে না পাবে শ্রবণে।

২ ও মন যতক্ষণ জীবন দিন ততক্ষণ
বুঝ্যা দেখ আপন জ্ঞানে
যখন আসিবে মরণ না হবে স্মরণ
দাগা পড়্যা যাবে ভজনে।

৩ থাকিতে২ কবে আচম্বিতে তোরে
ধরিবে আসিয়া মরণে
সমুদ্র সাঁতার অকূল পাঁথার
সাঁতারে যাবে কেমনে।

৪ হায় মন দুরাচার বচন আমার
শুন বলি আইস নির্জ্জনে
যিশু প্রেম জাহাজে চড় তার মাঝে
প্রভু কাণ্ডারী হইবেন আপনে।

৫ কাঙ্গাল দীনহীন ভাবে রাত্রি দিন
কি হবে আমার নিদানে
মনের প্রত্যাশা প্রভু পুরাও আশা
স্থান দিয়া রাখ চরণে।

Digitized by Google

মরণ, পুনরুত্থান ও বিচার দিনের বিষয়।

১২৭

(মৃত্যুর বিষয়)

যিশু ধন্য সর্ব্ব শক্তিমান
তব গুণে মৃত পায় প্রাণ।

১ শত্রুসমূহ আছে অনেক আমি তাহে ভয় নাহি করি
তিলেক জগতে সকলে তব পদতলে তুমি রাখিলে কে
মারে প্রাণ।

২ আমি পাপী দীনহীন অতিশয় প্রভু তুমি মহাজন
মহত আশ্রয় ওহে দয়াময় জীবন সংশয় ক্ষম পাপ
দেহ প্রাণ দান।

৩ মম পাপ ভয় আদি রিপু ছয় প্রভু সকলি তোমাতে
সোঁপিয়া নির্ভয় ওহে কৃপাময় বিচার সময় চরণেতে
মোরে দিও স্থান।

Digitized by Google

১২৮

(মরণ কালীন)

এ সংসার ছাড়িয়া যাইবার কালেতে
কেহ নাহি সঙ্গে আপনার বলিতে।

১ ভাই রে যখন মৃত্যুর ভার ঘটিবে অপার
সাধ্য নাহি কার ঠেলিতে
প্রতিবাসী যত তারা হবে ভাবিত
কিন্তু কেহ না পারিবে রাখিতে।

২ ভাই রে দারা সুতগণ আছে যত জন
করিবে ক্রন্দন শোকেতে
তারা দেখিবে নয়নে মলিন ক্ষণে ২
বান্ধি লইয়া যাইবে বিষম কালেতে।

৩ ভাই রে তেঁই বলি শুন হও সচেতন
ধর য়িশুর চরণ এক্ষণেতে
তবে ভব ভয়ে পার হইবে তোমার
প্রভু আপনি কাণ্ডারী ত্রাণ নৌকাতে।

৪ ভাই রে ঈশ্বরীয় কার্য্য অতি সে আশ্চর্য্য
নরে কি তা পারে বুঝিতে
বলে কাঙ্গাল দুরাচার প্রভুর মহিমা অপার
দেখ কায়া বান্ধা আছে মায়া দড়িতে।

Digitized by Google

১২৯

(ধার্ম্মিকের মরণ)

১ যে ধার্ম্মিকেরা মৃত হয়
তদ্বিষয় স্বর্গের রব
যে যেমন রূপে শুনা যায়
হে শ্রবণ কর সব।

২ তাহাদের নামের আমোদ যে
সে কেমন অনুপম
তাহারা শুয়ে কবরে
ও ভুলিয়াছে শ্রম।

৩ যিশুতে আশ্রিত মরিলে
আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়
তাহারা এখন ঘুমাইলে
অত্যন্ত বিশ্রাম পায়।

৪ দুঃখ শোক ও বেদনা ছাড়িয়া
পাপহইতে মুক্ত হয়
পরীক্ষায় আর না পড়িয়া
আর আপদ তাদের নয়।

৫ যেখানে শ্রম ও বিরোধ হয়
এমন যে পৃথিবী
তা ছাড়িয়া প্রভুর সঙ্গে রয়
পরমানন্দেতে।

Digitized by Google

১৩০

(মৃত্যু ও স্বর্গ গমন)

যিশু তুমি কৃপাবান
কৃপা কর মোকে শেষেতে।

১ আমি মহাপাপী যখন বড় তাপী
মরণ কালের নিকট হইব
ঘুচাও দেহের ব্যথা লইয়া আমার আত্মা
সুখে বিদায় কর প্রভু হে।

২ দূতে মোকে বহিয়া স্বর্গ স্থানে যাইয়া
যেন রাখে তব সাক্ষাতে
তখন দয়া করি নাহি কর দূরী
তব চরণ আমি ধরিব।

৩ তব প্রিয় চুম্বন দিও অবিলম্বন
মোকে রাখ তব কোলেতে
দেখি স্বর্গ লোক ভুলা যাবে শোক
তব সুখে সুখী রহিয়া।

৪ প্রিয় বন্ধু মিত্র সকলি একত্র
তব নাম হে প্রভু করিব
কার্য্য হৈলে সাধন ছাড়া যাবে রোদন
চক্ষুর জলও তুমি মুছিবা।

Digitized by Google

৫ আর না হবে মৃত্যু সর্ব্ব পূর্ণীকৃত
হৈল প্রভু তব মরণে
ভক্তির সব অপেক্ষ তোমাতে প্রত্যক্ষ
মনের বাঞ্ছা সর্ব্ব পূরা যায়।

৬ ধন্য ২ তুমি নিত্য হৃষ্ট আমি
সর্গলোকের সঙ্গে করিব
হাঁ সে দিবস কখন এমন হবে যখন
শীঘ্র আইসুক আইস প্রভু হে।

১৩১

(পুনরুত্থানের বিষয়)

প্রভু য়িশু মৃত্যুঞ্জয় হইয়া
জয় হবে শরণ লইলে।

১ মৃত্যুযুক্ত দেহ ধূলামাত্র সেহ
ভরসা পাইয়া রবে কবরে
কীটে খাইয়া যাবে নিরাশ নাহি হবে
রেণু মাত্র হারা যাবে না।

২ প্রভু তোমার দৃষ্টি ধরে সর্ব্বসৃষ্টি
সর্ব্বশক্তি তুমি প্রভু হে
তোমার রক্ত ক্রীত যেই স্থানে মৃত
তুমি নিত্য দেখিতেছ হে।

Digitized by Google

৩ যখন দূতের তূরী মহা উচ্চৈঃ স্বরে
তোমার অগ্রগামী বাজাইবে
পুনরুত্থান তবে সর্ব্বলোকের হবে
ভক্তগণের জয় ২ করা যায়।

৪ দেখি গগণ পথে মহাশ্চর্য্য রথে
কোটি ২ দূতে চতুর্ভিত
রাজার মহারাজা য়িশু তাহার প্রজা
সর্ব্বলোক ত্রাসে করিবে।

৫ সাগরে ভূমির মধ্যে যত মৃত্যু বদ্ধ
সর্ব্বদিকে লোকে উঠিবে
রক্তক্রীত সর্ব্ব গায়নে অপূর্ব্ব
গাইবে মৃত্যু কোথা তোমার জয়।

১৩২

(পুনরুত্থানের বিষয়)

ও ভাই শুদ্ধভাবে খ্রীষ্টকে যে কর্য্যাছে আশ্রয়
সে জন অনায়াসে স্বর্গে যাবে মৃত্যুকে কি ভয়।

১ আদর্শ স্বরূপ হইয়া যে রূপ কবরে শুয়্যা
তাহা হইতে য়িশু করিলেন গাত্রোত্থান
তাঁর সত্য ভক্তগণ হইয়া তারা হৃষ্ট মন
কবরেতে সেই ভাবে করয়ে শয়ন।

Digitized by Google

২ তাহাদের বন্ধু লোক কিছুই না করে শোক
শান্তিত থাকয়ে পুনরুত্থানের আশে
জান মহাবিচার দিনে মানুষ আছে যে যেখানে
খ্রীষ্ট রব শুনি তারা উঠিবেক শেষে।

৩ পুণ্যবন্ত জীব যারা অক্ষয় জীবন তারা
পাইবারে কবর হইতে উত্থিত হইবে
দুরাত্মা পাপিষ্ঠ নরে মহাক্লেশ ভোগিবারে
শেষ দিনে সবে পুনরুত্থান পাইবে।

৪ ওহে য়িশু দেহ শক্তি তব পদে মম ভক্তি
থাকে যেন কুপথেতে না করি গমন
পুনরুত্থানের পরে মুক্তিপদ দিও মোরে
ধর্ম্ম দূত সঙ্গে যেন করি হে ভ্রমণ।

১৩৩

(বিচারদিনে নিস্তার পাওয়া।)

পাপ বন্তে ভয় না হইল মনে
ও মন কি হবে বিচার দিনে।

১ শুন২ পাপি মন প্রভুর বিনয় বচন
ছাড় সকল দেবা দেবী যত অকারণ
হে মন তোমায় দিতে অনন্ত ত্রাণ অবতার এই ভুবনে।

২ মন ধর রে বচন যাতে অনন্ত জীবন
না ধরিলে হবে তোমার নরকে গমন
হে মন এখন সময় আছে আইস খ্রীষ্টের সদনে।

Digitized by Google

৩ তুমি হইয়া অচেতন ভ্রমিছ অনুক্ষণ
পরমায়ু তো শেষ মন শুন রে কারণ
হে মন কি বলিয়া উত্তর দিবা মহা ভয়ানক দিনে।

৪ দেখ য়িশু দয়াবান তিনি করুণা নিধান
উদ্ধারিতে তোমারে দিলেন নিজ প্রাণ
হে মন ঈশ্বরে তুষিলেন তিনি হইয়া বলিদানে।

৫ বলে অধীন দুরাচার য়িশুর মরণ কর সার
তবে মন হইবে তোমার নিস্তার
ও মন ভাস্তা দেখ য়িশু বিনা কে আর আছে নিদানে।

১৩৪

(বিচার দিনের উপায়)

কি হবে বিচারের দিনে উপায় আমার
মহাপাপি দুরাচারে কে করিবে নিস্তার।

১ ও মন কে আছে আমার কারে দিব ভার
এমন উপায় দেখি নাকো আর
খ্রীষ্টের মরণে জীবন করিয়াছি সার।

২ ও মন মম তুল্য পাপী জগতে না দেখি
এমন মহাদুরাচার
য়িশু নাম তরণি ভবে ভরসা আমার।

৩ ও মন পাপির কারণ খ্রীষ্টের মরণ
ধর সে চরণ ছাড় নাকো আর
যাঁহার অসীম প্রেম অনন্ত অপার।

Digitized by Google

১৩৫

(মহা বিচার দিন)

১ বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য
তুরী বাজন অতিশয়
হাজার সন্ধ্যাগর্জ্জন মত
সৃষ্টি কম্পবান করায়
পাপি লোকের
মনে হইবে বড় ভয়।

২ মহা বিচারকর্ত্তা দেখ
মানুষরূপে ঈশ্বরময়
যারা তাঁরে আশা করে
তাঁকে করিবে আশয়
ওহে তারক
তখন তুমি আমার হও।

৩ তাঁহার ডাকে মরা জীবে
সিন্ধু মৃত্যু ত্যজিয়া
সৃষ্টি শুদ্ধ কাঁপে ২
তাঁহার দর্শনে পলায়
নির্ভয় পাপী
তখন তোমার হইবে কি

৪ ত্রাস অত্যন্ত ভয় অসংখ্য
ধরিবে তোর কম্পিত মন

Digitized by Google

যখন শুনিবা তার বাক্য
দূর শাপগ্রস্ত এই ক্ষণ
যথায় শয়তান
তথায় তোমার অপমান।

৫ প্রভুর স্বীকার প্রেম ও সেবা
যারা করে ক্ষিতিতে
তিনি করেন ধন্য তোমরা
রাজ্য লও যা আমি দেই
সর্ব্বক্ষণে
ক্ষমা প্রেম জানিবে।

৬ দুঃখে ও বিপক্ষতাতে
ইহাতে আনন্দ ভাব
প্রভুর দিবস আসিতেছে
তখন ক্রন্দন হইবে স্তব
জগৎ দগ্ধে
আমাদের আনন্দ লাভ।

১৩৬

(নরকের দায় বিষয়)

এখন বুঝ্যা দেখিলে না যে তোমার শেষে হবে কি উপায়
তখন আতঙ্কে জ্ঞান হত হবে ঠেকিলে নরকের দায়।

১ ভাই উত্তম অধম বাছিবেন যিশু মহাবিচারেতে
বিশ্বাসিকে তুষ্ট হয়্যা রাখিবেন স্বর্গেতে
শেষে মহাক্রোধেতে ৪ রে ভাই তখন নরক
কুণ্ডে ফেলিয়া দিবেন বান্ধি পাপির হাতে পায়।

Digitized by Google

২ ভাই পাইয়া মানব জনম হেলায় দিন কাটালে
কি বলিয়া উত্তর দিবে য়িশু জিজ্ঞাসিলে
তাহার উপায় করিলে না ৪ রে ভাই তখন ঘোর
যাতনায় পড়্যা কান্দ্যা বলিতে থাকিবে হায় রে হায়।

৩ ভাই ধর্ম্ম পথে শীঘ্র আইস পাপের পথকে ছেড়্যা
নহিলে জ্বলিতে হবে নরকেতে পড়্যা
তাহা সহিবে কেমনে ৪ রে ভাই তখন মর্য়া না
মরিবে কেবল জ্বালায় প্রাণ জ্বল্যা যায়।

৪ ভাই সামান্য অনল নহে নরক ভিতরে
দিবা নিশি দহিবে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি কর্য়া
কভু শান্তি পাবে না ৪ রে ভাই আর অনন্তকাল
জ্বলিবে তবু সে অনল না শীতল হয়।

১৩৭

(বিচার দিনের উপায়)

মহাবিচারের দিনে কম্পিত হবে সর্ব্ব জনে
বিচারকর্ত্তা লইবে আমারে।

১ মহা পাপী এই জনেরে
কে তারিবে বল মোরে
মহা পাপী এই জনেরে।

২ মন রে খ্রীষ্ট নাম অনুপম
সুধা করি কর পান
সেই নিস্তার কারণ।

৩ দক্ষিণা বাতাসে তরি
য়িশু মহা কাণ্ডারী
তবে আর ভয় নাহি তোমারে।

১৩৮

(বিচার দিনের উপায়)

প্রভুর মহাবিচার দিবস হইলে
তখন ভাই হে তোমার হবে কি।

১ ছাড়ি স্বর্গভুবন মেঘে অদ্ভুত গমন
পুনর্ব্বার য়িশু আসিবেন
দূতের মহা রবে মৃত সর্ব্বজীবে
তুমি সিন্ধু হইতে উঠিবে
সর্ব্বলোকের পুনরুত্থান হইলে
বিচার হবে মহা তেজেতে।

২ ভাব আপন মনে হবে কি সে দিনে
রক্ষা তোমার কেমন হবে হে
প্রভু বন্ধু হইয়া মহানন্দ পইয়া
তাঁহার সঙ্গে নিত্য রহিবে
বিচার কর্ত্তা য়িশু বন্ধু হইলে
বিচার দিনে ভয় না রহিবে।

৩ হইলে তাঁহার শত্রু কোথায় পাইবা মিত্র
তারণকর্ত্তা হইতে পারে কে
প্রভুর চতুর্ভিত ধর্ম্ম অনুগত
সর্ব্ব ধর্ম্ম ধর্ম্ম ধর্ম্ম গায়

Digitized by Google

য়িশু খ্রীষ্ট তোমার শত্রু হইলে
তোমার গতি কেমন হবে হে।

৪ এখন কর মিলন ধরি য়িশুর চরণ
ভক্তি রাখ য়িশুর নামেতে
খ্রীষ্ট করুণাময় খণ্ডা যাবে ভয়
তাঁহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে
য়িশু খ্রীষ্ট শরণ এখন লইলে
বিচার দিনে নিস্তার হবে হে।

১৩৯

(স্বর্গের বিষয়)

প্রভুর আশ্রয় শীঘ্র ধর ও হে প্রিয় ভাই
তবে পাবে পরকালে জীবন তাঁহার ঠাঁই।

১ শুন ওহে ভাই কি মিষ্ট কথাই কহিলেন আমাদের প্রভু
তাঁহার বচন কর সত্য জ্ঞান মিথ্যা না হইবে কভু।

২ মম পিতৃ পুরে অতি মনোহরে আছয়ে অনেক ধাম
তোমাদের আমি হস্যাম অগ্রগামী প্রস্তুত করিতে স্থান।

৩ এক্ষণে আমরা আছি দুঃখে ভরা বিপদ সাগর মাঝে
মোদের দুঃখ রাশি সব যাবে ভাসি হেন কাল আসিতেছে।

৪ প্রভুর কাছে যাব স্বর্গসুখ পাব ত্বরীকৃত হবে পাপ
শুদ্ধ মন পাব ঈশ্বরে সেবিব যাবে সব মনস্তাপ।

৫ ঈশ্বর সেখানে আমাদের স্থানে করিবেন সদা বাস
অশ্রু মোছাইয়া অমরত্ব দিয়া শোকাদি করিবেন নাশ।

৬ ওহে জগন্নাথ জীবনের পথ ধরাও মোরে কৃপা করি
এ কালে ত্বৎ প্রেমে পরে নিত্যধামে যেন প্রবেশিতে
পারি।

১৪০

(স্বর্গের বিষয়)

স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে যাইব যখন
তৎকালীন সুখের কথা করহ শ্রবণ।

১ এ ছার সংসার ত্যজ যিশু খ্রীষ্ট পদ ভজ
এড়াইয়া সব কষ্ট স্বর্গ পুরে যাবে
তেজোময় সেই স্থান কেবল ধর্ম্মে নির্ম্মাণ
পবিত্র অক্ষয় তথা যিশু খ্রীষ্টে পাবে।

২ ঈশ্বর যিশু খ্রীষ্ট তাতে আছেন দূতগণ সাতে
ধার্ম্মিকেরা হৃষ্ট মনে করে তথা বাস
নাহি মিথ্যা অধার্ম্মিক ঘাতক দুষ্ট কুকর্ম্মিক
সদানন্দময় স্থান সুখের আবাস।

৩ ধার্ম্মিকেরা তেজোময় মুকুট বিশিষ্ট হয়
ঈশ্বরের মুখ দেখি করে স্তব এই
হে ঈশ্বর দয়ানিধি তবস্থানে নিরবধি
থাকি যেন হৃষ্ট মনে তব গুণ গাই।

Digitized by Google

১৪১

(নরকের বিষয়)

অসার সংসার হ্রদে না ডুবাও মন
মায়া ত্যজ খ্রীষ্ট ভজ পাবে পরিত্রাণ।

১ শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন পাপ না করিও আর
ঘোর দুঃখ পাবে নরকে ডুবিবে তাহাতে নাহিক পার।

২ বাড়িবে সন্তাপ পাবে মনস্তাপ উঠিতে নারিবে আর
বন্ধুহীন স্থানে অশেষ যাতনে শরণ লইবে কার।

৩ ঈশ্বরের দণ্ড বড়ই প্রচণ্ড তাহা কে সহিতে পারে
তাঁর কোপানল হইয়া প্রবল পাপি খণ্ড খণ্ড করে।

৪ অবিশ্বাসী আর মিথ্যাবাদী নর পাপী দুষ্ট কদাচারী
বিগ্রহপূজক মায়াবী ঘাতক মিথ্যাবাদী অভিচারী।

৫ গন্ধক সহিত জ্বলন্ত অগ্নিতে তাহারা চেঁচায় পুড়ি
ক্লেশ ধুম উঠে করে ছট ফটে রোদন দাঁত কড় মড়ি।

৬ এ দুঃখ হইতে আত্মাকে রাখিতে যদি ইচ্ছা কর সবে
খ্রীষ্ট করি সার ভজহ ঈশ্বর পাপ হইতে ফির তবে।

৭ পরিত্রাণ কর্ত্তা যিশু পাপ হর্ত্তা ডাকিছেন ত্রাণ নীতে
প্রেমের নিধান দিলেন নিজ প্রাণ পাপিগণ নিস্তারিতে।

Digitized by Google

অন্য২ বিষয়ের গীত।

১৪২

(মিথ্যা কাল যাওন)

যিশু নাম মহারত্ন থাক তাঁহার পাশে রে
মন রে ভুলিয়া রৈলে কোন রসের আশে রে

১ সতত অসৎ বেশ
মন রে তোমার পুণ্যের নাহিক লেশ
সর্ব্বদা লিপ্তিত হইলে
লোভ কাম আলিসে।

২ বৃথা তোমার কাল গেল
মন রে তুমি খ্রীষ্টের শরণ নাহি লইলে
দিনে ২ এই তনু
মৃত্যুতে গ্রাসে রে।

৩ দারুণ ফাঁদের ঘর
ওরে তুমি না বুঝিলে মূঢ় নর
বিনা অন্তে সাগর তাতে
সকলে ডুবিবে রে।

Digitized by Google

৪ তাতে তরে কোন জন
ও যাহার অচৈতন্য আছে মন
প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট বিনা
পার হবা কিসে রে।

১৪৩

(সৎ পরামর্শ)

য়িশুতে আনন্দ রাখ নিরানন্দ হবে নাক।

১ কেন সতত অস্থির চিন্তামণি চিন্তাকর
সব চিন্তা যাবে দূর নিশ্চিন্ত হইয়া থাক।

২ কভু না হইও বিষাদ য়িশুতে রাখ আহ্লাদ
কাটিবে পাপের ফাঁদ হৃষ্টচিত্তে খ্রীষ্টে ডাক।

৩ কর সদা সাধু সঙ্গ গাও ঈশ্বর প্রসঙ্গ
এরূপে জীবন সাঙ্গ হইলে হইবে স্বর্গ সুখ।

১৪৪

(সত্য খ্রীষ্টীয়ান)

যদি হইতে চাও মন সত্য খ্রীষ্টীয়ান
তবে ভক্তিভাবে সত্যরূপে শুদ্ধে প্রভুর কর ধ্যান।

১ খ্রীষ্টের আজ্ঞা কর পালন নিষ্ঠা কর্য্যা কর ভজন
স্নাত হইলেই খ্রীষ্টীয়ান হয় না কেবল সে জ্ঞান তার
লক্ষণ।

Digitized by Google

২ সতত প্রার্থনা শুন তাহাতে মন হও মগন
আনন্দে প্রফুল্ল হয়্যা কর প্রভুর স্তবের বিধান।

৩ এই রূপে প্রভুর পথে সদা থাক সত্য মতে
তবে মহাসুখ শেষ দিনে য়িশু করিবেন প্রদান।

১৪৫

(ত্রাণ প্রার্থনা।)

১ হে য়িশু মোর পাপ সে অতিবাদ হয়
এ কারণে তাপ মোর হইল এ ভয়
কি করিব আমি না দেখিলাম পথ
হে জগতের স্বামী না ছাড় অনাথ।

২ হায় হবে কি মোর কে করিবে পার
এ অন্ধকার ঘোর না ঘুচিবে আর
হে য়িশু মোর আলো তুমি হে নিশ্চয়
হে পরম দয়ালু দূর কর সংশয়।

৩ মোর জন্মাইও আশ সচেতন হউক মন
মোর তারণ প্রকাশ যে তুমি এক্ষণ
এ দেখাইও প্রভু প্রত্যক্ষ প্রমাণ
না ত্যজিও কভু মোর অকিঞ্চন প্রাণ।

৪ যে কালে মোর শেষ যে হবে নিশ্চয়
সে কালে এক লেশ না রাখিও ভয়
এ করিলে তবে মোর হবে নিস্তার
মোর ভরসা হবে আনন্দ অপার।

Digitized by Google

৫ মোর দশা যে হউক এ থাকিবে আশ
না রহিবে শোক তব চরণের পাশ
এ হইলে মোর প্রাপ্তি না চাহিবে আর
সম্পূর্ণ মোর তৃপ্ত অনন্ত উদ্ধার।

১৪৬

(ত্রাণ প্রার্থনা)

১ হে জগতের স্বামি ত্রাণ করিও নর
এ পাপী যে আমি না করিও দূর
না ত্যজিও আমায় অনাথ আমার প্রাণ
না ছাড়িব তোমায় এ আমার বিধান।

২ নরাধম পাপী দুরাচার দুর্জন
ঘোর তাপেতে তাপী হে কাঙ্গালের ধন
স্বদয়াতে হবে নিতান্ত নিস্তার
ত্রাণকর্ত্তা এ ভবে না দেখিলাম আর।

৩ এই ভব তরঙ্গে মোর জন্মিল ভয়
মোর নৌকা হয় ভঙ্গ কি হবে উপায়
এ তুফান ভয়ঙ্কর নিদারুণ এ ঢেউ
মোর আত্মার শুভঙ্কর হে য়িশু এই হও।

৪ হে য়িশু যার সঙ্গে নিরবধি হও
নিতান্ত সে লঙ্ঘে এ ভবের যে ঢেউ
যে খালেতে তারণ নিতান্ত প্রমাণ
তন্মধ্যেতে লাগান না করিও আন।

৫ এ হইলে আনন্দে মুই ভণিব গীত
যে তুমি মোর বন্ধু তেই করিব প্রীত
প্রেম ফুটিবে মনে ও ফলিবে ফল
সে আমাদের ঘ্রাণে সব পূরিবে স্থল।

১৪৭

(সম্ম আশ্রয়)

অসীম অনন্ত গুণ য়িশু সর্ব্বেশ্বরে ভাবনা।

১ ঈশ্বরের দত্ত গুণ য়িশু খ্রীষ্ট ঐ দেখ না
য়িশু ধন্য সচৈতন্য সদা করি প্রার্থনা।

২ পাপের বন্ধন য়িশু শরণ লইলে হবে না
এক বৃক্ষ দুই নাস্তি বিচারিয়া দেখ না।

৩ পাইয়াছ অমূল্য ত্রাণ হেলা করে ছেড়্য না
তীর্থ যাত্রা পরিশ্রম ছবি দেখি ভুল না।

৪ হেতা সেতা বেড়াও বৃথা তাতে কিছু হবে না
আসিয়াছে খ্রীষ্ট ত্রাণ তাঁহা বিনা পাবে না।

Digitized by Google

১৪৮

(ঈশ্বরের ধন্যবাদের গীত)

দয়াময় এমন ঈশ্বরের না ভুলিও ওরে মন
পাইতে তাহার কৃপা নিত্য২ করহ যতন।

১ ওহে ঈশ্বর দয়ানিধি আমার উপর
যে সব করুণা তুমি কর্য্যাছ বিস্তার
দেখিয়া আশ্চর্য্য জ্ঞানে ধন্যবাদে প্রেমে
ডুবিয়া যাইছে মম তনু মনঃ প্রাণে।

২ কোথা হইতে আইসে দয়া কেবা তাহা করে
না জানিয়েও বাল্য কালে বিপদ সাগরে
পড়্যে খাবি খাই তাহে করিয়া উদ্ধার
পালন কর্য্যাছ মোরে কৃপা পারাবার।

৩ যৌবন মদেতে যখন মত্ত হইয়া আমি
হইয়া ছিলাম অতিবেগে দুষ্টপথ গামী
আমাকে পড়িতে তাহে না দিয়া তখন
এ কাল পর্য্যন্ত তুমি করেছ রক্ষণ।

৪ নানা পীড়া হইতে সুস্থ কৈলা বার২
জন্মিয়াছে অতি দুঃখে প্রবোধ আমার
হত জ্ঞান পাপে মগ্ন যখন ছিলাম আমি
উদ্ধারিতে প্রিয় পুত্র দিলা প্রভো তমি।

Digitized by Google

৫ থাকিবে আমার প্রাণ এ দেহে যাবৎ
তব ধন্যবাদ আমি করিব তাবৎ
মরিয়া স্বর্গেতে গেলে স্বর্গদূত সঙ্গে
সদাকাল তব স্তুতি করিব হে রঙ্গে।

৬ কিন্তু হে পরমেশ্বর দয়া প্রেম ক্ষমা
যে আছে তোমাতে তাহার নাহি হয় সীমা
এ হেতু অনন্তকাল করি যদি স্তুতি
কিঞ্চিৎ প্রকাশে হে তবু না হয় শকতি।

১৪৯

(মৃত্যু বিষয়)

যিশু ধন্য সর্ব্ব শক্তিমান তব গুণে মৃত পায় প্রাণ।

১ শত্রুসমূহ আছে অনেক
আমি তাহে ভয় নাহি করি তিলেক
জগতে সকলে তব পদতলে
তুমি রাখিলে কে মারে প্রাণ।

২ আমি নরাধম ডাকি হে তোমায়
ওহে দয়া করি মোরে হওতো সদয়
ওহে দয়াময় ঈশ্বরতনয়
পাপির কারণ দিলেন প্রাণ।

৩ আমি পাপী দীনহীন অতিশয়
প্রভু তুমি মহাজন মহত আশ্রয়

Digitized by Google

ওহে দয়াময় জীবন সংশয়
ক্ষম পাপ দেহ প্রাণদান।

৪ মম পাপ ভয় আদি রিপু ছয়
প্রভু সকলি তোমাতে সুপিয়া নির্ভয়
ওহে কৃপাময় বিচার সময়
চরনেতে মোরে দিও স্থান।

১৫০

(পাতকি তারণ)

তুমি নরের জীবনের গতি হে
জগতের পতি য়িশু তুমি।

১ ছাড়িয়া স্বর্গের ভুবন পৃথিবীতে আগমন
ধরিয়ে নরের তনু ভোগিলা দুর্গতি হে।

২ সত্যের আলো শীঘ্র ঢাল সব হৃদয় হউক ভাল
দয়া সত্য প্রেম দিয়ে ফিরাও সভার মতি হে।

৩ তুমি হে সভার রাজা সবে করুক তোমার পূজা
অতি কৃতাঞ্জলি হইয়া করুক মিনতি হে।

৪ মিথ্যা আশ্রয় আছে যত শীঘ্র কর দূরীকৃত
জগৎ হউক তোমাতে গত করুক তোমার স্তুতি হে।

১৫১

(ঈশ্বরত্ব জ্ঞান)

ওরে মন তুমি কি ভরসায় ভুলিয়াছ ছার জগতে
মত্ত হইয়া বিষয় মদেতে।

১ য়িশু গুণ গান ঈশ্বরত্ব জ্ঞান
কভু নাহি তোমরা হৃদেতে
ও ভাই আসিয়া সংসারে কিছু হইল নারে
হারা হইলা মিছে মায়াতে।

২ ও মন আপ্তপরিবার যত দেখ আর
কেহ যাবে না তোর সঙ্গেতে
দেখ ভব নদী ভরা কোথা নাহি তড়া
পার হইয়া যাবে কি মতে।

৩ ও মন য়িশু প্রেমনিধি তাঁরে ডাক নিরবধি
ত্রাণ পাইতে পার যেমতে
কহে কাঙ্গাল দীন হীনে
য়িশুর চরণে ধ্যান কর রাত্রি দিনেতে।

Digitized by Google

১৫২

(মনের প্রতি আক্ষেপ)

মন তোরে কি বলিব আর
আশু সুখে মত্ত হইয়া মোরে ঘটাইলে যন্ত্রণার ভার।

১ ঈশ্বরের মহা আজ্ঞা তুমি লঙ্ঘিয়াছ বারেবার
তোমার ভয়ে কিছু দেখ হইল না ওরে দুষ্ট পাপি দুরাচার।

২ কালের ফাঁসে যখন বান্ধিবে কন্তে তুমি তখন দোহাই দিবা কার
ভব নদী ভয়ঙ্কর কেমন করে হবে পার।

৩ ভব মাঝে যত আছে তোমার আশু বন্ধু পরিবার
বুঝে দেখ সকল মিছে নিদান কালে কেবা কার।

৪ উপায় আছেন খ্রীষ্ট যিশু যদি মরণে বিশ্বাস কর তাঁর
তিনি পাপি লোকের পাপের ভার আপনি করেছেন অঙ্গীকার।

৫ পাপী কাঙ্গাল দীন হীন বলে মন তুমি যিশুর চরণ কর সার
ভক্তি গুণে মুক্তি পাবে বিশ্বাস থাকিবে যার।

Digitized by Google

১৫৩

(খেদোক্তি)

যিশু অন্তকালে লজ না আমায়
বিপাকে না ঠেকি যেন নরকের দায়

১ হায় জগদ্বাসী সর্ব্ব নরে যদ্যপি মোরে
তুচ্ছ জ্ঞান অপমান সতত করে
তাহাতে না হবে ক্ষতি জেনেছি নিশ্চয়।

২ হায় সকল জগতে যদ্যপিস্যাৎ আমার লাভ হয়
তাহাতে আমার কোন উপকার নয়
মৃত্যু পরে নরক ঘোরে আত্মা যদি যায়।

৩ হায় সকল ছাড়ে যিশু তোমার লয়েছি শরণ
ভরসা কেবল আমার তোমার মরণ
বিষম সঙ্কটে তুমি হও আমার সহায়।

৪ হায় আমি অতি মূঢ়মতি দুষ্ট দুরাচার
যিশু তুমি পরাৎপর তারিতে তৎপর
তব নামে পরিণামে মোক্ষ ধামে যায়।

৫ হায় নিজ গুণে এ অবাধ্য দাসে
দৃঢ় করি বদ্ধ কর প্রেমরূপ ফাঁসে
প্রাণ মোর যেন বাঁচে নিবেদি তোমায়।

Digitized by Google

১৫৪

(ঈশ্বরের ধন্যবাদের গীত)

১ পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মাতে ভিন্ন কভু নয়
তিনেই এক একেই তিন ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়
পাপিত্রাণ হেতু কেবল রূপের কল্পন
ফলত জানিহ এক হউক আমেন।

১৫৫

২ পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মার গৌরব যেমন
বাড়িয়াছে বাড়িতেছে থাকুক তেমন
স্বর্গভূমণ্ডলে তাঁরা মান্যতম হন
জানিয়া সকলে ভাই করহ সম্মান।

১৫৬

৩ একত্ব বিশিষ্ট তিনে আমাদের ঈশ্বর
তাঁহার গৌরব মান বাড়ুক নিরন্তর।

১৫৭

৪ পিতা ঈশ্বর আর পুত্র ধর্ম্মাত্মার গুরুতা
ক্রমেং ভূমণ্ডলে হউক বর্দ্ধিতা
সংসারের কর্ত্তা তিনি শক্তি মুক্তি দাতা
তাঁর অধীন সর্ব্বলোক তিনি জগত্রাতা।

Digitized by Google

গীতের প্রথম চরণের নির্ঘণ্ট।

	গীত
অগাধ সমুদ্রে পড়ি ভাষিতেছি তুফানে . .	৪২
অপরাধি জনে কৃপা কর গুণাকর . .	৭৫
অসার সংসার ক্রন্দে না ডরাও মন . .	১৪১
অসীম অনন্ত গুণ যিশু সর্বেশ্বরে ভাবনা . .	১৪৭
আমার ঈশ্বর প্রবোধকারী গো . .	৮
আমার পাপের কে করিবে মার্জনা . .	৬৫
আমার মন ২ কর খ্রীষ্টের ক্রুশ ভাবনা . .	৪৫
আমার মন ২ কর পরামনন . .	৬২
আমার মন ২ লও অনন্ত জীবন . .	৬৮
আমার মন কি ভাবিছ বল যিনি আমার পাপের	৯৯
আমি কার কাছে দাঁড়াই . .	৩৩
আমি পাপী খ্রীষ্টের চরণ যাই ধর্য্যা . .	৪৮
আমি মহাপাপী ত্রাণ কর . .	২৭
আমি মহাপাপের পাপী মহাদুরাচার . .	৭৬
আসিয়াছেন কাঙ্গালের বন্ধু . .	১২
আইস পরস্পর প্রেম কর ভাইরা হে তুমিও না	১১৮
আইস প্রেম করি মোরা সকলে . .	১১৭
আইস ২ সর্বপাপী . .	২২
ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ অমরত্ব বর . .	২
এই ভবের ঘাটে খ্রীষ্ট হইয়াছেন কাণ্ডারি . .	১৭
একত্ব বিশিষ্ট তিনে আমাদের ঈশ্বর . .	১৫৬
এখন বুঝ্যা দেখিলে না যে তোমার শেষে হবে কি	১৩৬

Digitized by Google

	গীত
এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে	১৯
এ সংসার ছাড়িয়া যাইবার কালেতে	১২৮
ও কি হবে হে য়িশু নরক ঘোরে নিস্তার	৩০
ও ভাই আইস সকলে মোরা য়িশু গুণ গাই	১১০
ও ভাই চরাচর কর্ত্তা যিনি ভজ তাঁহারে	১
ও ভাই দুঃখ না সহিলে কেহ সুখ নাহি পায়	৫৯
ও ভাই শুদ্ধভাবে খ্রীষ্টকে যে করিয়াছে আশ্রয়	১৩২
ও মন মিছা মায়ায় ভুলিয়াছ কি কারণ	৬৭
ও মন যাবে দুঃখ রহিবে না ভাবনা তোমার কি	৩৬
ও মন স্থির ও না হইও অস্থির	৭১
ও রে দুরাচার মন কেন ভাব আর	৯
ও রে মন দুরাচার দুষ্টভাব ত্যজ	৯৩
ও রে মন তুমি কি ভরসায় ভুলিয়াছ ছার জগতে	১৫১
ও হে ঈশ্বর কৃপা করি কর মোরে পার	৬৪
ও হে ঈশ্বর তব গুণ অচিন্ত্য অপার	৩
ও হে কর্ণধার ঢেউ উঠে ভয়ঙ্কর	১৬
ও হে খ্রীষ্ট গুণশ্রেষ্ঠ করুণাসাগর	১২৫
ও হে প্রভু এই আমার প্রার্থনা তোমায়	১২৪
ও হে প্রভু এই আমার রাখ মিনতি	১২২
ও হে প্রভু তুমি আমার মনকে জাগাও	৯২
ও হে প্রভো জানাও মোর ধর্ম্মাত্মা গুণ	৮২
ও হে প্রভো প্রেমদান কর কৃপা করি	৯১
ও হে প্রভো মম ইচ্ছা দূরেতে যাউক	৮৮
ও হে বন্ধো দয়াময় য়িশু খ্রীষ্টে করহ প্রত্যয়	১০৯
ও হে ভাই প্রভুপদে কর রতি মতি	৮০
ও হে য়িশু অপার মহিমা তোমায় কে জানে	৫৪

Digitized by Google

	গীত
ও হে য়িশু কৃপাময় গুণের নিধান . .	৫০
ও হে য়িশু ক্ষমাবান . .	৫৬
ও হে য়িশু দীনহীনের কেহ নাই আর . .	৮১
ও হে য়িশু নিজ গুণে মোরে কর পার . .	৪১
কর প্রেম এক জন অন্য এক জনে . .	১১৬
করুক ঈশ্বরের স্তব পৃথিবীস্থ নর . .	১০
কি দয়া প্রকাশিলে . .	২৪
কি দেখ ২ মন এইতো মিছা সংসার . .	৭৩
কিবা দয়াময় ধন্য ২ ধর্ম্ম পিতা ব্রহ্ম নিরঞ্জন . .	৬
কি রূপে এড়াব নরক যন্ত্রণা . .	৪৬
কি সুখে ভুলিয়া আছ ভুবন মাঝে . .	৭০
কি হবে বিচারের দিনে উপায় আমার . .	১৩৪
কে আর তারিতে পারে . .	৩৪
কেন ত্রস্ত হও তুমি প্রাণ রে আমার . .	৭৯
কেন মন তুমি স্মর না . .	২১
কেবল প্রেমেতে য়িশু তরাইলেন পাতকী . .	৫৭
খ্রীষ্টে প্রেম রাখ মনেতে . .	২০
গাইব য়িশু ঈশ্বরের গুণ . .	৩৮
গেল রে ২ বহিয়া দিন . .	৯৬
চল ভাই সকলে যাই য়িশুর নিকটে . .	১০৪
চল ভাই সবে মেলি ভজি গিয়া তাঁকে . .	৭৪
চল যাই মোরা য়িশুর কাছে . .	৩১
চেতন হও ও মন দুরাচার . .	৯৭

Digitized by Google

	গীত
জগতে কিছু নাহি আর . .	৬৯
জাগ্রত হও আমার মন রে . .	৮৭
তুমি নরের জীবনের গতি হে . .	১৫০
তোমরা দুজন বর কন্যাতে . .	১২০
তোমরা যাচ্ঞা কর তবে দেওয়া যাবে . .	৮৬
তোমরা সভাই চল তাঁর কাছে . .	১৩
তোমা বিনা আমি কিছু নাহি চাহি আর . .	৮৯
দয়া কর আমার উপর . .	৩২
দয়াময় এমন ঈশ্বরে না ভুলিও ওরে মন . .	১৪৮
দয়াময় ঈশ্বরের করহ ভজনা . .	৮৪
দিন থাকিতে বান্ধ তরি যদি পার হবে ভব তুফানে	১২৬
দীনহীন করিতে পরিত্রাণ . .	৪৩
দেখ ভাই কি দয়া প্রভু প্রকাশিলেন . .	৬১
দেখ ভাই কি দুঃখ ভোগিলেন প্রভু জীব নিস্তারিতে	৬০
দৃষ্টি কর ওহে প্রভো এই দুয়ের প্রতি . .	১২১
ধন্য প্রভু য়িশু ধন্য তব সম নাহি অন্য . .	৫৫
নিজ রাজ্য বাড়াও হে কৃপাময় . .	১১১
পাপ বলে ভয় না হইল মনে . .	১৩৩
পরিত্রাণ খ্রীষ্টের মরণে . .	২৯
পাপির কারণ দয়াল য়িশু . .	৩৭
পিতা ঈশ্বর আর পুত্র ধর্ম্মাত্মা গুরুতা . .	১৫৭
পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মাতে ভিন্ন কভু নয় . .	১৫৪

Digitized by Google

	গীত
পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মার গৌরব যেমন . .	১৫৫
প্রভাত হইলে আমার মন . .	১২৩
প্রভুর আশ্রয় শীঘ্র ধর ওহে প্রিয় ভাই . .	১৩৯
প্রভুর বিশ্রাম দিন কর্য্য পালন . .	১০৫
প্রভুর মহাবিচার দিবস হইলে . .	১৩৮
প্রভু তোমার রাজ্যের আগমন হউক . .	১১২
প্রভু প্রতি আমি প্রেম করি কি না করি . .	৯৪
প্রভু য়িশু কর দয়া . .	২৮
প্রভু য়িশু মৃত্যুঞ্জয় হইয়া . .	১৩১
প্রভু হে মায়া জালে বদ্ধ রাখ কেন . .	৬৩
প্রভু হে এই আমার শুন নিবেদন . .	১০৬
বিশ্বাসী হইয়া যদি খ্রীষ্টের কাছে যাই . .	৯৫
বিচার দিনে মহাশ্চর্য্য . .	১৩৫
বিশ্বব্যাপি ঈশ্বরকে কে পারে চিনিতে . .	৫
বিশ্বাস না কর কেন ওরে ভোলা মন . .	৫২
ভগ্নচিত্তে যখন খ্রীষ্টের নিকটে যাইব . .	৯০
ভব সিন্ধুর মাঝে পার হবা কোন জাহাজে . .	৪৪
ভাই ভবের ঘাটে খ্রীষ্ট য়িশু হইয়াছেন কাণ্ডারি	১৭
মন ঈশ্বরের অনুগ্রহ মান বারবার . .	৭
মন কর রে য়িশু পদ ভাবনা . .	১০১
মন কেন রে শরণ লও না তাঁর . .	৫৩
মন তোরে কি বলিব আর . .	১৫২
মন শুন২ মন ওরে আমার মন . .	১৫
মহা বিচারের দিনে কম্পিত হবে সর্ব্ব জনে . .	১৩৭

Digitized by Google

	গীত
যদি যাইতে পারি য়িশুর রাজ্যে তবে প্রাণ বাঁচে . .	৭৭
যদি হইতে চাও মন সত্য খ্রীষ্টীয়ান . .	১৪৪
যা তোমার অঙ্গীকার . .	১১৪
যারা য়িশুর রাজ্যে মহাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে . .	৭২
যে জন আপন প্রাণ দিয়া পাপী উদ্ধারে . .	৩৫
যে ধার্ম্মিকেরা হত হয় . .	১২৯
য়িশু অন্তকালে ত্যজ না আমায় . .	১৫৩
য়িশু আছেন মোদের রাখাল . .	১০৩
য়িশু কিবা প্রেম প্রকাশিলেন পাপি তাপি নরে	২৫
য়িশু কি হবে আমার . .	৯৮
য়িশু আপন রাজ্য জগতে বাড়াও . .	১১৬
য়িশু কর হে মোরে সান্ত্বনা . .	৪০
য়িশু খ্রীষ্টের চরণ ধর মন . .	৪৭
য়িশু খ্রীষ্টের প্রেমে প্রেম কর . .	২৬
য়িশু খ্রীষ্টের শাবত দিবস পালিয়া . .	১০৭
য়িশু তত্ত্ব গুণগান আইস ভাই সকলে গাই . .	৫১
য়িশু তুমি কৃপাবান . .	১৩০
য়িশু নাম জান্থা কেন ভজিলে না রে . .	৪৯
য়িশু নাম মহাবস্তু থাক তাঁহার পাশে রে . .	১৪২
য়িশু ধন্য সর্ব্ব শক্তিমান তব গুণে মৃত পায় প্রাণ	১৪৯
য়িশু নামে সুবাতাস দিয়াছে দক্ষিণভাগে . .	১৮
য়িশু পতিতের তারণ তাঁহার মরণ কর স্মরণ . .	৫৮
য়িশু বঙ্গ দেশে কর অধিকার . .	১১৫
য়িশু ব্রহ্ম অবতার জগতে আইলেন . .	১১
য়িশু মণ্ডলীতে হও হে অধিষ্টান . .	১০২
য়িশু মোরে নরক পথে যাইতে দিও না . .	৩৯

Digitized by Google

		গীত
য়িশু হে শরণ রাখি তব চরণে	..	১০৮
য়িশুতে আনন্দ রাখ নিরানন্দ হবে নাক	..	১৪৩
য়িশুর নামেতে	..	২৩
য়িশুর প্রেমের তুলনা দিব কিসে	..	১৪
শুন ভাই জায়াপতি ভিন্নভাব করো না	..	১১৯
সাংসারিক সুখ দূর কর ওহে ভাই	..	৮১
স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে যাইব যখন	..	১৪০
সেই যে জানহ সত্য বিশ্বাসের সার	..	৮৩
হায় মোরে কে তারিবে ভব ঘোরে	..	১০০
হায় কেন মন ভুল্যা রইলে পাপের বশে	..	৬৬
হে ঈশ্বর দয়া করি দেহ পরিত্রাণ	..	৭৮
হে জগতের স্বামী ত্রাণ করিও নর	..	১৪৬
হেদে হে ঈশ্বর তব অসংখ্য মহিমা	..	৪
হে য়িশু মোর পাপ সে অতিবাদ হয়	..	১৪৫
হে য়িশু দীনহীনের কেহ নাই আর	..	৮৫

Digitized by Google

গীত বিষয়ক নির্ঘণ্ট।

	গীত
অন্তঃকরণের নম্রতা পাওন	১০
ঈশ্বর অনন্ত অনাদি, মনুষ্য অনিত্য	৩
ঈশ্বর আমাদের পালক	১
ঈশ্বর আছেন সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বব্যাপী	৪
ঈশ্বর আছেন সর্ব্বশক্তিমান ও প্রেমময়	৫
ঈশ্বরকে ভার সমর্পণ	৮৮
ঈশ্বরত্ব জ্ঞান	১৫১
ঈশ্বরের কৃপাতে ভরসা করণ	৭৫
ঈশ্বরের ক্রোধহইতে পলায়নোপদেশ	৭৭
ঈশ্বরের গুণ	১, ২
ঈশ্বরের দয়া	৬৭
ঈশ্বরের ধন্যবাদের গীত	১৪৮, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
ঈশ্বরের পোষ্য পুত্র হওনের বিষয়	৮০
ঈশ্বরের প্রতি মনকে উৎসর্গ করণ	৮৯
ঈশ্বরের প্রেম	৮
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম	৯১
ঈশ্বরের স্তব	১০
ঐহিক সুখ পরিত্যাগ	৮১
কেবল খ্রীষ্ট বিশ্বাসদ্বারা পরিত্রাণ	৮২
খ্রীষ্ট পরিত্রাণ করিতে সাধ্যবান	৫২
খ্রীষ্ট দয়াময় কাণ্ডারি	১৬, ১৭
খ্রীষ্ট পাপি লোকদের সত্য আশ্রয়	২০, ২৮
খ্রীষ্ট বিনা সকলি অনিত্য	৫৬

Digitized by Google

	গীত
খ্রীষ্ট মণ্ডলীর রাখাল	১০৩
খ্রীষ্টের অবতার	৩৪
খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেম	১৩, ১৪, ১৯
খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য ক্রিয়া আর প্রেম	২৫
খ্রীষ্টের ক্রুশ যন্ত্রণা	৪৫
খ্রীষ্টের গুণেতে প্রবোধ	৩৬
খ্রীষ্টের চরণ ধরণ	৪৭, ৪৮
খ্রীষ্টের ধ্যান	২১
খ্রীষ্টের দুঃখ ভোগ	৬০
খ্রীষ্টের নামের গুণ	৪৯
খ্রীষ্টের প্রতি প্রার্থনা	৩২, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪৩
খ্রীষ্টের প্রতি ভরসা	৩৩
খ্রীষ্টের প্রেম	২৩, ২৪
খ্রীষ্টের পথ ত্যাগির প্রার্থনা	৮৫
খ্রীষ্টের প্রেমে মগ্ন হওন	১৫
খ্রীষ্টের প্রেমেতে আহ্লাদিত হওন	৭৬
খ্রীষ্টের প্রেমেতে বাস করণ	২৬
খ্রীষ্টের বিবরণ	৩৭
খ্রীষ্টের মরণের বিষয়	৬১
খ্রীষ্টের মরণেতে পাপিদের জীবন	৫৭, ৫৮
খ্রীষ্টের রাজ্য শাসন	১১৫
খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধি	১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪
খ্রীষ্টের সাধন	৪৬
খ্রীষ্টেতে মনের ধারণ	৩৫
খ্রীষ্টীয়ান মণ্ডলী	১০৪

Digitized by Google

	গীত
খেদোক্তি . .	১৫৩
তুমি কি আমাকে প্রেম কর . .	৯৪
ত্রাণ পাইবার উপায় . .	২২
ত্রাণ প্রার্থনা . .	১৪৫, ১৪৬
ধর্ম্মাত্মার প্রতি প্রার্থনা . .	৯৩
ধার্ম্মিকের মরণ . .	১২৯
নরককূপ হইতে পরিত্রাণ . .	৯৪
নরকের দায় বিষয় . .	১৩৬
নরকের বিষয় . .	১৪১
নূতন স্বভাব পাওনের আবশ্যকতা . .	৬৮
পরমেশ্বরের গুণ . .	১
পরস্পর প্রেম করণ	১১৬, ১১৭, ১১৮
পরামননের বিষয় . .	৬২
পরিত্রাণের জাহাজে গমন . .	১৯
পরিত্রাণের পথে যাত্রোপদেশ . .	৭২
পরিত্রাণের বিষয় . .	২৯
পরিশ্রান্তদের প্রতি নিমন্ত্রণ . .	৭৪
পাতকি তারণ . .	১৫০
পাপ প্রযুক্ত খেদ . .	৬৫, ৬৬
পাপ মোচনের প্রার্থনা . .	৪২
পাপ স্বীকার . .	৬৩, ৬৪
পারমার্থিক বিষয়ে আলস্য প্রযুক্ত খেদ	৯২
পুনরুত্থানের বিষয় . .	১৩১, ১৩২

Digitized by Google

	গীত
প্রভাতি স্তব .	১২৩
প্রভু ত্যজিও না . .	২৭
প্রভু যিশুর স্তবের গীত . .	৫৫
প্রভুর দিনের জন্যে গীত . .	১০৫, ১০৬, ১০৭
প্রভুর ভোজন . .	১০৮, ১০৯
প্রভুর ভোজন স্থাপন . .	১১০
প্রাতঃকালীন . .	১২২
প্রার্থনা করার বিষয় . .	৮৬
বিচার দিনে নিস্তার পাওয়া . .	১৩৩
বিচার দিনের উপায় . .	১৩৪, ১৩৭, ১৩৮
বিবাহের বিষয় . .	১১৯, ১২০, ১২১
বিশ্বাসির বিজয় . .	৯৫
ভব সিন্ধুর পার যাওন . .	৪৪
মণ্ডলীর কারণ গীত . .	১০২
মনঃস্থির করণ . .	৭১
মনের চেতনা . .	১৬, ১৭, ১৮
মনের পবিত্রতা হওনের আকুঞ্চন	৭৮
মনের ভরসা . .	১০০
মনের ভাবনা . .	১৯, ১০১
মনের প্রতি আক্ষেপ . .	১৫২
মরণ কালীন . .	১২৮
মহাবিচার দিন . .	১৩৫
মায়াময় সংসারহইতে খ্রীষ্টের নিকট যাত্রোপদেশ	৭৩

Digitized by Google

	গীত
মিথ্যা কাল যাওন . .	১৪২
মৃত্যু ও স্বর্গ গমন . .	১৩০
মৃত্যুর বিষয় . .	১২৭, ১৪৯
য়িশু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা . .	৩০, ৩১
য়িশু কাঙ্গালের বন্ধু . .	১২
য়িশুর অতুল্য প্রেম . .	১৪
য়িশুর গুণ গান . .	৩৮, ৫৩, ৫৪
য়িশুর চরণ ধারণ . .	৪৭
য়িশুর প্রেমের গুণ . .	৫১
য়িশুর মহিমা প্রকাশ . .	১১
রবিবারের জন্যে গীত . .	১০৫, ১০৬, ১০৭
সাংসারিক বিষয় বিফল . .	৭০
সংসারের অবস্তুতা . .	৬১
সংসারের মিথ্যাত্ব ও বিশ্বাসের ফল	৬৭
সত্য আশ্রয় . .	৫০, ৫১, ১৪৭
সত্য খ্রীষ্টীয়ান . .	১৪৪
সত্য মিথ্যা বিশ্বাসের চিহ্ন . .	৮৩
সৎ পরামর্শ . .	১৪৩
সন্দিগ্ধ মনকে আক্ষেপ করণ . .	৭১
সন্ধ্যাকালীন . .	১২৬
সায়ংকালীন . .	১২৪, ১২৫
স্বর্গের বিষয় . .	১৩১, ১৪০
স্বচৈতন্য . .	৮৭

Digitized by Google

A

MANUAL OF PRAYERS,

FOR THE USE OF

NATIVE CHRISTIANS.

খ্রীষ্টের ধর্ম্মাশ্রিত লোকদিগের কর্ত্তব্য

প্রার্থনাসমূহ।

Calcutta:

PRINTED FOR THE CHRISTIAN TRACT AND BOOK SOCIETY, AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

1830.

Digitized by Google

Digitized by Google

MANUAL OF PRAYERS.

প্রার্থনা।

সুমতির নিমিত্তে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি শুচি নির্ম্মল শুদ্ধসত্ব নিষ্পাপ, আর ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, যে আমাদিগের যিনি আদি পিতা, তাঁহার স্বভাব তোমার মত ছিল; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমার কি জগতের অন্যান্য লোকের তাবতেরই পাপ স্বভাব হইয়া উঠিয়াছে; তাহাতে সকলেরি একেবারে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হইয়া তাহাদের মন ঘোর মায়ান্ধকারে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অতএব যাহার মন অশুচি থাকে, সে ব্যক্তি তোমার সেবা করা দূরে থাকুক, তোমার কাছে যাইতে পারে না। এখন হে পরমেশ্বর, এই মলিন অন্তঃকরণ পরিষ্কার করা সে আমাহইতে কি অন্য কোন মনুষ্যহইতে কি কোন ক্রিয়াহইতে কখন সম্ভব হয় না; কেবল নির্ম্মল যে তুমি, তোমাহইতেই হইতে পারে, যে হেতুক তোমার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। আর তুমিও এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি তোমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিয়া তাহার অন্তঃকরণ পরিষ্কার করিবা; অতএব হে দয়াময় প্রভো, ধর্ম্মাত্মা-দ্বারা আমার তাবৎ কুমতি ঘুচাইয়া সুমতি প্রদান কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

ঈশ্বরারাধনা করণের ক্ষমতাজন্য প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি, অনন্ত, নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, পরমাত্মা; আর তুমি বলিয়াছ যে তোমার পূজা ও সেবা করিতে গেলে আত্মাতে ও সত্যতাতে করিতে হয়। কিন্তু হে প্রভো, এমন রূপে আরাধনা করা সে তোমার অনুগ্রহ ব্যতিরেক কদাচ আমাদের সাধ্য নহে; অতএব হে ঈশ্বর, কৃপাপূর্ব্বক তোমার ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিয়া যাহাতে তোমার আরাধনা করিতে পারি এমন ক্ষমতা দেও। খ্রীষ্টের নামে তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

পাপস্বীকার পূর্ব্বক বিশ্বাস পাইবার প্রার্থনা।

ও হে পরমেশ্বর, তুমি হইয়াছ যথার্থ নির্ম্মল, এবং তোমার বিধি ব্যবস্থাও তাদৃশ; আর ধর্ম্মপুস্তকে এই কথা লিখিত আছে, যে যদি কেহ তোমার তাবৎ বিধি ব্যবস্থাদি নিশ্ছিদ্ররূপে পালন না করে, তবে সে ব্যক্তি নিশ্চয় নরকে মগ্ন হইবে। এখন হে ঈশ্বর, আমরা দেখিতেছি, যে তোমার আজ্ঞা সকল কিছুমাত্র পালন না করিয়া কেবল লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছি; অতএব আমরা যে তোমাহইতে পতিত ও নিতান্ত নরকযোগ্য তাহা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু হে দয়াময় প্রভো, ঐ শাস্ত্রেতে এমনও লিখিত আছে, যে তোমার প্রিয়পুত্র প্রভুযিশুখ্রীষ্ট

Digitized by Google

পাপি লোকদিগের পরিত্রাণের নিমিত্তে এই জগতে আইলেন। আর যদি কেহ পাপ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, তবে সে ব্যক্তি নরকেতে না গিয়া অনন্ত স্বর্গের এক জন প্রতিবাসী হইবে। এখন হে প্রভো, পাপ পরিত্যাগ করা আর প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের উপরে যে নিতান্ত বিশ্বাস করা, তাহা আমাদেরহইতে কোন প্রকারে হয় না; অতএব হে ঈশ্বর, তোমার ধর্ম্মাত্মাদ্বারা যাহাতে খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করিতে পারি, এমন ক্ষমতা প্রদান কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে বর যাচ্ঞা করি।

লোকসাধারণের মঙ্গলার্থে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি এই জগতের সৃষ্টি ও শাসন পালনকর্ত্তা হইয়াছ, আর ধর্ম্মপুস্তকে এমন লিখিত আছে, যে সৃষ্টিকালে ঈশ্বর আপন কৃত কর্ম্মের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে সকলি উত্তম হইয়াছে, তাহার মধ্যে মন্দ কিছুই নাই। কিন্তু হে পরমেশ্বর, এই ক্ষণে দেখা যাইতেছে যে জগতের তাবৎ মনুষ্যেরাই পাপেতে পতিত হইয়া অশেষ বিশেষ দুঃখেতে জড়ীভূত হইয়া আছে। আর তাহারা ভ্রান্ত মেষের ন্যায় পালরক্ষক যে তুমি তোমাকে ও তোমার সৎপথকে পরিত্যাগ করিয়া আপন২ অসংখ্য কুপথেতে ভ্রমণ করিতে২ এমন ভ্রমেতে ভ্রান্ত হইয়াছে যে এক সত্য পরমেশ্বর হইয়াছ যে তুমি, তোমার সেবাদি কিছু মাত্র না করিয়া নানা দেব দেবীর সেবাদি করিয়া আসিতেছে। এই রূপে কখন বা প্রতিমা

Digitized by Google

পূজাতে ও কখন বা সাংসারিক সুখেতে রত হইয়া শয়তানের পরামর্শানুসারে চলিতেছে, তোমার কথা শুনিতে কি তোমার সাধু পথ দেখিতে তাহাদের কিছু মাত্র ইচ্ছা নাই; তাহারা কর্ণ থাকিতেও শুনে না, ও চক্ষু থাকিতেও দেখে না, এবং বুদ্ধি থাকিতেও বুঝে না। কিন্তু হে দয়াময় প্রভো, তুমি পাপী ও দীনহীন দুঃখি লোকদিগের পরিত্রাণার্থে এবং শয়তানের রাজ্য চূর্ণ করিবার জন্যে প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে পাঠাইয়া দিয়াছ। হে প্রেমময় সর্ব্বশক্তিমান্ ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট, তুমি এই জগতের লোকদের প্রতি শীঘ্র অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের মায়াময় পাশ ও পাপরূপ শৃঙ্খল সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের জ্ঞান রূপ চক্ষুর উদ্দীপন করাও। যেমন সহস্র কিরণ সূর্য্য রশ্মিতে অন্ধকারের বিনাশ হয়, তেমনি তোমার কথাদ্বারা তাহাদের মনের ঘোরতর পাপান্ধকার দূর করিয়া দীপ্তিতে পরিপূর্ণ কর। তাহাতে জগতে পাপ ও শয়তানের রাজ্য নষ্ট হইয়া তোমার সত্য রাজ্য স্থাপিত হওয়াতে মনুষ্য সকল যেন মুক্তি পদ প্রাপ্ত হয়। এই রূপে তোমার অভিমত ক্রিয়া সিদ্ধ হউক, তাহাতে পিতাতে ও পুত্রেতে ও ধর্ম্মাত্মাতে এক পরমেশ্বরেতে আমরা গৌরব ও স্তব ও প্রশংসা সদা সর্ব্বক্ষণ করিব।

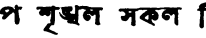

সাধারণ প্রার্থনা।

হে দয়াময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, এই সকল সৃষ্টির প্রতি দিনেং তোমার দয়া প্রকাশ হইতেছে। জীব সকল কেবল তোমার সেই কৃপা আশ্রয় করিয়া জীবন

Digitized by Google

ধারণ করিতেছে, যে হেতুক তুমি তাহাদের অন্নদাতা হইয়া যাহাতে সকলে একটী ২ রুটী পাইতে পারে এমন উপায় করিয়া শস্য জন্মাইবার কারণ সময়ক্রমে ক্ষেত্রেতে সুবৃষ্টি করিতেছ, এবং নিত্য ২ সূর্য্যের উদয় করিতেছ। কিন্তু ও হে পরমেশ্বর, আমরা কোন প্রকারে তোমার এই সকল অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র হইতে পারি না; কেননা তোমার সেবা না করিয়া কেবল পাপ ও শয়তানের সেবা করিয়া আসিতেছি। গোমেষাদি পশুবর্গ বশীভূত হইয়া আপন ২ কর্ত্তাকে চিনে, ও তাহার সেবা করে, কিন্তু প্রশস্ত বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য হইয়াও আমরা তোমাকে চিনিও না ও মান্যও করি না, কেবল কায়মনোবাক্যেতে তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। অতএব আমরা যে দোষী ও অধম তাহা তোমার সাক্ষাতে স্বীকার করিতেছি, আর পাপি লোকদিগের পাপহইতে মুক্ত করণার্থে প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট যে আপন মরণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, কেবল তাহারি উপরে নির্ভর দিয়া আমরা পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আর তোমার কাছে আরো এই একটি বর যাচ্ঞা করিতেছি, যে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন অদ্যাপি পাপকর্ম্মহইতে নিবৃত্ত হইয়া ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক কেবল তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকি। হে পরমেশ্বর, আমাদের অনেক২ প্রবল শত্রু আছে, কিন্তু আমরা নিজে দীনহীন ক্ষীণ অতিদুর্ব্বল, কোন উত্তম কর্ম্ম করিতে কিছুমাত্র শক্তি নাই, তবে কেবল তোমারই বলেতে আমরা বলবান্ হইতে পারি। আর আমাদের নিজের এমন কোন কিছু পুণ্য নাই, যে তাহাদ্বারা তোমার সাক্ষাতে গিয়া নিবেদন করিতে পারি। কিন্তু হে প্রভো,

Digitized by Google

তোমার শাস্ত্রেতে লিখিত আছে, যে প্রভু যিশু খ্রীষ্ট তোমার তাবৎ বিধি ব্যবস্থাদি পালন করিয়া পাপি লোকদিগের নিমিত্তে সম্পূর্ণ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া উলঙ্গ যে আমরা, আমাদের জন্যে পুণ্যরূপ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন ; অতএব হে ঈশ্বর, আমরা সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কেবল তাঁহারি পুণ্যেতে পুণ্যবান্ হইয়া যেন তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পাই। আর এ দাসানুদাসদিগের নিবেদন এই, যে আমাদিগের ঐহিক বিষয় অল্প কি অধিক তোমার বিবেচনাতে যাহা বিহিত হয় তাহাই দেও, কিন্তু সেই পারমার্থিক বিষয়ে যেন আমরা কোন প্রকারে বঞ্চিত না হই। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

সাধারণ প্রার্থনা।

হে করুণাময় প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বর, এই জগতে ঐহিক কি পারমার্থিক উত্তমং যে সকল বিষয় পাওয়া যায়, সে সকলি তোমাহইতে ; অতএব তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের যে এই অমূল্য নিধি সকল দিয়াছ, এতন্নিমিত্তে তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। আর যাহারা অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া মৃত্যুর ছায়াতে বাস করিতেছিল, তাহাদের সম্মুখে এখন মহাদীপ্তি প্রকাশ হইয়াছে। অতএব হে ঈশ্বর, আমরা তো সেই লোক, পূর্ব্বে দেব দেব্যাদি অনেকং অলীক বস্তুর সেবা করত বৃথা কাল ব্যয় করিয়া নিবিড়ান্ধকারে ডুবিয়াছিলাম, কিন্তু এখন তোমার অসীম কৃপাদ্বারা মঙ্গল সমাচারের কথা শ্রবণ করাতে

Digitized by Google

জ্ঞান রূপ চক্ষু পাইয়া সত্য পরিত্রাণের পথ আমরা দেখিতে পাইয়াছি। আর এখন যাথার্থ্যের ও ধর্ম্মের সূর্য্য স্বরূপ যে খ্রীষ্ট তিনি আমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়াছেন। অতএব হে প্রভো, তাঁহার দীপ্তিতে যেন আমরা গমনাগমন করি; আর সূর্য্য কিরণ যেমন মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত ক্রমে২ বর্দ্ধিষ্ণু হয়, তেমনি আমাদেরও জ্ঞান ক্রমে২ বর্দ্ধিষ্ণু হওয়াতে আমরাও যেন তোমার স্থাপিত তাবৎ ইষ্ট কর্ম্মেতে নিযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্ম শিক্ষাতে ও সদাচরণে উত্তরোত্তর ব্যুৎপন্ন হই; তাহাতে আমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া যেন চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা তোমার প্রতি মনোনিবেশ করে। হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি যেমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, জগৎস্থ অন্যান্য লোকদিগের প্রতি ও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রকাশ কর, যেন তাহারা স্বং কুপথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার সত্য পথে গমন করে; বিশেষতঃ এতদ্দেশীয় লোকদের প্রতি দয়া করিয়া তোমার ধর্ম্মাত্মাদ্বারা ও মঙ্গল সমাচার পুস্তকের বচনদ্বারা তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন তাহাতে তাহারা খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া স্বং তাপিত প্রাণ স্নিগ্ধ করে। আর হে ঈশ্বর, যাহারা দেশের কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত তাহারা যেন তোমার প্রতি মনের সহিত দৃষ্টি রাখিয়া স্বং পদের তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। রাজা ও বিচারকর্ত্তাদিগকে তোমার যথার্থ বুদ্ধি প্রদান কর, যেন তাহারা কোন প্রকারে কাহারো প্রতি কোন অন্যায় না করিয়া সর্ব্বদা দুষ্টদমন ওশিষ্টপালনাদি করিয়া প্রজা লোকদিগকে সুস্থির রাখেন। আর মঙ্গল সমাচার প্রকাশক খ্রীষ্টের সেবক লোকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহারা কথাতে ও ক্রিয়াতে লোকদিগকে উত্তম শিক্ষা দিতে পারগ হয়।

Digitized by Google

এমত প্রকারে শয়তানের রাজ্য খর্ব্ব হইয়া খ্রীষ্টের রাজ্য বর্দ্ধিষ্ণু হউক। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

পারমার্থিক বিষয় প্রাপ্ত হওয়াতে পরমেশ্বরের স্তব পূর্ব্বক প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি আমাদের পিতা স্বরূপ হইয়াছ, যে হেতুক তুমি তাবৎ জীবদিগকে সৃষ্টি করিয়া নিত্য২ তাহাদিগের ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছ। অতএব জীব সকল আপন২ আশা পরিপূরণার্থে তোমার প্রতি এক দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া থাকে, তাহাতে তুমিও তাহাদিগকে উপযুক্ত আহারাদি দিতেছ। কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমি যে আমাদের নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়াছ, অর্থাৎ নূতন অন্তঃকরণ দিয়াছ, ইহাতে আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি; জগৎ সৃষ্টি কালে তুমি দীপ্তি হউক বলিবা মাত্রে যেমন অন্ধকার হইতে আলোক জন্মিয়াছিল, তেমনি এইক্ষণেও তোমার জ্ঞানদায়ক বাক্যদ্বারা আমাদের মনের অন্ধকার ঘুচিয়া দীপ্তি প্রকাশ হইয়াছে, এবং তোমার ধর্ম্মাত্মা কর্ত্তৃক আমাদের সমস্ত দুর্ম্মতি দূরীভূত হইয়া আমরা সুমতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আর প্রভু যিশু খ্রীষ্টকে জ্ঞাত হওয়াতে আমরা তোমার পোষ্য পুত্র পদে নিযুক্ত হইয়াছি, কেননা ইহা তোমার শাস্ত্রেতে লেখে, যে তোমরা প্রভু যিশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসদ্বারা পরমেশ্বরের সন্তান হইয়াছ। অতএব হে পরমেশ্বর, আমরা পাপিষ্ঠ নারকী হইলেও তুমি যে আমাদের প্রতি এমন

Digitized by Google

অনির্ব্বচনীয় প্রেম প্রকাশ করিয়াছ, ইহা স্মরণ করিয়া যেন তোমার প্রতি নিরন্তর আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে। এবং সুসন্তান যেমন কেবল পিতৃ আজ্ঞা প্রমাণে চলে তেমনি আমরাও যেন দিবা রাত্রি কেবল তোমার ব্যবস্থানুসারে কর্ম্ম করিয়া কাল যাপন করি। হে পরমেশ্বর, অজ্ঞান মনুষ্যেরা পাপদ্বারা তোমার গৌরবান্বিত নামের অপমান করিতেছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা ভয়েতে কম্পকম্পান্বিত হইতেছি; এবং খেদেতে নিতান্ত দুঃখিত হইতেছি। অতএব হে দয়াময় প্রভো, এই ক্ষণে আমাদের প্রার্থনা এই, যে আমাদের সহিত যেন পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক কায় মনোবাক্যেতে তোমার নামের গৌরব করে। আর হে প্রভো, তুমি পৃথিবীর সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেও লোক সকলে তোমাকে অমান্য করিয়া শয়তানের বশীভূত ও সেবাতে নিযুক্ত হওয়াতে সর্ব্বত্রে শয়তানের রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু হে পরমেশ্বর, তুমি ঐ শয়তানের রাজ্য লোপ করণার্থে তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইয়াছ। আর এই অঙ্গীকার করিয়াছ, যে খ্রীষ্টের রাজ্য ক্রমে২ বৃদ্ধি পাইয়া পৃথিবীর উভয় সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া যাইবে; অতএব হে জগদীশ্বর, এইক্ষণে তোমার ঐ অঙ্গীকারকে ফলবান কর, যেন তাহাতে সমুদয় লোক স্ব২ দুর্ম্মতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে যত্নবান্ হয়। আর তুমি যাহা করিতেছ তাহাই উত্তম এমন বোধ করিয়া দুঃখের বিষয় পাই কি সুখের বিষয় পাই উভয়েতেই যেন আমরা সন্তুষ্ট থাকি। আর তুমি যে জ্ঞানবান ইহা জানিয়া অবোধ বালক যেমন পিতার উপরে সকলি নির্ভর দেয়, তেমনি আমরাও যেন স্ব২

Digitized by Google

বুদ্ধির অনুসারে না চলিয়া তোমার শাস্ত্র প্রমাণে কর্ম্ম করি। হে পরমেশ্বর, আমাদের প্রাণধারণের নিমিত্তে আবশ্যক যে২ সামগ্রী তাহা নিত্য২ দেও। আর আমরা যে চিরকালাবধি তোমার সাক্ষাতে অসংখ্য২ দোষ করিয়া আসিতেছি, এইক্ষণে আমাদের সেই সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। অন্যের দোষ আমরা যেমন ক্ষমা করিয়া থাকি, তদ্রূপ তুমিও আমাদের এই সকল দোষ ক্ষমা কর। হে পরমেশ্বর, আমরা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অজ্ঞান; অতএব আমাদের প্রাণ হিংসক শয়তানের হস্তহইতে আমাদিগকে রক্ষা কর, যেন কোন প্রকারে আমরা শয়তানের ফাঁদে পদার্পণ না করি। জগতে যে কিছু শক্তি ও পরাক্রম এবং গৌরব আছে, সে সকলি তোমার, এই জন্যে আমাদিগকে তাবৎ বিপদহইতে রক্ষা কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

পাপস্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বর পথাবলম্বন করণের ক্ষমতার নিমিত্তে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি যথার্থ নিষ্পাপ স্বর্গ মর্ত্ত্য দ্বিলোকের একাধিপতি, আর তোমার অদ্বিতীয় শক্তি ব্যতিরেক আমার গমনাগমনাদি সমস্ত ক্রিয়া ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাসদ্বারা প্রাণধারণ হয় না। তুমি এমন হইলেও আমি দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত তোমার নির্ম্মল আজ্ঞা সকল কিছু মাত্র পালন না করিয়া কেবল পদে২ লঙ্ঘন করিয়া আ-

সিতেছি ; অতএব যে স্থানে সহস্র২ পাপিষ্ঠ লোক অসহ্য ক্লেশেতে হাহাকার করিতেছে, ঐ দারুণ নরকেতে যে আমাকে নিমগ্ন কর নাই, ইহাতে তোমার দয়া যে সীমাশূন্য তাহা মানিতেছি। আর এমন উপলব্ধি হইতেছে, যে আমার যে রূপ দুর্ব্বুদ্ধি তদনুসারে যদি কর্ম্ম করিতে দেও, তবে ঐ সকলের সদৃশ আমারও শেষে ভয়ানক দণ্ড হইতে পারে, যে হেতুক তোমার সত্য পরিত্রাণের পথ অবলম্বন না করিলে কোন প্রকারে যে রক্ষা পাইতে পারি না ইহা জানিয়াও তথাপি কেমন অজ্ঞান প্রভাবেতে মুগ্ধ, যে এক বার২ চৈতন্য পাইয়া ও পুনর্নিদ্রাকৃষ্টের ন্যায় আরবার অজ্ঞানাবৃত হইয়া অনর্থক দিন যাপন পূর্ব্বক সেই পথাবলম্বনে বিলম্ব করিতেছি। অতএব হে দীনদয়াময় প্রভো, এই দীনহীনের প্রতি করুণাবলোকন করিয়া তোমার সত্য পথে প্রবেশ করিতে আমাকে ক্ষমতা দিয়া এই ভয়ানক পাপ ও কুপথগামী অধম কপট স্বভাবহইতে নিজগুণেতে আমাকে রক্ষা কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রকৃত চেতনা পাইবার প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর, তুমি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান এবং বিচারকর্ত্তা; অতএব তোমার শাস্ত্রীয় বচন সকল যে আমাকে নিতান্ত সাপরাধী করিতেছে তাহা দেখিয়া শুনিয়া

Digitized by Google

তোমার সাক্ষাতে যে কপটতা করিয়া কোন উত্তর করি এমন হইতে পারে না; কেননা তুমি যথার্থ ও সর্ব্বজ্ঞ অন্তরস্থ কি বাহ্যস্থ সকলি জান। অতএব সে কথাতে দোষক্ষালন না হইয়া বরং আপন মুখহইতে আরো সপ্রমাণ হইবে। আর আমার শিরস্থ কেশের অধিক অসংখ্য পাপেতে বেষ্টিত হওয়াতে লজ্জা প্রযুক্ত তোমার কাছে মুখ তুলিতে আমার সাহস হয় না। আর আমি যে কি পর্য্যন্ত পাপী, তাহা আমার মন জানে, আর মনের অধিপতি তুমি আরও ভাল রূপে জান, তদ্ব্যতিরেক অন্যে জানিতে পারে না। অতএব এতাদৃশ পাপ করিয়াও যে অদ্যাপি নরকে নিমগ্ন না হইয়া জীবৎমান আছি, ইহার কারণ কেবল এই যে তুমি দীন দয়াময় ঈশ্বর, কেননা মনুষ্য হইলে কেহ এত অপরাধ সহ্য করিতে পারে না। প্রজা লোক এ পর্য্যন্ত অপরাধ করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক চ্ছেদন করেন, আর পুত্রের এতাদৃশ দোষ হইলে পিতা তাহাকে অবশ্য ত্যাজ্য পুত্র করেন। হায়২ এমন নরাধম লোকের কি আর কোন উপায় আছে। হে প্রভো, আমি অনন্যগতিক তোমা ব্যতিরেক আমার আর কোন উপায় নাই। অতএব তুমি নিজ অনুগ্রহেতে আমাকে অধিক চেতনা দিয়া আমার এই দৃঢ় পাষাণের স্বরূপ অন্তঃকরণকে নম্র কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

খ্রীষ্ট কর্তৃক পরিত্রাণের নিমিত্তে স্তব পূর্ব্বক প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত তোমার দয়ার বিবরণ শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হইতেছে, যে তুমি পাপি লোকদিগের প্রতি এই পর্য্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া আপন প্রিয় পুত্র প্রভু যিশু খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছ। তাহাতে ঐ দয়ালু ত্রাণকর্ত্তা স্বর্গস্থ অসীম বৈভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের রাশি ২ অপরাধ সমুদয় নিজ শরীরে গ্রহণ করিলেন। আর অবশেষে অশেষ বিশেষ প্রকারে দুঃসহ ক্লেশ সহিষ্ণুতা করিয়া আমাদের নিমিত্তে প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া স্বর্গে যাইবার একটি সুগম পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। আর লোককর্ত্তৃক লঙ্ঘিত পরমেশ্বরের যে সকল আজ্ঞা, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়া পুঞ্জং পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন; এ কারণ তোমার শাস্ত্রে লেখে, যে যে পাপি ব্যক্তি তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে ব্যক্তি পাপহইতে মুক্তি পাইয়া পুণ্যবান্ হইয়া স্বর্গারোহণ করে। অতএব হে পরমেশ্বর, তুমি যে দীন হীন ক্ষীণ অনাথ লোকদিগের নিমিত্তে এমন পরিত্রাণের পথ প্রস্তুত করিয়াছ ইহা বড় আশ্চর্য্য। আর দীন দয়ালু খ্রীষ্ট যে পাপিষ্ঠ লোকদিগের জন্যে এত পর্য্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করিলেন, ইহাতে তাঁহার এক ধন্য শতেক ধন্যবাদ করিতেছি। হে প্রভো, আমাদিগকে জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক ত্রাণের বিষয় সকল বুঝিবার ও গ্রাহ্য করিবার শক্তি দিয়া তোমার অনির্ব্বচনীয় দয়া সফলা কর। আর আমরা যাবৎ জীবৎ থাকিব তদবধি ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্টের উপরে যেন একান্ত বিশ্বাস রাখিয়া কু সংসারের কু কর্ম্মাদি

Digitized by Google

পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণপণে তাঁহার কুশলাজ্ঞা সকল পালন করিয়া অন্তকালে যেন তোমার ও তাঁহার নিকটে স্থান পাই। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার নিকটে এই বর প্রার্থনা করিতেছি।

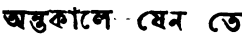

পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি সকল লোকদিগের অন্তঃকরণ দেখিতেছ ও পরীক্ষা করিতেছ; অতএব মনের পরীক্ষা কর, যেন তাহাতে আমার মনের গতি ফিরিয়াছে কি না তাহা নিশ্চয় রূপে জানিতে পারি। আর হে পবিত্রাত্মন্, তুমি অনুগ্রাহক ও শান্তিদাতা, অতএব আমাকে শান্ত অন্তঃকরণ প্রদান কর, তাহাতে পাপ যে কি পর্য্যন্ত কুৎসিত ও ঘৃণার্হ, তাহা যেন তোমার কৃপাতে আমার বোধগোচর হয়। আর আমার প্রতি পরমেশ্বরের যে কি পর্য্যন্ত দয়া ও প্রেম তাহা যথার্থ উপলব্ধি পাইয়া সূর্য্য-কিরণে যেমন মোম গলিয়া নরম হয়, তেমনি তাঁহার প্রেমেতে যেন আমার পাষাণময় মন আর্দ্র হইয়া যায়। আর প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট ব্যতিরেক যে ত্রাণের কোন উপায় নাই, ইহা না বুঝিতে পারিয়া যে আপন সর্ব্বনাশ আপনি ঘটাইয়াছি, তাহা এই ক্ষণে আমাকে বুঝিবার শক্তি দেও, যেন তাহাতে তাঁহার প্রেমেতে বাধ্য হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া থাকি। আর সর্ব্বস্ব তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমেতে ও ত্রাণবিষয়েতে যেন সর্ব্বদা আমার মন সস্থির হইয়া থাকে। আর তাঁহার বিধি ব্যবস্থাদি যথো-

Digitized by Google

চিত মতে পালন পূর্ব্বক তাঁহার সেবাতে তৎপর হইয়া সকলের সাক্ষাতে যেন তাঁহার সত্য ধর্ম্ম প্রকাশ করি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

পরিষ্কার মনের নিমিত্তে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি তাবৎ গুণের আকর হইয়াছ; আর আপনার বিষয়ে বলিয়াছ, যে আমি শুচি এ কারণ তোমরাও শুচি হও। আরো ধর্ম্ম পুস্তকে অঙ্গীকার করিয়াছ, যে আমাকে জানিতে ও আমার সেবা করণার্থে তোমাদিগকে শুচি এমন এক নূতন মন দিব; অতএব হে প্রভো, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কুমতি দূর করিয়া নূতন মন প্রদান করিয়া আমাকে তোমার সদৃশ শুচি কর; যেন তাহাতে তোমার শাস্ত্রে লিখিত যে সত্য কথা, তাহা সর্ব্বদা পাঠ করিয়া অধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়াদি সেবাতে বিরত ও পরিমিতাচারী ও যথার্থ ধার্ম্মিক হইয়া কাল যাপন করি; এবং পবিত্রাত্মাহইতে শক্তি পাইয়া সমস্ত মন ও সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাতে ভক্তি করিয়া কায়মনোবাক্যেতে যেন তোমার সেবা করি; এবং তোমার প্রিয় পুত্র যে ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যিশু খ্রীষ্ট, তাঁহার প্রতি একান্ত বিশ্বাস রাখিয়া তাঁহার প্রেমানন্দেতে আনন্দিত হইয়া তাঁহারি মত যেন আচরণ করি। আর হে প্রভো, তোমার ধর্ম্মাত্মার আবির্ভাবেতে সর্ব্ব প্রকারে আমাকে সৎপথাবলম্বন করাও, যেন আমার সচ্চরিত্রতা দেখিয়া আমি যে সত্য ঈশ্বরপরায়ণ

Digitized by Google

ইহা লোক সকল জানিতে পারে। আর একটি প্রার্থনা এই, যে আপন জীবন্ত যে কি পর্য্যন্ত বহুমূল্য তাহা যেন জ্ঞাত হইয়া শারীরিক সুখের নিমিত্তে শুম না করিয়া পরলোকের পরিত্রাণবিষয়ে যেন সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি; এবং সর্ব্ব প্রকারে সর্ব্বদা তোমার বশতাপন্ন থাকাতে তোমার দৃষ্টিতে বহুমূল্য যে শান্ত অন্তঃকরণ, তাহা যেন পাই। এমন হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পূর্ব্বক এই জগতে বাস করাতে আপন দক্ষিণ হস্ত তুল্য প্রিয় কোন বস্তুও যদ্যপি তদ্বিষয়ে বাধক হয়, তবে যেন তাহাকে ছেদন করি। আর যে কোন অবস্থাতে থাকি না কেন, তাহাতে অল্প বিষয় হউক কিম্বা অধিক বিষয় হউক, যেন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া উভয় অবস্থাতেই তুল্য সন্তুষ্ট রূপে থাকি। আর অন্যান্য লোকদিগের প্রতি আত্মতুল্য প্রীতি করিয়া তাহাদের যেং ব্যবহারেতে আপনি সন্তুষ্ট হই, তাহাদের প্রতি যেন আমিও তেমনি ব্যবহার করি। কিন্তু কাহারো কর্ত্তৃক অপকার প্রাপ্ত হইলে যেন তাহার প্রত্যপকার করিতে আমার প্রবৃত্তি না জন্মে, বরং তাবৎ লোকের সহিত সমভাবে প্রণয় পূর্ব্বক তোমার সদৃশ দয়ালু হইয়া কেবল সৎ কথা উচ্চারণ ও সৎ কর্ম্ম করণ পূর্ব্বক কালক্ষেপণ করি। আর কেবল শয়তানের সহিত বৈরভাবে থাকিয়া যেন তোমার রাজ্য স্থাপিত করণে সচেষ্ট থাকি। এই রূপে জীবদ্দশাতে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের সচ্চরিত্র তুল্য কর্ম্ম করিলে পর তোমার অনুগ্রহবলেতে যেন তোমার কাছে স্থান পাই। খ্রীষ্টের নাম লইয়া এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

পারমার্থিক শক্তি পাইবার প্রার্থনা।

হে সর্ব্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর, আমরা দীন হীন ক্ষীণ, তোমার ইষ্ট কর্ম্ম করণের শক্তিহীন হইলেও তথাপি মহামায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমার যে অনন্ত শক্তি, সেই শক্তির উপরে নির্ভর না দিয়া যে কেবল আপনং শক্তির উপরে নির্ভর দিয়া আসিতেছি, ইহা তোমার সাক্ষাতে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু এই ক্ষণে প্রার্থনা এই, যে আপন অন্তঃকরণকে কিছু মাত্র বিশ্বাস না করিয়া কেবল তোমাতে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস রাখি। তাহাতে তুমিও এই অঙ্গীকার করিয়াছ, যে কেহ যদি আমাকে বিশ্বাস করিয়া আমার কাছে প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে উপযুক্ত বল প্রদান করিব। অতএব তোমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে সকল উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তোমার বলেতে বলবান্ হইয়া অন্তরস্থ কামাদি বৈরিদিগকে দমন করণে যেন পারক হই; এবং তোমার পবিত্রাত্মার অধিষ্ঠানেতে তাহারা যেন আমাদের মনেতে প্রবল না হয়, আর দৃঢ় বিশ্বাসে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের সহিত মিলিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মরণ পর্য্যন্ত যেন স্থির হইয়া থাকি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পূর্ণ ঈশ্বর পরায়ণের উদ্দেশে প্রার্থনা।

হে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর, তুমি অনাদি অনন্ত, এবং রাজাধিরাজ, প্রভুদের প্রভু; কিন্তু আমি কীটস্য কীট ও

Digitized by Google

অজ্ঞান প্রযুক্ত আজন্মাবধি তোমার আজ্ঞার বহির্ভূত দেবার্চনাদি কু কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এই ক্ষণে তব প্রসাদাৎ যৎকিঞ্চিৎ চেতনা পাইয়া আপনাকে একান্ত অধম বোধ করাতে এই বাসনার উদয় হইতেছে, যে তোমার চরণে নিতান্ত নত হইয়া সমস্ত ধন প্রাণ মন ও দেহের সহিত আপনাকে তোমাতে সমর্পণ করিয়া কেবল তোমার ভজনাতে নিযুক্ত থাকি। আর তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যিশু খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা মনকে ধৌত করিয়া তাঁহার পুঞ্জ২ পুণ্য রূপ পরিচ্ছদেতে আবৃত হইয়া তোমার উপযুক্ত সেবকের মধ্যে আমিও এক জন যেন গণিত হই। আর তোমার ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্ট যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন, আমিও যেন তেমনি আচরণ করিয়া তাঁহার পদচিহ্ন দিয়া গমন করি। এই রূপে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত তোমার প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিতে২ শেষে আসন্ন কালে তোমার দর্শনেতে প্রেম ও বিশ্বাসের সহিত সুস্নিগ্ধ মন হইয়া প্রাণত্যাগ করি। আর মরণান্তে যে দিবসে তোমার শক্তিদ্বারা আমার মৃত্যু শরীর কবর হইতে উঠিবে, সেই দিন অপেক্ষা করিয়া আমার জীবাত্মা যেন অনন্ত সুখেতে তোমার কাছে স্থান প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পূর্ণ রূপে সেবক হইবার জন্যে প্রার্থনা।

হে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এক কর্ত্তা হইয়া প্রকৃত সুখের

Digitized by Google

আকর হইয়াছ, এই জন্যে যে ব্যক্তি তোমার যত নিকটস্থ হয় সে ব্যক্তি ততোধিক সুখ প্রাপ্ত হয়। হে প্রভো, ইহকালে ঐ প্রকৃত সুখের পুনঃং আস্বাদন পাইয়া অন্তকালে তোমার সহিত যেন বাস করি, আমার এই বাসনা সম্পূর্ণ কর। আর প্রতিদিন প্রভাতে চক্ষুরুন্মীলনসময়ে তোমাতে স্মরণ রাখিয়া সমস্ত দিন তোমার শুদ্ধা ভক্তি লইয়া যেন কাল যাপন করি। আর তোমার কাছে নিত্যং মনের সহিত প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্ম পুস্তকে লিখিত তোমার আজ্ঞা সকল প্রতিপালন করিতে যেন যত্নবান্ হই। আর পৃথিবীতে বাস করা যে ক্ষণিক, তাহা যেন নিশ্চয় রূপে বুঝিয়া কেবল তোমার গৌরব প্রকাশ করিতে চেষ্টিত থাকি। তাহাতে পান ভোজন শয়নাদি যেং কর্ম্ম, তাহা যেন তোমার স্মরণ করিয়া কেবল তোমার উদ্দেশে করি। আর আমার যখন যেমন অবস্থা উপস্থিত হইতেছে, তাহা যে কেবল তোমার ইচ্ছাধীন হইতেছে এই স্মরণ যেন আমার মনেতে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে। অতএব প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট আপন দুরবস্থা কালে যেমন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, আমিও যেন তাদৃশ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তোমার অপমানের বিষয় যে পাপ কর্ম্মাদি, তাহা পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষাহইতে যেন সাধুরূপে উত্তীর্ণ হই। এই রূপে প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের ন্যায় সদাচার করত আপনার ও পরের পরিত্রাণ চেষ্টা পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে তোমার সেবাতে অবিরত রত থাকিয়া আপনি যে অকর্ম্মণ্য ও অযোগ্য ভৃত্য, তাহা স্বীকার করিয়া কেবল প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের সঞ্চিত পুণ্যের উপরে

Digitized by Google

নির্ভর দিয়া যেন স্বর্গপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করি। খ্রীষ্টের নামেতে তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

সম্পূর্ণরূপে ভক্ত হইবার নিমিত্তে প্রার্থনা।

হে কৃপাময় সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, আমার অন্তরে এবং বাহ্যে চতুর্দ্দিগেতে কামক্রোধাদি রিপুগণেরা ব্যাধের ন্যায় ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া আছে; অতএব নির্লোভ হইয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকাতে যেন কোন প্রকারে ঐ ফাঁদে পাদক্ষেপণ না করি, আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর। আর অল্প দিবসের পর যে বিচারিত হইবার জন্যে তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে, এই চেতনা যেন সর্ব্বদা জাগুৎ রাখিয়া যে কিছু কাল পৃথিবীতে থাকিতে হয় তাহা যেন সৎ কর্ম্মদ্বারা ফলবান্ করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি। আর পাপপুরুষ এবং পাপি লোকদিগের মন্ত্রণাবিষয়ে বধিরতুল্য হইয়া কেবল তোমার সহিত আলাপ করিতে২ যেন সাংসারিক সুখেতে নিতান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে; এবং প্রেম ও সমাদর পূর্ব্বক তোমার সেবক লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করাতে যেন উত্তরোত্তর তোমার ইষ্ট ক্রিয়া করিতে আমার নিপুণতা জন্মে; এবং সেই সকল ধার্ম্মিক লোকদের সাধুবাক্যেতে চৈতন্য পাইয়া অন্যান্য লোকদিগের মনেতে যেন তাদৃশ চেতনা জন্মাইতে পারি। আর ইন্দ্রিয় সুখেতে বিরত হইয়া সাংসারিক মন যে কেবল মৃত্যুতুল্য, আর পারমার্থিক মন যে জীবনস্বরূপ, তাহা যেন বিস্মৃত

না হই। আর সংসার নির্ব্বাহের নিমিত্তে তোমাকর্ত্তৃক যে২ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছি, সেই সকল কর্ম্ম করিতে২ যেন এই সংসারের আশা পরিমিত হইয়া উঠে। আর ঈশ্বরকে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের ন্যায় পৃথিবীতে ধনসঞ্চয় না করিয়া যেন তোমার সমীপে ধনসঞ্চয় করি। আর আমার দক্ষিণ হস্ত কি দক্ষিণ চক্ষু কি ইহার সমান অন্য কোন প্রিয় বস্তু হইলেও যদ্যপি এই সকলে পরমার্থ বিষয়ে বাধক হয়, তবে যেন তাহাকে পরিত্যাগ করি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

দুঃখভোগসময়ের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি বিশ্বের শাসন পালনকর্ত্তা, অতএব জগতে যত মহিমাও গৌরবও কর্ত্তৃত্ব সে সকলি কেবল তোমার, আর তোমার সৃষ্টির মধ্যে এই ভূমণ্ডল এক রেণুস্বরূপ মাত্র হইলেও তথাচ তন্মধ্যস্থ আমার প্রতি তুমি সর্ব্বদা মনোযোগ করিতেছ, ইহা জ্ঞাত হইয়া অন্তঃকরণে বড় আনন্দিত হইলাম, যে হেতুক তুমি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া যে আমার উপরে তদারক করিতেছ, ইহার পর আর আহ্লাদের বিষয় কি আছে। অতএব মঙ্গলামঙ্গলের অন্য সকল সামান্য কারণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মূল কারণ হইয়াছ যে তুমি, তোমার প্রতি যেন অবলোকন করি; কেননা তুমি প্রসন্ন থাকিলে আমার অমঙ্গল করিতে কাহারো সাধ্য নাই, কিন্তু তুমি প্রতিকূল হইলে কাহাহইতেও মঙ্গল হইতে পারে না। অতএব

Digitized by Google

হে সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, আমি তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে এইক্ষণে আমাকে যে দুঃখ দিতেছ ঐ দুঃখদ্বারা তোমার অভিমত সম্পূর্ণ হউক। তাহা ক্লেশদায়ক হইলেও তথাপি কোন প্রকারে তোমার প্রতি কোন আপত্তি না করিয়া বরং নিতান্ত নম্র হইয়া যেন তোমার চরণে শরণাগত হই, ও তোমার তাবৎ ইচ্ছা যেন স্বীকার করি, এই বর চাহি; কেননা তুমি ন্যায়বান্ যথার্থ। আর আমি ইহা অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাভোগের যোগ্য বটি, ইহা স্বীকার করিতেছি। অতএব এইক্ষণে আমি যে অসহ্য নরকেতে মগ্ন না হইয়া পৃথিবীতে থাকিয়া যৎ কিঞ্চিৎ সুস্থির আছি, সে কেবল তোমার অনুগ্রহেতে। কিন্তু হে দয়াময় প্রভো, তোমাকে বিচারকর্ত্তা না বলিয়া যে পিতৃ সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিতে হয়, তাহা যেন আমি স্মরণে রাখি। আর আমি এই সকল দুঃখ নিবারণ করিতে অক্ষম এই জন্যে সহ্য করিতে হয় তাহা ভাবিয়া নয়, কিন্তু ইহা যে তোমার সন্তান হওনের একটি চিহ্ন; আর তুমি আমাকে পাপহইতে মুক্ত করণার্থে যে এমত প্রহার করিতেছ, তাহা জ্ঞাত হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক যেন গ্রহণ করি; কেননা ঔষধ যদি তিক্ত হয় তথাপি রোগনাশক বলিয়া তাহা খাইতে হয়। এখন পিতা, তুমি তিক্ত রস দিলেও তাহা আমি ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক অবশ্য পান করিব। অতএব হঠাৎ এই সকল দুঃখ হরণের প্রার্থনা না করিয়া বরং এই ক্লেশ দেওয়াতে তোমার যে তাৎপর্য্য তাহা যেন পূর্ণ রূপে সিদ্ধ হয়, তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করিতেছি। আর আমার দুঃখের সময়ে আমাকে পরিত্যাগ না

Digitized by Google

করিয়া প্রসন্ন হইয়া আমার দুর্ব্বল অন্তঃকরণকে সবল কর। আর এই সকল শাসনেতে সুশিক্ষিত হইয়া তোমার সদৃশ ধার্ম্মিকতা পাইয়া সর্ব্বদা যেন তোমার ধন্যবাদ করি। প্রভু যিশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই যাচ্ঞা করি।

সিদ্ধ হইবার প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি জীবদিগের জীবন হইয়াছ, তাহাতে আমি পূর্ব্বে পাপেতে মৃত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু এই ক্ষণে তব প্রসাদৎ সজীব হইয়া উঠিয়াছি এই জন্যে তোমার এক ধন্য শতেক ধন্যবাদ দিতেছি। অতএব এই ক্ষণে প্রার্থনা করি এই, যে তোমার প্রতি এবং প্রভু যিশু খ্রীষ্টের প্রতি আমার যে ভক্তি শ্রদ্ধা, তাহা যেন সজীব হইয়া উন্নতি প্রাপ্ত হয়, এবং তোমার পবিত্রাত্মাদ্বারা জ্ঞানরূপ চক্ষু পাইয়া পরমার্থ বিষয় সকল যেন বুঝিতে পারি। আর তোমার অভীষ্ট কর্ম্ম করিতে শক্তি পাইয়া পরমার্থ চেষ্টাতে যেন আমার বাঞ্ছা বৃদ্ধি হয়। আমাকে আর যাহা শিক্ষা দিতে হয় তাহা শিক্ষা করাও, যেন তাহাতে আমার জ্ঞাতব্য আমি জানিতে পারি, ও কর্ত্তব্য আমি করি। আর অদ্যাবধি সিদ্ধ না হইয়া পরমার্থবিষয়ে আমার এই পর্য্যন্ত মাত্র ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, ইহা যে বড় লজ্জার বিষয় তাহাও আমি স্বীকার করিতেছি। এই ক্ষণে হে প্রভো, তোমার প্রিয় সেবক পাওল প্রেরিতের সদৃশ প্রার্থনা করিতেছি এই, যে পশ্চাদের বিষয়ে মন না রাখিয়া যেন অগ্রের বি-

Digitized by Google

ময়ে মনঃসংযোগ করি। আর পবিত্রাত্মাতে ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের শিক্ষাতে শিক্ষিত হইয়া যেন লোকদিগের নিকটে তোমার সত্য সেবকরূপে বিজ্ঞাত হই। তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যিশু খ্রীষ্টের অনুরোধে আমার এই মনস্কামনা সিদ্ধ কর।

ঈশ্বরের প্রকৃত সেবক হওনার্থে প্রার্থনা।

হে দয়াময় ত্রাণকারি খ্রীষ্ট, আমি চিরকাল তোমার বিরোধী হইয়া তোমার নাম তুচ্ছ করত তোমার নিকটে পুনঃং অপরাধ করিতেছি। তুমি পৃথিবীতে থাকিতে পাপি লোকেরা যেমন তোমাকে যথেষ্ট দুঃখ দিয়াছিল, তেমনি আমিও পাপ কর্ম্মদ্বারা তোমাকে দুঃখ দিয়াছি। কিন্তু হে প্রভো, এই ক্ষণে কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া তোমার চরণেনত ও শরণাগত হইয়া এই প্রার্থনা করি, যেন মিথ্যা আশ্রয় সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমার সত্য আশ্রয় লইবার শক্তি পাই। আর বহু দিবস পর্য্যন্ত এই কুসংসারের সেবা করিতেছি বটে, কিন্তু এইক্ষণে তোমা ব্যতিরেক যে আর কোন গতি নাই ইহা বোধ হওয়াতে তোমার সেবা করিতে বাঞ্ছা করি। মনিব যেমন চাকরের প্রতি কর্ম্মের আজ্ঞা করেন তেমনি তোমার অভীষ্ট কর্ম্ম জানাইয়া তাহা করিতে আমাকে শক্তি প্রদান কর। আর পবিত্রাত্মাদ্বারা আমাদের এমত উপকার কর যেন শয়তানের কুপ্রবৃত্তি শুনিয়া আমার মন পুনর্ব্বার পাপকূপেতে মগ্ন না হয়।

Digitized by Google

পাপস্বীকার পূর্ব্বক সাধারণ প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি অনন্ত ও তাবৎ বস্তুর আদিকারণ হইয়াছ; অতএব স্বর্গীয় দূত কি মনুষ্য তাবতেরই পিতা তুমি, এবং স্বর্গ মর্ত্য দুই লোকের একাধিপতি হইয়া স্বর্গমধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হওত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া তাবৎ মনুষ্যদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছ, তাহাতে তাহাদের অন্তরস্থ গুপ্ত মন্ত্রণা কি বাহ্য ক্রিয়া সকলি তোমার দৃষ্টিতে সুগোচর হইতেছে। আর তোমার শুদ্ধ সত্ব নির্ম্মল স্বভাব প্রযুক্ত তুমি ব্যক্তিতে যাথার্থ্য দেখিয়া প্রেম কর, এবং দুষ্টতা দেখিয়া ঘৃণা কর। এই নিমিত্তে আমরা দীন হীন মলিন স্বভাবযুক্ত হইয়া দুষ্টতাতে ও তোমার বিরুদ্ধাচরণেতে দোষী হইয়া অনন্ত দণ্ডের যোগ্য পাত্র হইয়া আছি। আর আমাদের পাপকরণেচ্ছা এমন বাড়িতেছে, যে তোমার সর্ব্বজয়ি অনুগ্রহ ব্যতিরেক তাহা দমন করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এতাদৃশ মলিন হইয়া তোমার সম্মুখে কি প্রকারে দাঁড়াইবার যোগ্য হইব? হায়! আমাদের মত কৃতঘ্ন ও বিধর্ম্ম অধম কে আছে? কেননা যিনি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, ও মঙ্গলামঙ্গলের এক দাতা, আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অসীম অনুগ্রহকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছি। এই রূপে নানা প্রকার পাপ কর্ম্ম করিয়া আমরা তো আপনাদের পায়ে আপনারাই কুঠারাঘাত করিয়াছি; অতএব হে দয়াময় ঈশ্বর, এই ক্ষণে তুমি যদ্যপি আমাদিগকে গ্রহণ না করিয়া বরং নিতান্ত দোষী বলিয়া আপন নিকটহইতে আমাদিগকে দূর করিয়া দেও, তথাপি তাহাতে তোমার যথার্থতার হানি জন্মে না, সে

Digitized by Google

সত্য বটে। কিন্তু হে দীনবন্ধো প্রভো, আমরা শুনিয়াছি যে তুমি পাপি লোকদের মৃত্যু বাঞ্ছা কর না, বরং যদি সেই পাপি ব্যক্তি আত্মকৃতপাপবিষয়ে অনুতাপ ও খেদ করে, তবে তুমি তাহাকে অবশ্য ক্ষমা করিবা। আর তুমি আপনি এমন অঙ্গীকার করিয়াছ, যে যে ব্যক্তি তোমার অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে বিশ্বাস করিয়া তোমার নিকটে ফিরিয়া আইসে, তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া তাহাকে গ্রাহ্য করিবা। এই কথাতে আমরা নিতান্ত ভরসা পাইয়া তোমার নিকটে ফিরিয়া আসিতে বাঞ্ছা করি। কিন্তু আরবার আমাদের ইন্দ্রিয় সকল পাপরজ্জুতে মনকে এমন দৃঢ় বদ্ধ করিয়াছে, যে তাহাতে তোমার সহায়তা ব্যতিরেক আমাদের সমুদায় চেষ্টাই বিফলা হইতেছে; অতএব হে করুণাময় ঈশ্বর, আমাদিগকে করুণা কর, যেন আমরা নরকগামী না হই। আর তুমি পাপি লোকদের পরিত্রাণের প্রধান উপায় করিয়া খ্রীষ্টের বিষয়ে যে মঙ্গল সমাচার পাঠাইয়াছ, তাহাতে বিশ্বাস করিতে এবং তত্তদ্ব্যবস্থানুসারে চলিতে আমাদিগকে ক্ষমতা দেও, যেন সেই কথা আমাদের অন্তঃকরণে প্রবোধক রূপে প্রকাশিত হইয়া অবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে। হে সর্ব্ব প্রাণির পিতঃ, আমাদের মনের আত্মশ্লাঘা ও চাঞ্চল্য আর গম্ভীর বিবেচনাতে যে অনিচ্ছা, সে সকল দূর করিয়া আমাদিগকে সাধু অন্তঃকরণ দেও, যেন তাহাতে আমরা সকল বিষয়ে বিবেচনা করিতে এবং দৃঢ় রূপে তোমার আজ্ঞা সকল প্রতিপালন করিতে সমর্থ হই। বিশেষতঃ আমাদিগকে পরিত্রাণ করণার্থে ও অনুগ্রহের পাত্র করিতে এবং আমাদের দুষ্ট অশুচি স্বভাবকে পবিত্র করিতে প্রভু য়িশু খ্রীষ্ট যে ২

Digitized by Google

কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, এবং যতং দুঃখ পাইয়াছিলেন, আর স্বর্গারোহণ করিয়া অদ্যাবধিও আপন আশ্রিত লোকদের নিমিত্তে যে উকীলতা করিতেছেন, এই সকল বিষয়ে আমাদিগকে পুকৃত বোধ দেও, যেন তাহাতে তোমার দৃষ্টিতে পাপ যে কি পর্য্যন্ত ঘৃণার্হ্ এবং পাপদ্বারা আমরা যে তোমাহইতে কত দূর পতিত হইয়া আছি, তাহা যেন বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারি; কেননা তাহাতে আমাদের উপযুক্ত লজ্জা ও খেদ উপস্থিত হইবে। আর হে পরমেশ্বর, আমাদের এই কঠিন অন্তঃকরণকে নম্র করা এবং পাপবিষয়ক অনুতাপ করা যে আমাদের কিছু মাত্র সাধ্য নাই, তাহা তুমি জানিতেছ; অতএব কৃপা করিয়া কঠিন মরু ভূমি স্বরূপ আমাদের যে অন্তঃকরণ, তাহাতে তোমার ধর্ম্মাত্মা বর্ষণ করিয়া মনকে আর্দ্র ও সফল কর, তাহাতে পাপ যে কত দুঃখদায়ক তাহা জানিয়া পাপকে ঘৃণা করিব; এবং পাপের সহিত যাহাতে কখন মেল না হয় এমন চেষ্টা করিব। অতএব হে মঙ্গলদায়ক পরমেশ্বর, এই প্রকারে সাংসারিক আশা ও অধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া এই জগতে যথার্থ ধর্ম্ম ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করিতে আমাদের মন যেন সুস্থির থাকে। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

রবিবারের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তোমার ধর্ম্ম শাস্ত্রে এমন লিখিত আছে, যে সৃষ্টিকালে তুমি ছয় দিনের মধ্যে সমুদয়

Digitized by Google

জগৎ সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে সেই কর্ম্মহইতে বিশ্রাম করিয়া আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ঐ দিনকে পবিত্র করিয়াছ। আর এই আজ্ঞা দিয়াছ, যে মনুষ্য সকল ছয় দিনে স্ব২ ব্যবসায়াদি কর্ম্ম করিয়া রবিবারে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার আরাধনাতে নিযুক্ত থাকিবে; অতএব যাহাতে তোমার মহিমা দিগ্‌দিগন্তরে প্রকাশিত হয়, এবং মনুষ্যদের পরম হিত হয়, এমন নিয়ম যে আমাদের নিমিত্তে স্থাপিত করিয়াছ, এ কারণ আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। আর এই ক্ষণে তোমার ঐ অভিপ্রায় সম্পূর্ণ করণার্থে তুমি আমাদের সহায় হইয়া তোমার ঐ নিরূপিত দিন পবিত্র করিবার জন্যে আমাদিগকে উপযুক্ত মন দেও। জগৎ সৃষ্টিসময়ে যেমন তাবৎ বস্তু নূতন রূপে সৃষ্টি করিয়াছ, তেমনি এখনও আমাদের এক নূতন অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর। হে প্রভো, সপ্তাহের এই প্রথম দিনেতে যে প্রভু যিশু খ্রীষ্ট মৃত্যুঞ্জয় হইয়া কবরহইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাদের পরিত্রাণের পথ সিদ্ধ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে আমাদিগকে স্মরণ করাও, যেন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া পাপদ্বারা মৃত যে আমরা, আমরাও পাপরূপ কবরহইতে উঠিয়া যেন খ্রীষ্টের সহিত জীবৎ হই। হে পরমেশ্বর, এই রূপে পাপি লোকদিগের পরিত্রাণনিমিত্তে খ্রীষ্ট যে আপন প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন, আর যে কেহ তাঁহার শরণাগত হয় সে অবশ্য পরিত্রাণ পাইবে, এই যে মঙ্গলদায়ক সমাচার, ইহা তোমার সুনিয়মেতে এই দিনেতে প্রচার হইতেছে। অতএব তোমার এই সত্য পরিত্রাণের সম্বাদ যে কোন স্থানে প্রকাশ পাইবে সে

Digitized by Google

সকল কথা যেন কোন প্রকারে নিষ্ফল না হইয়া যেমন সুবৃষ্টি বর্ষণেতে উত্তপ্ত ভূমি সকল সুশীতল হয়, ও পতিত ভূমি সকল উর্ব্বরা হইয়া উঠে, তেমনি তোমার ঐ বাক্যরূপ অমৃত বর্ষণেতে পাপতাপে তাপিত পাপিদিগের অন্তঃকরণ যেন জুড়ায়। আর পাপবিষয়ক খেদ ও প্রেম ও আনন্দ এই সকল ফলভারেতে মন যেন একেবারে নত হইয়া পড়ে। আর হে পরমেশ্বর, তোমার মঙ্গল সমাচার প্রচার হওনের প্রথমারম্ভসময়ে সেই সকল কথা যেমন সপ্রভাব ছিল, তেমনি তোমার ধর্ম্মাত্মার সাহায্য পাইয়া এই ক্ষণেও যেন তদনুরূপ প্রবল সতেজ বাক্য হয়। হে প্রবোধদায়ি ধর্ম্মাত্মন্, তুমি চেতনাহীন পাপি লোকদের চৈতন্য দিয়া যাহাতে আপন২ দীনতা ও খ্রীষ্টের অসীম মহিমার দৃষ্টি হয়, এবং এই সকল অমোঘ পরিত্রাণের কথা শুনিতে হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল হয় এমন শক্তি দেও। এই রূপে তাহাদের চক্ষুহইতে ভ্রান্তিরূপ ঠুলি খুলিয়া পাপান্ধকারহইতে ও শয়তানের বশতাহইতে রক্ষা পূর্ব্বক পরমেশ্বরের শরল দীপ্তিময় পথেতে গমন করাও। আর হে পরমেশ্বর, তুমি আত্মাস্বরূপ, অতএব আত্মা দিয়া এবং সত্যরূপে তোমার পূজা করাতে তুমি তুষ্ট আছ, কিন্তু পুষ্পনৈবেদ্যাদিদ্বারা পূজা করাতে বা মৌখিক স্তবেতে তুমি যে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হও না, এ কথা যেন আমাদের হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকে। আর তুমি কৃপা করিয়া আমাদের তত্ত্ববোধের নিমিত্ত এবং তোমার আরাধনার নিমিত্তে যে সকল উপায় দিয়াছ, তাহা আমাদের দোষেতে হিতের নিমিত্ত না হইয়া অহিতের কারণ হইতে পারে; অতএব হে দয়াময় প্রভো, এই

Digitized by Google

আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া এই সকল ত্রাণবিষয়ক উপায়ের প্রতি ঔদাস্য না করিয়া সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ করি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, আমরা এই যে কাকুতি মিনতি পূর্ব্বক তোমার কাছে প্রার্থনা করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছি, এই দীন হীনের নিবেদন সকল মনোযোগ কর। হে সচ্চিদানন্দ প্রভো, আমরা এই প্রাতঃকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার উদ্দেশে প্রাণপণে ডাকিতেছি, অতএব এই প্রভাতের আমাদের বিনয়বাক্য শ্রবণ কর। হে পরমেশ্বর, দিবা রাত্রির কর্ত্তা তুমি, তোমার সেবা পূর্ব্বক তাবৎ কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে তুমি দিবা সৃষ্টি করিয়াছ, এবং শ্রান্ত জীব সকলকে বিশ্রাম প্রাদানার্থে রাত্রি সজন করিয়াছ। হে প্রভো, আমরা যে গত রাত্রে নির্ব্বিঘ্নে শয়ন পূর্ব্বক বিশ্রাম করিয়া সুস্থ থাকিয়া বলপ্রাপ্ত হইয়াছি, এবং পুনর্ব্বার প্রভাতে স্বচ্ছন্দে গাত্রোত্থান করিয়াছি, এই জন্যে তোমার ধন্যবাদ করিতেছি; কেননা যে কত ক্ষণ আমরা নিদ্রাগত ছিলাম তন্মধ্যে কত২ সহস্র২ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এবং কত২ লোক অসহ্য বেদনাতে ব্যাকুল হইয়া শয্যাগত হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে; কিন্তু আমরা যে তদ্রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত না হইয়া সুস্থ শরীরে কালরাত্রি প্রভাত করিয়াছি, সে কেবল তোমার কৃপাতে। অতএব আমরা যে তোমার

Digitized by Google

নিতান্ত ক্রীত দাস কোন প্রকারে স্বকীয় নহি, ইহা নিশ্চয় জানিলাম, যে হেতুক তুমি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া আমরা যে কিছুকাল পৃথিবীতে থাকি, সে পর্য্যন্ত নানা বিঘ্ন ও আপদহইতে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছ। আর যাহাতে আমাদের জীবাত্মা নরকে পতিত না হইয়া তোমার সহিত স্বর্গেতে বসতি করিতে পারে এমন একটি উপায় প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, "যে আমাদের অসহ্য অনন্ত নরক যন্ত্রণাভোগহইতে এবং পাপ ও কামক্রোধাদি ছয় রিপু ও শয়তানের দাসত্বহইতে রক্ষা করণার্থে তুমি আপন প্রিয় পুত্র প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইয়া দিয়াছ।" অতএব ইহকালে কি পরকালে শরীর ও জীবাত্মা উভয়েরই ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছ, কিন্তু তথাপি আমরা যে মহামোহেতে মুগ্ধ হইয়া শয়তানের বশীভূত হইয়া অনর্থক কালক্ষেপণ করিয়াছিলাম, তাহাতে আমরা যথোচিত লজ্জিত হইয়া তোমার সাক্ষাতে স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই ক্ষণে ঐ সকল কর্ম্মেতে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতে বাঞ্ছা করি। অতএব হে দয়াময় প্রভো, তুমি খ্রীষ্ট প্রমুখাৎ আমাদের প্রতি যে সকল আজ্ঞা দিয়াছ, সেই সকল আজ্ঞা প্রমাণে আর আমাদের প্রতি যে তোমার দৃষ্টি আছে, তাহা স্মরণ করিয়া যেন আমরা তাবৎ কর্ম্ম করি। তাহাতে পান কি ভোজন কি শয়ন তাবৎ কর্ম্মই যেন তোমার গৌরবার্থে করি। হে পরমেশ্বর, তোমার ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিয়া এই সকল সৎকর্ম্ম করিতে আমাদিগকে ক্ষমতাপন্ন কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

সন্ধ্যাকালের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি দয়াময় ও হিতকারী হইয়া সকলের প্রতি মঙ্গল বিতরণ করিতেছ; অতএব প্রাতঃকালে কি মধ্যাহ্নসময়ে কি সায়ংকালে আমরা তোমাকে হৃদয়স্থ করিয়া তোমার প্রতি প্রার্থনা করিব। হে পরমেশ্বর, এই চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি তোমার সমস্ত সৃষ্ট বস্তুদ্বারা তোমারই সর্ব্ব কর্তৃত্ব ও ঈশ্বরত্ব ও পরাক্রম এবং জ্ঞান ও দয়া এ সকলি জগতে প্রকাশ পাইতেছে; এবং ঐ সকল তোমার হস্তকৃত কর্ম্ম দেখিয়া আমরাও নিত্য২ সদুপদেশ পাইতে পারি; কিন্তু এমন হইলেও আমরা তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হেলা করিয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। অতএব তুমি যে অদ্যাপি আমাদিগকে নরক কূপেতে না ফেলিয়া চিরকাল জীবৎ রাখিয়াছ, ইহাতে তোমার দয়া অসীমরূপে বিখ্যাত হইয়াছে। আর তুমি আমাদের আজন্মাবধি ত্রাণস্বরূপ হইয়া যে সমস্ত আপৎ বিপদহইতে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছ, এ কারণ আমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। আর আমরা যে দিবসে যে মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার কারণ কেবল তুমি, এই জন্যে তোমার নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, কেননা মঙ্গলামঙ্গল সকলি তোমার হস্তগত। অতএব আমরা যে কোন কর্ম্মে উদ্যোগী হইয়া তাহাতে কৃত কার্য্য হই, সে কেবল তোমার আনুকূল্যেতে। আর হে ঈশ্বর, গত দিবসে আমাদের কায়িক বাচনিক মানসিক যে সকল অপরাধ হইয়াছে, তাহা খ্রীষ্টের মরণের

প্রতি দৃষ্টি করিয়া মার্জ্জনা কর, যে হেতু তোমার শাস্ত্রেতে এমন লিপি আছে, যে যদ্যপি কেহ পাপ করে, আর পিতার সন্নিকটস্থ উকীলস্বরূপ যে খ্রীষ্ট তাঁহার উপরে বিশ্বাস করে, তবে সে ব্যক্তি পাপহইতে মুক্ত হয়। অতএব হে পরমেশ্বর, খ্রীষ্টের অনুরোধে আমাদের এই দিবসের সমস্ত পাপ ক্ষমা কর। আর আমরা যে২ ভাল কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা যে কেবল তোমার অনুগ্রহেতে হইয়াছে ইহা যেন স্বীকার করি; যে হেতু আমাদের নিজের কোন সৎকর্ম্ম করিতে কিছু মাত্র শক্তি নাই। অতএব হে কৃপাময় প্রভো, আমাদের সৃষ্টি ও প্রতিপালনের নিমিত্তে আর বিশেষতঃ তোমার বাক্যদ্বারা ও ধর্ম্মাত্মাদ্বারা আমাদের মনের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর করিয়া যে দীপ্তি দিয়াছ, এবং খ্রীষ্টদ্বারা স্থাপিত যে মুক্তি পথ, তাহাতে প্রবেশ করাইয়া আমাদের হৃদয়ে ত্রাণবিষয়ক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইতেছ, এ সকলের কারণ তোমার প্রতি নিতান্ত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই ক্ষণে প্রার্থনা এই, যে যেমন আমাদের বয়ঃক্রমের ক্রমে২ বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি আমাদের জ্ঞান ও খ্রীষ্টের প্রতি প্রেম ও শুদ্ধা ভক্তি যেন উত্তরোত্তর উন্নত হইতে থাকে। অতএব হে প্রভো, যাহাতে তোমার তাবৎ বিধিব্যবস্থাদি জানিতে পারি, এমন উপযুক্ত মন দেও; কেননা তোমার শাস্ত্রেতে ইহা লিখিত আছে, যে কোমলান্তঃকরণ লোকদিগকে তোমার সত্য পথে গমন করাইবা, এবং যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় নম্র হইয়া সকলের দুঃখহরণে প্রবৃত্ত হয়, সে ব্যক্তি সকলের শ্রেষ্ঠ হইবে। অতএব হে দয়াময় প্রভো, তোমার অনুগ্রহেতে আমাদের তদ্রূপ অন্তঃকরণ হউক, যেন তাহাতে

Digitized by Google

আমাদের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, প্রভৃতি সমস্ত রিপুদিগের দমন হইয়া পবিত্র মন পাই। আর হেপরমেশ্বর, আমরা কায়িক কি বাচনিক কি মানসিক যে২ দিনে যে২ কর্ম্ম করিতেছি, তাহা সকলি যে তুমি জ্ঞাত আছ, আর বিচারদিনেতে যে তুমি ঐ সকল কর্ম্ম ধরিয়া যথার্থ বিচার করিবা, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণে রাখি। হে ঈশ্বর, আজিকার এই রাত্রির সমস্ত আপৎ বিপদহইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। আর খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস পূর্ব্বক তোমার আশ্রয় লইয়া পিতা এবং পুত্র ও ধর্ম্মাত্মা এই তিনেতে এক ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া এক ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করিতে যেন সক্ষম হই। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তোমার শক্তিতে এই জগৎ এবং তন্মধ্যবর্ত্তি স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে; অতএব তোমার সাধারণ শক্তি ব্যতিরেক জীব সকলের শরীর স্পন্দনাদি ক্রিয়া ও নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিঃসরণ পূর্ব্বক প্রাণ ধারণাদি কোন মতে হয় না। আর তুমি আমাদের সন্নিকটস্থ, যেহেতুক তোমাতে আমরা বাঁচিয়া আছি, এবং গমনাগমনাদি ক্রিয়া করিতেছি। আর কোন মতে তোমার হাত এড়াইতে পারি না; কেননা তুমি আত্মা সর্ব্বব্যাপী, অতএব আমরা তোমার নিকটহইতে কোথায় পালাইব? যদ্যপি স্বর্গারোহণ করি, তবে সে স্থানেও তুমি আছ; কিম্বা

Digitized by Google

যদি প্রভাতের পক্ষ ধারণ করিয়া সমুদ্র পারে গিয়া বাস করি, তবে সেখানেও তুমি ; অতএব তুমি যে সর্ব্ব-কর্ত্তা হইয়া আমাদের সমস্ত গতি দেখিতেছ, ইহা জানিয়া যেন তোমার ধর্ম্মকথা প্রমাণে অদ্যকার সকল কর্ম্ম নিষ্পন্ন করি। আর তুমিও এই রূপ আজ্ঞা দিয়াছ, যে তোমরা প্রথমে ঈশ্বররাজ্যের এবং তাঁহার ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা করিলে আহার বিহারের সামগ্রী তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে। অতএব আমরা কি খাইব, কি পান করিব, ও কি পরিধান করিব, এই সকল বিষয়ের নিমিত্তে উদ্বিগ্ন না হইয়া যেন সম্পূর্ণ মনের সহিত তোমার সেবা করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকি। আর লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিতে তাবৎ গর্হিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে২ কর্ম্ম সত্য এবং নির্ম্মল অথচ বিহিত ও সুদৃশ্য সুখ্যাত্যাপন্ন, আর যাহাতে কোন গুণ কি প্রশংসা আছে এমন সকল কর্ম্মেতে যেন আমাদের মতি থাকে। হে পরমেশ্বর, তোমার ধর্ম্মাত্মাদ্বারা আমাদের মনকে সর্ব্বদা রক্ষা কর, যেন এই কুসংসারের মোহেতে মোহিত হইয়া বিষয়লাভের নিমিত্তে কোন পাপ কর্ম্ম না করি। কেননা তোমার শাস্ত্রেতে এমন লিখিত আছে, যে যদ্যপি কেহ সমুদয় জগৎ প্রাপ্ত হইয়া আপনার জীবাত্মা হারায়, তবে তাহাতে তাহার কি লাভ? অতএব হে প্রভো, দিনপাতের জন্যে আমাদিগকে যে২ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছ, যেন নিরালস্য পূর্ব্বক সে কর্ম্ম চালাইয়া তোমার সেবাতে সর্ব্বদা মনোনিবিষ্ট হইয়া থাকি। আর কাহারো সহিত কোন ব্যবসায় করিতে হইলে যাহাতে পরের অপকার এবং তোমার সত্য ধর্ম্মের অপমান হয়, এমন কোন মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি না করিয়া

Digitized by Google

বরং পরের যে২ ব্যবহারেতে আপনি সন্তুষ্ট হই, তাহাদেরও প্রতি যেন তদ্রূপ কর্ম্ম করি। খ্রীষ্টের এই সর্ব্ব সাধারণ ব্যবস্থা সর্ব্বদা প্রতিপালন করিয়া খ্রীষ্টের ধর্ম্ম যাহাতে সকলের কাছে প্রশংসা পায়, এমন আচরণ যেন করি। হে পরমেশ্বর, আমাদের অজ্ঞাত যে আজিকার মঙ্গলামঙ্গল, তাহা সকলি তোমার হস্তগত, ইহা জানিয়া আর তোমার প্রতি নিষ্ঠা করিলে যে তুমি সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা করিবা, তোমার এই অমোঘ বাক্যের উপরে নির্ভর দিয়া আমাদের মন যেন সর্ব্বদা সুস্থির থাকে। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

প্রাতঃকালের প্রার্থনা।

হে আমাদিগের পিতঃ পরমেশ্বর, তুমি অনাদি অনন্ত তেজোময় পরম পবিত্র দয়াময় আর মহামহিমান্বিত হইয়া এই জগতের সর্ব্ব প্রকারে মঙ্গলদাতা হইয়াছ; অতএব আমরা প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মরণেতে বিশ্বাস করিয়া তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্যে তোমার চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি বটে; কিন্তু হে প্রভো, আমরা পশুবৎ অজ্ঞান প্রযুক্ত কি প্রকারে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে হয়, আর কিরূপেতেই বা তোমার মাহাত্ম্য জগতে প্রচার করিতে হয়, তাহার কিছুই জ্ঞাত নহি। আমরা তোমার পরমার্থরূপ দীপ্তিমান মণি হারা হইয়া পাপান্ধকারে

পতিত হইয়াছি। যেমন মৃত মৎস্য জলস্রোতে ভাসিয়া যায়, তেমনি আমরাও পাপরূপ স্রোতে ভাসিয়া দূরে পড়িতেছি। অতএব হে দয়াময় প্রভো, এই পাপিষ্ঠ নরাধম আমাদের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া ধর্ম্মাত্মারূপ অঞ্জন শলাকাদ্বারা আমাদের জ্ঞানচক্ষুঃপ্রসন্ন কর, যেন তাহাদ্বারা আমরা সমস্ত পরমার্থপথ জানিতে পারি; আর সর্ব্বদা তদ্গতচিত্ত হইয়া যেন তোমাতে ও তোমার সেবাতে আমাদের রতি মতি থাকে। আর হে প্রভো, তোমার কৃপাতে যে নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া এই কল্যরাত্রি সুপ্রভাত করণ পূর্ব্বক পুনশ্চ অরুণোদয় দেখিতে পাইয়াছি, এতন্নিমিত্তে তোমাকে এবং তোমার নামকে ধন্য২ করিতেছি। কিন্তু হে পরমেশ্বর, এই জগতে যেমন নানা ঐহিক বিষয় সন্দর্শনার্থে সূর্য্যরূপ দীপ্তি প্রদান করিয়াছ, তদ্রূপ পরমপদার্থ পরমার্থ সাক্ষাতার্থে আমাদের হৃদয়মধ্যে খ্রীষ্টরূপ ভানু প্রকাশ কর, যেন তাহাতে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি হওয়াতে তোমার তুষ্টিদায়ক কর্ম্ম করিবার যোগ্য হই। আর হে প্রভো, এই বর্ত্তমান দিবসে তুমি আমাদের সমভিব্যাহারে থাকিয়া তোমার ধর্ম্মদূতগণদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, যেন তাহাতে আমরা নিরাপদ হইয়া তোমার নাম ও গুণ গান করিতে২ দিবাবসান করি। আর হে প্রভো, তোমার ধর্ম্মাত্মা প্রদান করিয়া আমাদের মনোমালিন্য দূর কর, যেন সর্ব্বদা তোমার ধর্ম্মচিন্তা করিতে আমাদের হৃৎপদ্ম প্রফুল্ল থাকে। আর হে দীনবন্ধো, আমাদিগকে পরীক্ষাতে লইও না, কিন্তু তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মরণরূপ প্রায়শ্চিত্তদ্বারা যে ধর্ম্ম সংস্থাপন হইয়াছে, তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তোমার

Digitized by Google

চরণপ্রসাদে যেন কৃতার্থ হইতে পারি, এবং মরণান্তে পরকালে প্রভু যিশু খ্রীষ্টের শ্রীচরণ সন্দর্শন করিতে২ এবং প্রফুল্ল মনেতে তাঁহার সেবা করিতে২ যেন অনন্ত কাল স্বর্গে বাস করিতে পাই। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

যাত্রার সময়ে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি অনন্ত নিরাকার নির্ব্বিকার, এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়া জলেতে কি স্থলেতে কি শূন্যেতে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে বিরাজমান থাকিয়া বর্ত্তমান ভূত ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের প্রতি সমান রূপে দৃষ্টি করিতেছ। আর তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, যে যদি কোন ব্যক্তি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়া তোমার আশ্রয় লয়, তবে তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সর্ব্ব প্রকারে তাহাকে রক্ষা করিবা। অতএব হে পরমেশ্বর, আমরা এই ক্ষণে নিজ বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রবাসে যাত্রা করণসময়ে তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে বাঞ্ছা করিতেছি। কিন্তু হে ঈশ্বর, আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ দেব পূজক লোকেরা যেমন দূর দেশে যাত্রাকরণ সময়ে বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, আর তোমার হস্তকৃত অচেতন গ্রহদিগের শুভাশুভ ফলের অপেক্ষা করে, আমরা তেমন কর্ম্ম না করিয়া সমস্ত শুভাশুভ ফলদাতা যে তুমি তোমার আজ্ঞানুসারে যেন কেবল তোমার অপেক্ষা করিয়া থাকি। হে দয়াময় পতো, তমি আমাদের সমভিব্যাহারী

Digitized by Google

হও। যেমন মেষপালকেরা আপন ২ মেষদিগের সঙ্গে থাকিয়া ঘাটে মাঠে পথে সর্ব্বত্রতে তাহাদিগকে রক্ষা করে, তেমনি তুমি আমাদিগকে জলে স্থলে সর্ব্বত্র রক্ষা কর। আর এই আশীর্ব্বাদ কর, যে আমাদের যদুদ্দেশে যাত্রা তাহা যেন সফলা হয়। আর হে পরমেশ্বর, আমরা যেমন এই ক্ষণে নিজ বাটী পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন করিতেছি, তেমনি অল্প দিনের পর যে আমাদের পিতৃ লোকদের ন্যায় মৃত্তিকানির্ম্মিত বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের জীবাত্মা পরলোকে গমন পূর্ব্বক সৃষ্টির বিচারকর্ত্তা যে তুমি তোমার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবে এ কথা যেন আমাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগৎ থাকে। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করিতেছি।

সন্তান জন্মিলে যে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, এই জন্ম ভূমিতে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, সে সকলি তোমাহইতে জন্ম পাইতেছে; অতএব এই ক্ষণে কৃপা করিয়া যে আমাকে একটি সন্তান দিয়াছ, এ কারণ তোমার যথোচিত ধন্যবাদ করিতেছি। আর এই বালককে যাহাতে প্রতিপালন করিতে এবং তোমার সেবা করণের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি, এমন অনুগ্রহ তোমার স্থানে যাচ্ঞা করিতেছি। আর হে জগদীশ্বর, তোমার শাস্ত্রেতে এমন লিপি আছে, যে সৃষ্টিকালে যখন তুমি প্রথমতঃ আদি পিতা মাতাকে সৃষ্টি

Digitized by Google

করিয়াছিলা, তৎকালে তাহাদের তোমারি মত নির্ম্মল ও নিষ্পাপ স্বভাব ছিল; কিন্তু এই ক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে এই ভূমণ্ডলে পাপদ্বারা মনুষ্য মাত্রেরই স্বভাব একেবারে বিগড়িয়া গিয়াছে। আর যেমন মন্দ বৃক্ষ হইলে তাহা হইতে কেবল মন্দ ফলই জন্মে, তেমনি পিতা মাতা পাপী হইলে তাহার সন্তান সন্ততিও পাপগ্রস্ত হইয়া জন্মে। দাউদ নামে তোমার এক জন সেবক তিনিও এই রূপ কহিয়াছিলেন, যে "আমার মাতা আমাকে পাপেতে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, অযথার্থতে আমার জন্ম হইয়াছিল।" অতএব হে প্রভো,এই বালক ঐশ্বর্য্যান্বিত ও সম্ভ্রান্ত ও চিরজীবী হউক, এমন প্রার্থনা না করিয়া বরং তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্টের অনন্ত পরিত্রাণের এক অংশী হয়,তোমার কাছে প্রথমতঃ তাহার পক্ষে এই ভিক্ষা করিতেছি। হে প্রভো,তোমার পবিত্রাত্মা প্রাপ্ত হইয়া বাল্য কালেতেই যেন তোমার ধর্ম্ম কথা গ্রহণ করিতে পারে, আর নরকের প্রশস্ত পথেতে না দৌড়িয়া যেন স্বর্গের সংকীর্ণ পথেতে ধাবমান হয়। আর আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ এমন অনেক২ লোক আছে যে সন্তান জন্মিলে পর, যে ব্যক্তি কল্যকার আপন ঘটনা কিছু মাত্র জানে না এবং আপনার যৎকিঞ্চিৎও অমঙ্গল নষ্ট করিতে পারে না, এমন কোন ব্যক্তিকে ডাকিয়া ঐ বালকের জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত কখন কি ঘটনা হইবে তাহা লিখে। অতএব হে প্রভো, এমন অনর্থক এবং তোমার ব্যবস্থাবিরুদ্ধ কর্ম্ম না করিয়া আর অদৃষ্টের সহিত যে গ্রহাদির কোন সম্বন্ধ নাই কেবল তোমার ইচ্ছার সহিত সম্পর্ক আছে, ইহা জানিয়া কেবল তোমারি কাছে তাহার কুশল প্রার্থনা করিতেছি। হে প্রভুযিশু

খ্রীষ্ট, তুমি যখন এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলা তখন লোকেরা তোমার কাছে ক্ষুদ্র ২ শিশু সকলকে আনিলে পর তুমি তাহাদিগকে দূর না করিয়া আপন ক্রোড়ে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলা; অতএব হে ত্রাণকারি প্রভো, এই ক্ষণে এই বালককে তোমার উদ্দেশে প্রদান করিলাম, তুমি ইহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাদের এই প্রার্থনা ফলবতী কর, তাহাতে পিতা পুত্র ধর্ম্মাত্মার প্রতি নিরন্তর স্তব করিব।

দুঃখভোগ সময়ে প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তুমি জীব সকলের রক্ষাকর্ত্তা এবং বিনাশকর্ত্তাও হইয়াছ, আর সুস্থ করিতে এবং পীড়া দিতে তোমার শক্তি আছে; অতএব লোকদিগের স্বাস্থ্য কি অস্বাস্থ্য, সুখ কি দুঃখ সকলি তোমার হস্তগত। আর তুমি যাথার্থিক হইয়া অযথার্থ রূপে কদাচ কাহাকেও কোন ক্লেশ দিতে চাহ না। অতএব পাপের শাস্তি-বিষয়ে তোমার উপরে দোষারোপণ করিতে পারি না, যে হেতুক আমি তোমার কাছে কায়িক কি বাচনিক কি মানসিক যে সকল অপরাধ করিয়াছি তাহা বিবেচনা করিয়া যদি আমাকে নরকমধ্যে মগ্ন করিতা তাহাতেও অন্যায় বলিতে পারিতাম না। কিন্তু তাহা না হইয়া যে অদ্যাপি জীবদ্দশাতে আছি, সে কেবল তোমার কৃপাতে জানিলাম। আর তুমি যে আমার শাসনকর্ত্তা তাহা কেবল নয়, পিতা স্বরূপও বট, ইহা ধর্ম্ম-

Digitized by Google

পুস্তকেও লিখিত আছে, যে "পিতা যেমন পুত্রের হিতার্থে পুত্রকে শাসন করেন তেমনি তুমিও জীবদিগের মঙ্গলের নিমিত্তে শাসন করিতেছ।" এবং মায়াময় মদ্যপানে উন্মত্ত তুল্য ব্যক্তিদিগের কোন প্রকারে চেতনা জন্মিয়া মন ফিরে, এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা নানা প্রকার শিক্ষা দিতেছ; তাহা কেবল নয়, কিন্তু চেতনা পাইয়াছে এমন যে তোমার অনুগৃহীত লোক সকল, তাহাদের পাপদমন পূর্ব্বক সিদ্ধি জন্মাইবার নিমিত্তে তাহাদিগকেও ক্লেশ দিতেছ। অতএব হে প্রভো, আমি তোমার প্রতি কিম্বা তোমার কর্ম্মের প্রতি কোন দোষারোপণ না করিয়া যেন তোমার শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইয়া থাকি। আর হে জগদীশ্বর, কোন পাপ কর্ম্ম নিমিত্তে তুমি আমার প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিতেছ তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সুবিদিত করাও, যেন তাহা বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ তৎকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিষয়ে যথোচিত খেদ করিয়া তোমার পথেতে গমন করি। আর আমার মন তাবৎ অবস্থাতে তোমার প্রতি স্থির থাকে কি না ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তে যদ্যপি আমাকে দুঃখ দিতেছ এমন হয়, তবে হে প্রভো, এই দীনহীনের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ কর, যে যে পর্য্যন্ত এই দুঃখ দূর করিতে তোমার অভিমত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত যেন ঐ দুঃখ তুষ্ট মনেতে সহ্য করিতে পারি। কেননা ধর্ম্মপুস্তকে ইহা লিখিত আছে, যে "অনেক দুঃখভোগ করিয়া তোমার রাজ্যেতে প্রবেশ করিতে হয়।" আরো লিপি আছে, যে তোমার প্রিয় পুত্র যিনি খ্রীষ্ট তিনি নির্ম্মল এবং নিষ্পাপ হইলেও তথাপি অনির্ব্বচনীয় দুঃখভোগ করিলেন। অতএব তাঁহার এবং তাঁহার প্রিয় লোকের

পদ চিহ্ন দিয়া আমারও গমন করিতে হয়, ইহা বুঝিয়া আর এক নিমেষ মাত্র স্থায়ি অথচ লঘু এমন যে আমার এই দুঃখ, সে আমার পক্ষে যে অতি গুরুতর এবং অনন্ত স্বর্গীয় গৌরব সাধন করিতেছে, ইহা জানিয়া যেন সর্ব্বদা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

শারীরিক পীড়িতের প্রার্থনা।

হে গুণসাগর পরমেশ্বর, তোমার গুণ এবং ক্রিয়া সকল যখন স্মরণ করি, তখন তোমার দৃষ্টিতে মনুষ্যদিগকে নিতান্ত অপদার্থ ও তৃণ অপেক্ষাও তুচ্ছ বোধ হয়; কিন্তু তথাচ তুমি যে সেই মনুষ্যদিগকে সর্ব্বদা মনের মধ্যে রাখ ইহাতে তোমার যে অনির্ব্বচনীয় দয়া তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। হে পরমেশ্বর, আমার যে সকল অবস্থা তাহা সকলি তোমার হস্তগত, আর তুমি যে আমার হিতনিমিত্তক পীড়া দিতেছ তাহাও আমি জ্ঞাত আছি, যে হেতুক তোমার শাস্ত্রেতে এমন লিপি আছে, যে "পরমেশ্বরহইতে যে কোন শাস্তি সে তৎকালে সুখের বিষয় নহে বটে, কিন্তু পশ্চাৎ তদ্বিষয়দ্বারা যাহারা প্রবোধিত হয় তাহাদের মনেতে যথার্থশান্তিময় ফল জন্মে।" হে পরমেশ্বর, আমি তোমার এই মণ্ডলীরূপ মনোহর উদ্যানে স্থাপিত হইয়া ফলহীন হইয়া স্থান জুড়িয়া রহিয়াছি; অতএব হে প্রভো, এই ব্যামোহের উপলক্ষ্যে তোমার পবিত্রাত্মা রূপ জলসেচন করিয়া জ্ঞান

Digitized by Google

ও শান্তি ও প্রেম এই সকল ফলের দ্বারা আমাকে ও ফলবান্ কর। আর আমার যে কিছু অবশিষ্ট আয়ু আছে তাহা আপনার প্রতি অথবা এই অসার সংসারের উৎসর্গ না করিয়া যেন কেবল তোমার উদ্দেশে ক্ষয় করি। হে জগদীশ্বর, দেব পূজকেরা যেমন ব্যামোহ শান্তিনিমিত্তক নানা তন্ত্রমন্ত্র বলি হোমাদি ক্রিয়াতে বিশ্বাস করে, আমি যেন তাহা না করিয়া সুস্থ ও অসুস্থ করণের মূলীভূত যে তুমি ইহা জানিয়া যেন কেবল তোমাতে বিশ্বাস করি। আর এই পীড়া শান্তির কারণ কোন ঔষধ কিম্বা তোমার দত্ত কোন উপায় সেবন করিলে যেন তাহাতেই সদ্যঃ প্রতিকার হয়। আর তোমার আশীর্ব্বাদে যে কেবল আমাদের শরীর যেন সুস্থ হয় এমন প্রার্থনা নহে, আমাদের জীবাত্মাও যেন সুস্থ হইয়া উঠে, এই বর প্রার্থনা করিতেছি। আর এই মৃন্ময় দেহ পীড়াতে জর্জ্জরীভূত হইয়াছে; সুতরাং এই সময়ে কিম্বা অল্প দিন বাদে ঐ দেহ নষ্ট হইয়া দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক জীবাত্মা তোমার কাছে গিয়া বিচারিত হইলে নরকে অথবা স্বর্গে গিয়া বসতি করিবে। অতএব হে প্রভো, আমি এই দেহ ত্যাগ করণের কাল অপেক্ষা করিয়া যেন সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকি। হে দয়াময় প্রভো, সকলের পরিত্রাণ নিমিত্তে ধর্ম্মপুস্তকে যে পথ প্রকাশিত হইয়াছে, খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া যেন দৃঢ় রূপে তাহা অবলম্বন করি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

রোগের উপশম হইলে এক প্রার্থনা।

হে আমার অন্তঃকরণ, তুমি পরমেশ্বরসমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্মময় নামের ধন্যবাদ কর, যে হেতুক তিনি তোমার সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তোমার সমস্ত পীড়ার শান্তি করিতেছেন; এবং মৃত্যুর হস্তহইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আর তোমার পাপ কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত প্রতিফল না দিয়া পিতা যেমন পুত্রের প্রতি সদয় হন, তেমনি তিনিও আপন ভক্তদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন। অতএব তাঁহার যে এই রূপ অসীম অনুগ্রহ তাহা যেন ভুলিও না। আর হে পরমেশ্বর, আমি যে এত দিন পর্য্যন্ত পীড়িত ছিলাম তাহা এই ক্ষণে মঙ্গলের বিষয় করিয়া মানিতেছি, কেননা তোমার কৃপাতে এই পীড়াদ্বারা পারমার্থিক শিক্ষা পাইয়াছি, ইহার পর আর মঙ্গলের বিষয় কি আছে। অতএব এই ক্ষণে প্রার্থনা এই, যে যেমন সুবর্ণকার স্বর্ণকে অগ্নিতে পুনঃ২ দগ্ধ করিয়া খাইদ বাহির করণ পূর্ব্বক নির্ম্মল করে, তেমনি এই পীড়াদ্বারা আমার অন্তরস্থ পাপ সকল দূর করিয়া আমাকে নির্ম্মল কর। আর আমার প্রার্থনা শুনিয়া যে আমাকে সুস্থ করিয়াছ এই দীনহীনের প্রতি যে এত দয়া প্রকাশ করিয়াছ, ইহা যেন স্মরণে রাখি। আর এই ক্ষণে যে শারীরিক বলবান্ হইয়াছি ঐ বল প্রাপ্ত হইয়া যেন কেবল তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

কোন কিছু লব্ধ হইলে যে প্রার্থনা।

হে সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর, তুমি এই জগতে সমস্ত লোকদিগের মঙ্গলামঙ্গল বিতরণ করিতেছ, অতএব আমাদের যে ভদ্রাভদ্র ঘটনা সে কেবল তোমাহইতে হয়, ইহা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু হে প্রভো, এমন লোক অনেক আছে, যে কোন কিছু লাভালাভ হইলে তাহা তোমার হস্তের ফলাফল না মানিয়া কেবল আপন২ কপালের গুণ ও দোষ কহিয়া থাকে; অতএব হে প্রভো, আমরা যেন তদ্রূপ না কহিয়া আমাদের যে মঙ্গলামঙ্গল সে সকলি তোমার হাতে ইহা যেন প্রামাণ্য করি। আর হে পরমেশ্বর, তুমি যাথার্থিক হইয়া ন্যায্য বিচার পূর্ব্বক প্রত্যেক মনুষ্যের স্ব২ কর্ম্মানুসারে উপযুক্ত ফলাফল দিতেছ, কিন্তু তথাপি ইহ লোকের লাভ কি ক্ষতি, ও সুখ কি দুঃখ, ইত্যাদিদ্বারা তোমার অনুগ্রহ কি নিগ্রহ কিছুই উপলব্ধি হয় না, ইহা তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে; এবং আমরাও দেখিতেছি, যে ধার্ম্মিক লোকদের মধ্যেও অনেকেই দীনহীন দরিদ্রের ন্যায় দুঃখ পাইতেছে, এবং পাপি লোকদের মধ্যেও অনেকে নানা বিধ ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছে। কিন্তু হে পরমেশ্বর, এই উভয় পক্ষেতেই পদে২ বিপদ দেখিতেছি, কেননা যদ্যপি দরিদ্র হই তবে কি জানি অন্নাভাবে ব্যাকুল হইয়া পাছে চৌর্য্যবৃত্তি করি, কিম্বা পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পাছে হিংসা করি; আর ভাগ্যবান্ হইলে বিষয় সুখভোগেতে উন্মত্ত হইয়া পাছে তোমাকে ভুলি, অথবা আত্মগর্ব্বেতে গর্ব্বিত হইয়া পরকে

Digitized by Google

পাছে তুচ্ছ বোধ করি। অতএব হে প্রভো, এই উভয় আপদহইতেই তুমি উদ্ধার করিতে পার, এই জন্যে তোমার কাছে প্রার্থনা ব্যতিরেকে আমাদের আর কোন গতি নাই। হে ঈশ্বর, তোমার আশীর্ব্বাদে যে আমাদের কর্ম্ম এই রূপ ফলবান্ হইয়াছে, এ কারণ তোমার ধন্যবাদ করিতেছি। এখন হে প্রভো, তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করি, যে আমরা যে সকল বস্তু পাইয়াছি সে সকলি তোমাকর্ত্তৃক দত্ত ইহা জানিয়া যেন উত্তর২ দাতার প্রতি শুদ্ধা ভক্তির বৃদ্ধি হয়। আর যাহাতে তোমার নামের গৌরব প্রকাশ হয় এবং লোকদিগের হিত হয়, এমন সকল কর্ম্মেতে যেন ঐ সকল প্রাপ্ত বস্তু ব্যয় করি। আর হে পরমেশ্বর, তুমি কর্ত্তা, আমরা তোমার ভৃত্য স্বরূপ; অতএব এই ক্ষণে তুমি আমাদের হস্তে যাহা২ সমর্পণ করিতেছ বিচারদিনেতে তোমার কাছে যে তাহার হিসাব দিতে হইবে ইহা যেন জ্ঞাত হইয়া যথার্থ ব্যয় করি। কিন্তু হে প্রভো, এই সকল কর্ম্ম তোমার ধর্ম্মাত্মার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন প্রকারে সম্ভব হয় না; অতএব তোমার ধর্ম্মাত্মা প্রাপ্ত হইয়া আমরা সকল দশাতেই যেন আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদা শান্ত থাকিবার ক্ষমতা পাই; আর খ্রীষ্টদ্বারা তোমার ধন্যবাদ করি। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করিতেছি।

কোন কিছু ক্ষতি হইলে এক প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি এই জগতে যেমন দিবা রাত্রি রূপ দীপ্তি ও অন্ধকার সৃষ্টি করিয়াছ তেমনি মনুষ্যদের মনো-

Digitized by Google

মধ্যেও আনন্দ রূপ দীপ্তি ও দুঃখ রূপ অন্ধকার সৃষ্টি করিতেছ; আর আমাদের যে কৃতকার্য্য কি অকৃতকার্য্য হওয়া, এবং ভাগ্যবান্ কি দুরদৃষ্টবন্ত হওয়া, তাহাও তোমাহইতে হইতেছে। হে পরমেশ্বর, তুমি যথার্থ রূপে তাবৎ কর্ম্ম করিতেছ, তুমি আমাদিগকে প্রচুর রূপে দিলেও যথার্থ, এবং না দিলেও যথার্থ, আর দিয়া পশ্চাৎ হরণ করিলে সেও যথার্থ; কেননা তোমার স্থানে আমরা যে কোন কিছু পাইতে পারি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছি? বরং জন্মাবধি তোমার ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করাতে কোন দান প্রাপ্তির পাত্র না হইয়া কেবল দণ্ডের যোগ্য পাত্র হইয়াছি। অতএব হে প্রভো, এই সকল মনে করিয়া আর আমরা যে উলঙ্গ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিছু মাত্র লইয়া আসি নাই এবং কিছুই লইয়া যাইতেও পারিব না, ঐ উলঙ্গভাবেই ভূমণ্ডলহইতে যাইতে হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমাদের এই বর্ত্তমান ক্ষতিবিষয়ে যেন অবিহিত খেদ না করি, বরং তুমি যে আমাদের প্রতি প্রেম করিয়া একবার দিতেছ আরবার গ্রহণ করিতেছ, ইহা জানিয়া তোমার প্রতি দোষারোপণ না করিয়া যেন তোমার ধন্যবাদ করি। আর তোমার দত্ত আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ না করিয়া যে কিছুমাত্র লইয়াছ ইহাতে বুঝিলাম যে আমাদের প্রতি তোমার যথেষ্ট দয়া আছে। অতএব হে প্রভো, এই বর্ত্তমান ক্ষতিদ্বারা শিক্ষা পাইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, যে আমাদের নিকটে এই যে অবশিষ্ট বস্তু আছে, তাহা যেন অনর্থক ব্যয় না করিয়া তোমার মহিমা প্রকাশার্থে ব্যয় করি। আর তুমি যাহা দেও তাহাতেই আপনাদিগকে ধনী বোধ করিয়া আজি অবধি

যেন অধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। হে পরমেশ্বর, তুমি প্রেম স্বরূপ হইয়াছ, একারণ আমরা কিছু মাত্র প্রেম না করিলেও তুমি আমাদের প্রতি এমন অধিক প্রেম প্রকাশ করিয়াছ, যে আমাদের পাপমোচনার্থে আপন অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু য়িশু খ্রীষ্টকে এই জগতে পাঠাইয়াছিলা; অতএব আমাদের প্রতি খ্রীষ্টেতে তোমার যে প্রেম, তাহার বহির্ভূত আমাদিগকে কোন প্রকারে কেহ করিতে পারে না। আর এই অসার সংসার ক্ষয় হইলে স্বর্গস্থ যে সুখ, সে যে আমাদের অপেক্ষা করিয়া আছে, ইহা স্মরণ করিয়া অন্তঃকরণ যেন সর্ব্বদা সুস্থির থাকে। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

বৎসরের প্রথম দিনের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া এই জগতের উৎপত্তি করিয়াছ, তাহাতে আকাশ চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যে সকল তোমার হস্তকৃত বস্তু, সে সকলি নশ্বর অনিত্য; যেমন পরিচ্ছদাদি জীর্ণ হইলে তাহা ত্যাগ করিয়া নূতন ২ পরিচ্ছদ গ্রহণ করে, তেমনি তোমার ইচ্ছাতে ঐ সকল বস্তু নূতন ২ হইবে। কিন্তু তুমি নিত্য সর্ব্বদাই সমভাবে আছ। আর হে পরমেশ্বর, তোমার যে কি পর্য্যন্ত শক্তি আর মনুষ্যদের প্রতি যে কেমন দয়াপ্রকাশ করিয়াছ, তাহার প্রমাণ অন্য স্থানে কোথায় দিব, আমরা আপনারাই তাহার প্রমাণ হইয়াছি; যেহেতুক আমরা দীন হীন ক্ষীণ নিতান্ত পাপগ্রস্ত হইলেও তোমার অপরিমিত

Digitized by Google

শক্তি ও দয়াতে অদ্যাপি জীবৎ হইয়া আছি। কিন্তু হে প্রভো, আমরা তোমার এত পর্য্যন্ত দয়ার যোগ্যপাত্র নহি; কেননা আমরা জন্ম কালাবধি তোমার সত্য পথে বিমুখ হইয়া সর্ব্বদা বিপথগামী হইয়া তোমার ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি। আর সাংসারিক মোহেতে মোহিত হইয়া সর্ব্বকর্ত্তা যে তুমি, তোমার সেবাতে ত্রুটি করিয়াছি। অতএব এইক্ষণে কোন লজ্জাতে তোমার সম্মুখে মুখ তুলিব; যদ্যপি ইহার সম্যক্ প্রতিফল দিয়া পরিত্রাণবিষয়ে আমাদিগকে বঞ্চিত কর, আর দারুণ নরকে ডুবাইয়া দেও, তথাপি আমাদের আপত্তি করিবার কোন পথ নাই। কিন্তু হে প্রভো, তুমি আপনি কহিয়াছ," যে দুষ্ট দুরাচার লোকদিগের মরণেতে আমার কিছু মাত্র সন্তোষ নাই, বরং তাহারা স্ব২ পথ পরিত্যাগ করিয়া যদি জীবনের পথ গ্রহণ করে ইহাতে আমার সন্তোষ আছে।" আরো বলিয়াছ," যে তোমাদের পাপ যদ্যপি সিন্দূরের সদৃশ রক্ত বর্ণ হয়, তথাপি হিম রাশির ন্যায় শুক্ল বর্ণ হইবে।" অতএব হে দয়াময় প্রভো, তোমার এই দাসানুদাসদিগকে স্ব২ যোগ্যতা অযোগ্যতানুসারে গ্রাহ্য অগ্রাহ্য না করিয়া তুমি আমাদের প্রতি প্রভু য়িশু খ্রীষ্টেতে যে অসীম দয়া প্রকাশ করিয়াছ, সেই দয়ানুসারে আমাদিগকে গ্রহণ কর। আর আমাদের শিশু কালে যেমন নানা আপদ বিপদহইতে সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছ, তেমনি আমরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন নরকপথেতে বেগে ধাবমান হইয়াছিলাম, তখনও তোমার ধর্ম্মাত্মাও শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা আমাদিগকে প্রবোধ জন্মাইয়া ইহকালে কি পরকালে সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বত্র সর্ব্বনাশহইতে রক্ষা করিয়াছ;

Digitized by Google

অতএব আপনারা যে পাপদ্বারা নষ্ট হইতেছি, আর প্রভু যিশু খ্রীষ্টকর্ত্তৃক প্রস্তুত যে উপায় তদ্ব্যতিরেকে আমাদের যে গতি নাই, ইহা জানিয়া শয়তানের ও পাপের সেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রভু যিশু খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়া কেবল তোমার সেবাতে নিযুক্ত থাকিতে স্বীকৃত হইলাম। হে পরমেশ্বর, সম্প্রতি নূতন বৎসর উপস্থিত হইয়াছে; অতএব যাহাতে সম্পূর্ণরূপে তোমার সেবা করিতে পারি এমন একটি নূতন মন তোমার কাছে যাচ্ঞা করিতেছি। আর আমাদের যে এই একটি জন্মমাত্র আছে, তাহা জানিয়া মায়াময় মদ্যপানে মত্ত থাকাতে যে নিরর্থক পরমায়ুঃ ক্ষয় করিতেছি, এইক্ষণে তদ্বিষয়ে চৈতন্য পাইয়া কেবল তোমার সেবাকে সারজ্ঞান করিয়া সম্বৎসর ক্রমিক তোমার ধর্ম্মপুস্তক পাঠ ও শ্রবণ আর প্রার্থনা ইত্যাদি সৎকর্ম্মেতে যেন রত হইয়া থাকি; এই রূপে ক্রমে২ তোমার সাধনাতে সিদ্ধ হইয়া জন্ম যেন সার্থক করি। হে পরমেশ্বর, এই সংবৎসরের মধ্যে আমাদের কখন কি ঘটনা হইবে তাহা আমরা অজ্ঞাত বটে, কিন্তু তোমার অগোচর যে কিছু মাত্র নাই, তাহা জানিয়া এবং সকল বিষয়েতে যে তোমার ভক্তগণের হিত সাধন করিবে এই তোমার সত্য বাক্যের উপরে নির্ভর দিয়া উত্তমাধম তাবদ্দশাতেই যেন সুস্থির হইয়া থাকি। আর কি জানি এই সংবৎসরের মধ্যে আমাদের মধ্যে কাহার কখন মৃত্যু উপস্থিত হইবে; অতএব হে প্রভো, অন্যান্য লোকদের ন্যায় নিদ্রিত না থাকিয়া সর্ব্বদা জাগ্রৎ হইয়া যেন দেহ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকি। হে কৃপাময় প্রভো, তুমি যথাযোগ্য কালে সুবৃষ্টি প্রদান পূর্ব্বক নানা শস্যাদি

Digitized by Google

জন্মাইয়া জীবদিগের আশা পরিপূর্ণ করিতেছ; অতএব যাহাতে শস্যাদি জন্মিয়া দীন দুঃখি লোকেরা একটি রুটী পাইয়া প্রাণধারণ করিতে পারে, এমন সুবৃষ্টি প্রদান কর। আর হে ঈশ্বর, তোমার আশীর্ব্বাদে রাজগণ যেন দুষ্টদমন ও শিষ্টপালনাদি পূর্ব্বক প্রজাদিগকে স্বচ্ছন্দে সুখে রাখেন। আর তোমার নিয়োজিত ও বিশ্বস্ত সেবক সকল যাহারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিয়া সকলের প্রতি তোমার সত্য পরিত্রাণের পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ কর; যেন তাহাদের কর্ম্ম দেখিয়া সমস্ত লোক সু আচরণের নিদর্শন প্রাপ্ত হয়; তাহাতে ক্রমে ২ সর্ব্বত্রের মিথ্যা ধর্ম্ম লোপ পাইয়া তোমার সত্য ধর্ম্মেতে যেন সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া যায়। আর শয়তানের রাজ্য চূর্ণ হইয়া সকল স্থানেতে যেন খ্রীষ্টের রাজ্য স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

সংবৎসর গতে যে প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, পৃথিবীহইতে আকাশ যেমন উচ্চতম, তেমনি আমাদের পথ ও সংকল্পহইতে তোমার পথ ও সংকল্প উচ্চতম হইয়াছে। হে ঈশ্বর, আমরা তোমার অসীম দয়া ও সাহায্য পাইয়া নানা আপদ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া অদ্যাবধি জীবদ্দশাতে আছি। আর গত বৎসরে স্বহস্তে ও পরহস্তে ও রোগনিমিত্তে কত ২ লোক পরলোকে গিয়াছে। অতএব হে অন্তঃকরণ, তুমি এমন অনুগ্রাহক বিভুকে সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া তাঁহার ধন্যবাদ কর; কেননা তিনি তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা

Digitized by Google

করেন। আর শারীরিক রোগহইতে যে মুক্ত করেন তাহা কেবল নয়, জীবাত্মা ঘটিত রোগহইতেও মুক্ত করেন। তিনি নিতান্ত দয়াময় ও অনুগ্রাহক প্রযুক্ত আমাদের অপরাধানুসারে প্রতিফল না দিয়া উদয়াচলহইতে অস্তাচল যেমন দূর, তেমনি আমাদেরহইতে আমাদের অপরাধকে দূর করেন। যেমন পুত্রেতে পিতার স্নেহ থাকে, তেমনি নিজ সেবকের প্রতিও পরমেশ্বরের দয়া সপ্রকাশ থাকে। তাহাতে সন্তান ক্রমে ২ যত বয়োধিক হয় তত পিতার প্রতি অধিক স্নেহ করা উচিত; তদ্রূপ বৎসরে ২ আমাদিগেরও যত বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতেছে, আমরাও যেন তোমার প্রতি তত প্রেম করি। হে জগদীশ্বর, তোমার শাস্ত্রেতে এমন লিখিত আছে, "যে তাঁহার আজ্ঞা তুমি প্রতিপাপন করিবা কি না এতদ্বিষয়ে তোমার মন জানিবার জন্যেও তোমার পরীক্ষার্থে এবং তোমাকে নম্র করিবার জন্যে এত বৎসর তোমাকে পরমেশ্বর অরণ্যের যে সমস্ত পথে লওয়াইতেছেন তাহা স্মরণ কর।" অতএব হে ঈশ্বর, এই অরণ্যস্বরূপ জগতে আসিয়া আমরা যে ২ পথে গমন করিতেছি, তাহার সর্ব্বত্রেতেই তোমার দয়া যেমত প্রকাশ পায়, তেমনি তোমার সেবাতে পদে ২ ত্রুটি দেখিতেছি, একারণ আমরা নিতান্ত নম্র হইয়া তোমার সাক্ষাতে এই স্বীকার করিতেছি। হে পরমেশ্বর, তুমি কৃপাবান্ আর ধর্ম্মপুস্তকে লিখে যে তোমার প্রিয়পুত্র প্রভু যিশু খ্রীষ্টের রক্তদ্বারা পাপি লোকদিগের সমস্ত পাপবিমোচন হয়। অতএব হে ঈশ্বর, আমরা তোমার কাছে পূর্ব্ব কালে কি গত বৎসরে কায়িক কি বাচনিক কি মানসিক যে ২ অপরাধ করিয়াছি, তুমি খ্রীষ্টের অনুরোধে

Digitized by Google

তাহা মার্জ্জনা করিয়া আমাদিগকে গ্রহণ কর। আর আমরা অদ্যাবধি পাপহইতে বিরক্ত হইয়া তোমার তোষণীয় জীবন্ত বলিদানার্থে স্ব২ শরীরকে তোমার উদ্দেশে যেন সমর্পণ করি, এই বর প্রার্থনা করিতেছি। আর গত বৎসরে আমাদিগের যে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, তাহা সফল হওয়াতে ঐহিক যে সকল মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছি, সে কেবল তোমাহইতে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেছি। এবং পূর্ব্ব সংস্থানের যে ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্যেও তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, যে হেতুক তাহাও তোমারি অভিমত। কিন্তু হে প্রভো, গত বৎসর ব্যাপিয়া আমরা তোমার শাস্ত্রীয় বচন পাঠ ও শ্রবণ করাতে আমাদের হৃদয়ে যে তোমার সত্য বাক্যরূপ বীজ রোপিত হইয়াছে, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আগামি বৎসরে যেন শত২ গুণ ফলোৎপত্তি করে। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

বালকের প্রার্থনা।

হে পরমেশ্বর, তুমি অনাদি অনন্ত নির্ম্মল নিষ্পাপ শুদ্ধ সত্ব আত্মা স্বরূপ হইয়া ইচ্ছা ক্রমে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রতিপালনকর্ত্তা হইয়া একাধিপত্য করিতেছ। অতএব আমি যে জন্মাবধি আহারাদি পাইয়া অদ্যাপি জীবৎ আছি, সে কেবল তোমার কৃপাজন্য জানিলাম। এ কারণ তোমাকে ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তোমার তাবৎ আজ্ঞা প্রতিপালন করা আমারি অবশ্য কর্ত্তব্য। হে প্রভো, তুমি এমন হইলেও নিজ দৃষ্টিতে সর্ব্বতুল্য

Digitized by Google

যে ব্রহ্মাণ্ড তন্মধ্যস্থ লোকদিগকে আত্ম সেবাতে নিযুক্ত করিয়াছ, এবং তাহাদিগকে আপনার কাছে প্রার্থনা করিতেও অনুমতি দিয়াছ; ইহা তোমার ধর্ম্মপুস্তকের মধ্যেও লিখিত আছে, "যে তোমরা যাচ্ঞা কর তবে তোমাদিগকে দত্ত হইবে, অন্বেষণ কর তবে উদ্দেশ পাইবা, দ্বারে ঘা দেও তবে তোমার জন্যে দ্বার খোলা যাইবে।" অতএব আমি অবোধ বালক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমার কাছে কি প্রকারে প্রার্থনা করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না; কিন্তু হে প্রভো, তুমি আপনি এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, যে উপযুক্ত রূপে প্রার্থনা করণার্থে আপন পবিত্রাত্মা প্রদান করিবা। আরো বলিয়াছ, যে "তোমরা মন্দ হইয়াও যদি নিজ বালকদিগকে উত্তমং সামগ্রী দেও, তবে পিতা স্বরূপ যিনি পরমেশ্বর তিনি আপন সেবকদিগকে কি ধর্ম্মাত্মা দিবেন না।" অতএব হে প্রভো, ধর্ম্মাত্মা দিয়া আমার মন নির্ম্মল কর, যেন তাহাতে পরমার্থ বিষয় বুঝিতে পারি, এবং তোমার গ্রাহ্য এমন প্রার্থনা করিতে পারি। হে পরমেশ্বর, আমার অন্তঃকরণ স্বাভাবিক অন্ধকারে পরিপূর্ণ, তাহাতে আরো এই যে জগৎ সংসার ইহাও ঘোরতর তিমিরেতে আচ্ছন্ন দেখিতেছি; অতএব আমার ভিতরে বাহিরে কেবল অন্ধকারময়। আর ইহাতে আমার বড় বিপদ ঘটনার সম্ভাবনা দেখিতেছি, যেহেতুক আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি দুর্ব্বল একাকী এই ঘোরতর অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া থাকাতে দুষ্ট কামাদি রিপু গণ আমার চতুর্দ্দিগেতে বেষ্টিত ছওত ভাল পথ বলিয়া আমাকে ভুলাইয়া সর্ব্বদা কু পথে লইতে আকিঞ্চন করে। আর দুরাত্মা শয়তান আমাকে কোন প্রকারে নরকে ফেলিবার চেষ্টাতে

Digitized by Google

সর্ব্বদা ফাঁদ পাতিয়া রহিয়াছে। অতএব এমত প্রবল শত্রুগণের সহিত কি প্রকারে থাকিব? হে দয়াময় প্রভো, পবিত্রাত্মা দিয়া এবং তোমার সত্য শাস্ত্রীয় বচনদ্বারা আমার জ্ঞান রূপ আলোক প্রকাশ কর, যেন সেই আলো-দ্বারা কি ভাল কি মন্দ আর কিবা সত্য কিবা মিথ্যা তা-হা দেখিতে চক্ষুর্ব্বিশিষ্ট হইয়া এবং তোমার বলেতে বলবান্ হইয়া রিপুদিগের হস্তহইতে যেন রক্ষা পাই। হে প্রভো, তুমিই ত্রাণকর্ত্তা, তোমা ব্যতিরেক আমার অন্য গতি নাই; অতএব আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবৎ থাকিয়া সুভে২ ধনসঞ্চয় করিয়া বড় মানুষ হইব, কি যশেতে দিগ্বিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া নানাবিধ ঐহিক সুখ-ভোগ করিব, এমন প্রার্থনা না করিয়া বরং তোমাকে যেন জানিতে পারি, এবং তোমার ধর্ম্মাত্মাহইতে সা-হায্য পাইয়া যাহাতে তোমার মহিমা জগতে প্রচার হয়, এমন কর্ম্ম করিতে যেন সমর্থ হই: এই প্রার্থনা করি। আর এই রূপে তোমার অভিমত কর্ম্ম সকল করিতে২ এই ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পাপিদিগের ত্রাণার্থ প্রভু যিশু খ্রীষ্ট কর্ত্তৃক কৃত যে কর্ম্ম, তাহার বলেতে নরক কূপ এড়া-ইয়া যেন তোমার পাদপদ্মে স্থান পাই। ঐহিক বিষয় অধিক কি অল্প যাহা হউক, কিন্তু তোমার এই সত্য পরি-ত্রাণের বিষয়ে যেন বঞ্চিত না হই, এই প্রার্থনা করি-তেছি। আর হে পবিত্রাত্মন, তুমি আমার স্বাভাবিক দুর্ম্মতি ঘুচাইয়া যাহাতে স্বর্গে যাইতে পারি, এমন সুমতি প্রদান কর। আর আমার মনোমধ্যে জ্ঞান প্রেম ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ও পবিত্রতা বৃদ্ধি কর, যেন তাহাদ্বারা কাম ক্রোধাদি ছয় রিপুকে দমন করিয়া খ্রীষ্টের সচ্চরি-ত্রতার দৃষ্টিতে আমিও যেন দিনে২ তাঁহার সদৃশ

Digitized by Google

হইয়া উঠি। হে পরমেশ্বর, আমার পিতা মাতা ভাই ভগিনী জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ কর। আর আমার শত্রু কি মিত্র অন্যান্য লোকদিগকে কুপথহইতে সুপথে আনিয়া তাহাদের মঙ্গল কর। আর তাবৎ মিথ্যা ধর্ম্ম ও শয়তানের রাজ্য নষ্ট হইয়া সর্ব্ব দেশে সর্ব্বত্র তোমার সত্য ধর্ম্ম স্থাপিত হউক। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

সায়াহ্নের প্রার্থনা।

হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াসাগর পরমেশ্বর, আমরা অতি দীন হীন ক্ষীণ পাপিষ্ঠ নরাধম তোমার সিংহাসনসম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইবারও যোগ্য পাত্র নহি, কেবল জন্মাবধি ধারাবাহিক দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়া আসিতেছি, তাহাতে একবারও তোমার নাম কি গুণ কি মহিমা ভ্রান্তি ক্রমেও জিহ্বাতে উচ্চারণ করি নাই; কিন্তু তথাচ তুমি এই অধমদিগের প্রতি এমন আশ্চর্য্য অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, যে পাপিষ্ঠ ঘৃণার্হ যে আমরা, আমাদের প্রাণের পরিবর্ত্তে আপন অদ্বিতীয় জাত প্রিয় পুত্র খ্রীষ্টের প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছ; আর তাঁহাতে যে কেহ বিশ্বাস করে, সে সর্ব্বনাশ গ্রস্ত না হইয়া যেন অনন্ত পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হয়। অতএব প্রভু যিশু খ্রীষ্ট আমাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হেতুক অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিলেন, ইহা জানিয়া আমরাও তোমার ক্রোধ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যে খ্রীষ্টের আশ্রয় লইয়াছি। যেন তাহাতে তাঁহার মরণের অনুরোধে আমাদের সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা হইলে তোমার ক্রোধানলের পাত্র না হইয়া দয়া রূপ অমৃতের পাত্র হইতে পারি।

Digitized by Google

হে পরমেশ্বর, তোমার মহানুগ্রহেতে আমরা সমস্ত দিবস নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইয়াছি, কিন্তু এইক্ষণে আমাদের বিশ্রামজন্যে তোমা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে রাত্রি, তাহা আগমন করিয়াছে; অতএব তোমার নিকটে এই আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছি, যে রাত্রি কালে নিদ্রাগত হইয়া বাহ্য জ্ঞান শূন্য হইলে তুমি আমাদের প্রতি করুণাদৃষ্টিপাত করিও; এবং তোমার ধর্ম্ম দূতগণকে আমাদেরচ তুর্দ্দিগে প্রহরি রূপ সংস্থাপন করিও, কেননা তুমি সপক্ষ হইলে আর বিপক্ষ থাকে না। অতএব তোমার সাহায্যেতে যেন আমরা আপদ শূন্য হইয়া এই কাল রাত্রি সুপ্রভাত পূর্ব্বক প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া মনের সহিত তোমার সেবা করিতে পারি। আর হে প্রভো, তোমার মণ্ডলীর রক্ষক ও শিক্ষকদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার মণ্ডলীর বৃদ্ধি কর, যেন তাহাতে দিনে২ সহস্র২ মনুষ্য তোঁমার মণ্ডলীতে গ্রাহ্য হয়। আর তোমার অনুগ্রহ পাইয়া যাহারা খ্রীষ্টের ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে রক্ষা কর। আর আমাদের শত্রু কি মিত্র সকলের প্রতি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহাদিগের মঙ্গল হয়। আর প্রভু য়িশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার সর্ব্ব দেশে প্রচার হইয়া যেন সর্ব্ব জাতীয় লোকেরা খ্রীষ্টের শরণাগত হইয়া চরিতার্থ ও মুক্তি প্রাপ্ত হয়, এই প্রার্থনা করিতেছি। হে প্রভো, আমাদের যে সকল চিন্তা ও ক্রিয়া তাহা সকলি তুমি সুজ্ঞাত আছ। আর আমরা যাহা২ যাচ্ঞা করি, তাহার অধিকও দিতে পার; অতএব আমাদের ইহকালের কি পরকালের যে২ আবশ্যক তাহা অনুগ্রহ করিয়া প্রদান কর। খ্রীষ্টের নাম লইয়া তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি।

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

RICHARD BAUR

Digitized by Google